## প্রথম অধ্যায়

# শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঃ ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার—এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, দেবকীর অষ্টম পুত্রের দ্বারা নিজের মৃত্যু হবে এই দৈববাণী শ্রবণ করে কংস অত্যন্ত ভীত হয়ে একের পর এক দেবকীর পুত্রদের হত্যা করে।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী যখন যদুবংশ এবং সেই সঙ্গে চন্দ্র ও সূর্যবংশের বর্ণনা করেন, তখন মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁকে অনুরোধ করেন, যদুবংশে বলদেব সহ আবির্ভূত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে এই জগতে তাঁর লীলাবিলাস করেছিলেন তা বর্ণনা করতে। মহারাজ পরীক্ষিৎ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময় এবং তাই মুক্তপুরুষেরাই কেবল তাঁর কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কৃষ্ণলীলা শ্রবণ এমনই একটি নৌকা যার দ্বারা জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। পশুঘাতী অথবা আত্মঘাতী ব্যতীত প্রতিটি বুদ্ধিমান মানুষেরই কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা।

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পাণ্ডবদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন তাঁর মাতা উত্তরার গর্ভে ছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ব্রহ্মাস্ত্র থেকে রক্ষা করেছিলেন। এখন মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছেন, রোহিণীর নিত্য পুত্র বলদেব কিভাবে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেন মথুরা থেকে বৃন্দাবনে নিজেকে স্থানান্তরিত করেছিলেন, তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে কিভাবে অবস্থান করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা এবং বৃন্দাবনে কি কি লীলা করেছিলেন, কেন তিনি কংসকে বধ করেছিলেন, দ্বারকায় তিনি কত বছর বাস করেছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের কতজন মহিষী ছিল? মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে এই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে অনুরোধ করেছিলেন, এ ছাড়াও যদি কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে অন্য কিছু জ্ঞাতব্য থাকে, তা হলে তিনি যেন সবই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী যখন কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করতে শুরু করেন, তখন মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর উপবাসজনিত শ্রান্তি বিস্মৃত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করতে

উৎসাহী হয়ে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছিলেন, "গঙ্গা যেমন ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন, শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথাও তেমনই বক্তা, প্রশ্নকর্তা এবং শ্রোতা—এই তিন প্রকার ব্যক্তিকে পবিত্র করে।"

পৃথিবী যখন রাজবেশধারী অসুরদের সামরিক শক্তির ভারে ভারাক্রান্ত হয়েছিলেন, তখন মাতা বসুন্ধরা একটি গাভীর রূপ ধারণ করে ত্রাণ লাভের জন্য ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন। ব্রহ্মা পৃথিবীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে মহাদেব প্রমুখ দেবতা এবং গোরূপিণী পৃথিবীকে নিয়ে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গিয়ে স্তবের দ্বারা ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন। তারপর ব্রহ্মা সমাধির দ্বারা মহাবিষ্ণুর আদেশ জানতে পেরে সকলকে জানিয়েছিলেন যে, ভূভার হরণের জন্য ভগবান শীঘ্রই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। দেবতারা তাঁদের পত্নীসহ যেন যদুবংশে পুত্র-পৌত্রাদিরূপে শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদত্ব লাভের জন্য জন্মগ্রহণ করেন। ভগবানের ইচ্ছায় অনন্তদেব বলরামরূপে প্রথমে আবির্ভূত হবেন, এবং তারপর শ্রীকৃষ্ণের শক্তি যোগমায়াও আবির্ভূত হবেন। মাতা বসুন্ধরাকে সেই কথা জানিয়ে ব্রহ্মা তাঁর ধামে ফিরে গিয়েছিলেন।

বসুদেব যখন দেবকীকে বিবাহ করে তাঁর ভ্রাতা কংস চালিত রথে করে তাঁকে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন কংসকে সম্বোধন করে আকাশবাণী হল যে, দেবকীর অষ্টম পুত্র তাকে হত্যা করবে। সেই আকাশবাণী শোনা মাত্রই কংস দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু বসুদেব নানাভাবে বুঝিয়ে তাকে নিরস্ত করেন। তিনি তাকে বলেন যে, কংসের মতো একজন বীরের পক্ষে তার কনিষ্ঠা ভগ্নীকে হত্যা করা শোভন হবে না, বিশেষ করে তাঁর বিবাহের সময়। বসুদেব তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যারই দেহ রয়েছে তার মৃত্যু অনিবার্য। প্রতিটি জীবই কিছুকালের জন্য একটি শরীরে অবস্থান করে এবং তারপর অন্য একটি শরীরে দেহান্তরিত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মানুষ তার দেহটিকে তার আত্মা বলে মনে করে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে কেউ যদি অন্য একটি শরীরকে হত্যা করতে চায়, তা হলে তাকে নরকভোগ করতে হয়।

কংস যখন বসুদেবের এই উপদেশ সত্ত্বেও তার পাপসঙ্কল্প থেকে নিরস্ত হল না, তখন বসুদেব একটি উপায় উদ্ভাবন করলেন। তিনি দেবকীর গর্ভজাত সন্তানগুলিকে জন্ম হওয়া মাত্রই কংসের হস্তে সমর্পণ করবেন বলে কংসের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন যাতে সে তাদের হত্যা করতে পারে। তা হলে আর এখন দেবকীকে হত্যা করার কি প্রয়োজন? সেই প্রস্তাবে কংস শান্ত হয়েছিল। যথাসময়ে দেবকী যখন একটি সন্তান প্রসব করলেন, বসুদেব তখন সেই নবজাত

শিশুটিকে কংসের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। বসুদেবের উদারতা দর্শন করে কংস আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। বসুদেব শিশুটিকে কংসের হাতে সমর্পণ করলে, কংস কিছু বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করে বলেছিল যে, অষ্টম গর্ভজাত সন্তান যেহেতু তাকে হত্যা করবে, তখন প্রথম শিশুটিকে হত্যা করার কি প্রয়োজন? বসুদেব যদিও কংসকে বিশ্বাস করেননি, তবুও কংস বসুদেবকে অনুরোধ করেছিল সেই শিশুটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু পরে নারদ মুনি কংসের কাছে গিয়ে জানিয়েছিলেন যে, দেবতারা তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে যদু এবং বৃষ্ণিবংশে জন্মগ্রহণ করছেন, তখন কংস দেবকীর গর্ভজাত প্রতিটি সন্তানকেই হত্যা করতে স্থির করেছিল। সে তখন দেবকী এবং বসুদেবকে কারারুদ্ধ করে একে একে তাঁদের ছ'টি পুত্রকে হত্যা করে। নারদ মুনি কংসকে এই কথাও জানিয়েছিলেন যে, পূর্বজন্মে সে ছিল কালনেমি নামক এক দৈত্য, যে বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হয়েছিল। এই কথা জানতে পেরে কংস সমস্ত যাদবদের মহাশত্রুতে পরিণত হয়েছিল। এমন কি সে তার পিতা উগ্রসেনকে পর্যন্ত কারারুদ্ধ করেছিল, কারণ কংস একাকী রাজ্যভোগ করতে চেয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলা—ব্রজলীলা, মথুরালীলা এবং দ্বারকালীলা। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে নব্বইটি অধ্যায়ে সমস্ত কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম চারটি অধ্যায়ে ব্রহ্মার প্রার্থনায় ভূভার হরণ করার জন্য ভগবানের জন্মলীলা। পঞ্চম অধ্যায় থেকে ঊনচত্বারিংশতি অধ্যায় পর্যন্ত ব্রজলীলা। চত্বারিংশতি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের যমুনা বিহার এবং অক্রূরের স্তব বর্ণিত হয়েছে। একচত্বারিংশতি থেকে একপঞ্চাশত্তম অধ্যায় পর্যন্ত এগারটি অধ্যায়ে মথুরালীলা এবং দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় থেকে নবতিতম অধ্যায় পর্যন্ত ঊনচল্লিশটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলা বর্ণিত হয়েছে।

ঊনত্রিংশতি অধ্যায় থেকে ত্রয়স্ত্রিংশতি অধ্যায় পর্যন্ত পাঁচটি অধ্যায়ে শ্রীরাসলীলা বর্ণিত হয়েছে। তাই এই পাঁচটি অধ্যায়কে রাসপঞ্চাধ্যায় বলা হয়। দশম স্কন্ধের সপ্তচত্বারিংশতি অধ্যায়টিকে ভ্রমরগীতা বলা হয়।

## শ্লোক ১

**শ্রীরাজোবাচ**

**কথিতো বংশবিস্তারো ভবতা সোমসূর্যয়োঃ ।**
**রাজ্ঞাং চোভয়বংশ্যানাং চরিতং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ১ ॥**

**শ্রী-রাজা উবাচ**—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **কথিতঃ**—পূর্বে বর্ণিত হয়েছে; **বংশ-বিস্তারঃ**—বংশের বিস্তৃত বিবরণ; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **সোম-সূর্যয়োঃ**—চন্দ্র এবং সূর্যদেবের; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **চ**—এবং; **উভয়**—উভয়; **বংশ্যা-নাম্**—বংশধরদের; **চরিতম্**—চরিত্র; **পরম**—পরম; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক।

## অনুবাদ

**মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে প্রভু! আপনি ইতিপূর্বেই চন্দ্র এবং সূর্যবংশের রাজাদের অত্যন্ত মহান এবং বিস্ময়জনক চরিত্র বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।**

## তাৎপর্য

নবম স্কন্ধের শেষে চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভূভার লাঘব করার জন্য স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিভাবে তিনি গৃহস্থরূপে তাঁর লীলাবিলাস করেছিলেন, এবং কিভাবে তাঁর জন্মের অনতিকাল পরেই তিনি তাঁর ব্রজ-লীলায় নিজেকে স্থানান্তরিত করেছিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ স্বভাবতই কৃষ্ণভক্ত হওয়ার ফলে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে শুনতে চেয়েছিলেন। তাই, তিনি শুকদেব গোস্বামীকে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ বর্ণনা করার জন্য পরীক্ষিৎ মহারাজ শুকদেব গোস্বামীকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছিলেন—

*জাতো গতঃ পিতৃগৃহাদ্ ব্রজমেধিতার্থো*
*হত্বা রিপূন্ সুতশতানি কৃতোরুদারঃ ।*
*উৎপাদ্য তেষু পুরুষঃ ক্রতুভিঃ সমীজে*
*আত্মানমাত্মনিগমং প্রথয়াঞ্জনেষু ॥*

"লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক বিস্তার করার জন্য তিনি তাঁর জন্মের পরেই তাঁর পিতৃগৃহ ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। বৃন্দাবনে ভগবান বহু অসুরদের সংহার করেছিলেন, এবং তারপর দ্বারকায় ফিরে গিয়ে বৈদিক প্রথা অনুসারে বহু স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করে তাঁদের গর্ভে শত শত পুত্র উৎপাদন করেছিলেন, এবং গৃহস্থ-জীবনের আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁর নিজের পূজার জন্য বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৯/২৪/৬৬)

যদুবংশ সোম বা চন্দ্রবংশের অন্তর্ভুক্ত। যদিও গ্রহগুলির আয়োজন এমনভাবে করা হয়েছে যে, সূর্য চন্দ্রের পূর্বে আসে, তবুও পরীক্ষিৎ মহারাজ চন্দ্রবংশকে অধিক সম্মান প্রদর্শন করেছেন, কারণ চন্দ্রবংশের অন্তর্ভুক্ত যদুবংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন। দুটি ক্ষত্রিয় বংশ রয়েছে—চন্দ্রবংশ এবং সূর্যবংশ। ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি সাধারণত ক্ষত্রিয়বংশে আবির্ভূত হন, কারণ তিনি ধর্ম-সংস্থাপন এবং সৎ জীবন যাপন করার শিক্ষা দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হন। বৈদিক প্রথা অনুসারে ক্ষত্রিয়রা হচ্ছেন মানব-সমাজের রক্ষক। ভগবান যখন শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তখন তিনি সূর্যবংশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এবং যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি চন্দ্রবংশের অন্তর্ভুক্ত যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* নবম স্কন্ধের চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে যদুবংশের রাজাদের এক দীর্ঘ তালিকা প্রদান করা হয়েছে। সোমবংশ এবং সূর্যবংশ উভয় বংশেরই সমস্ত রাজারা ছিলেন অত্যন্ত মহান ও শক্তিশালী, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁদের প্রভূত প্রশংসা করেছেন (*রাজ্ঞাং চোভয়বংশ্যানাং চরিতং পরমাদ্ভুতম্*)। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সোমবংশ সম্বন্ধে আরও শুনতে চেয়েছিলেন, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই বংশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামকে *ব্রহ্মসংহিতায়* চিন্তামণি ধাম বলে বর্ণনা করা হয়েছে—*চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্*। এই পৃথিবীতে বৃন্দাবন ধাম সেই ধামেরই প্রতিরূপ। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৮/২০) বর্ণনা করা হয়েছে যে, চিদাকাশে আর একটি নিত্য প্রকৃতি রয়েছে, যা ব্যক্ত এবং অব্যক্ত জড়া প্রকৃতির অতীত। চন্দ্র, সূর্য আদি বহু গ্রহ-নক্ষত্ররূপে এই জড় জগৎকে দেখা যায়, কিন্তু তার ঊর্ধ্বে রয়েছে অব্যক্ত, যা দেহধারী জীবের অগোচর। আর এই অব্যক্ত প্রকৃতির ঊর্ধ্বে রয়েছে চিৎ-জগৎ, *ভগবদ্গীতায়* যাকে পরম এবং শাশ্বত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই জগতের কখনও বিনাশ হয় না। জড় জগতের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি এবং ধ্বংস হলেও চিৎ-জগৎ নিত্য বিরাজমান। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে সেই চিন্ময় প্রকৃতি বা চিৎ-জগৎকে বৃন্দাবন, গোলোক বৃন্দাবন বা ব্রজধাম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নবম স্কন্ধের—*জাতো গতঃ পিতৃগৃহাদ্*—উপরোক্ত শ্লোকটির বিস্তৃত বিবরণ এই দশম স্কন্ধে পাওয়া যাবে।

## শ্লোক ২

**যদোশ্চ ধর্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তম ।**
**তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্যাণি শংস নঃ ॥ ২ ॥**

**যদোঃ**—যদুর বা যদুবংশের; **চ**—ও; **ধর্ম-শীলস্য**—যাঁরা অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন; **নিতরাম্**—অত্যন্ত গুণবান; **মুনি-সত্তম**—হে মুনিশ্রেষ্ঠ (শুকদেব গোস্বামী); **তত্র**—সেই বংশে; **অংশেন**—তাঁর অংশ বলদেব সহ; **অবতীর্ণস্য**—যিনি অবতাররূপে আবির্ভূত হয়েছেন; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **বীর্যাণি**—মহিমান্বিত কার্যকলাপ; **শংস**—বর্ণনা করুন; **নঃ**—আমাদের কাছে।

## অনুবাদ

**হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি অত্যন্ত পুণ্যবান এবং ধর্মনিষ্ঠ যদুবংশেরও বর্ণনা করেছেন। এখন সেই যদুবংশে বলদেব সহ অবতীর্ণ ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মহিমান্বিত লীলাসমূহ আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।**

## তাৎপর্য

*ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/১) বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্বের উৎস।

*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।*
*অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥*

"শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দ পরম ঈশ্বর। তাঁর দেহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি সব কিছুর উৎস; তাঁর কোন উৎস নেই। কারণ তিনি সর্বকারণের পরম কারণ।"

*যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য*
*জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ ।*
*বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো*
*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥*

"অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান ব্রহ্মাগণ মহাবিষ্ণুর এক নিঃশ্বাসকাল অবধি পর্যন্ত জীবিত থাকেন। সেই মহাবিষ্ণু যাঁর অংশের অংশ, সেই গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৪৮)

গোবিন্দ বা কৃষ্ণ হচ্ছেন আদিপুরুষ ভগবান। *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*। যাঁর নিঃশ্বাসের ফলে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, সেই মহাবিষ্ণু পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের কলা বিশেষ বা অংশের অংশ। মহাবিষ্ণু সঙ্কর্ষণের অংশ, এবং সঙ্কর্ষণ নারায়ণের অংশ। নারায়ণ চতুর্ব্যূহের অংশ, এবং চতুর্ব্যূহ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ বলরামের অংশ। অতএব বলদেব সহ শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্ব তাঁর সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর মহিমামণ্ডিত কার্যকলাপের বর্ণনা করতে মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে অনুরোধ করেছেন। এই শ্লোকের আর একটি অর্থ হচ্ছে—শুকদেব গোস্বামী যদিও ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মুনি, তবুও তিনি কেবল আংশিকভাবে (*অংশেন*) শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করতে পেরেছিলেন, কারণ কেউই পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করতে পারে না। বলা হয় যে, অনন্তদেব অনন্ত মুখে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করে শেষ করতে পারেন না।

## শ্লোক ৩

**অবতীর্য যদোর্বংশে ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।**
**কৃতবান্ যানি বিশ্বাত্মা তানি নো বদ বিস্তরাৎ ॥ ৩ ॥**

**অবতীর্য**—অবতরণ করে; **যদোঃ বংশে**—যদুবংশে; **ভগবান্**—ভগবান; **ভূত-ভাবনঃ**—সমস্ত জগতের যিনি কারণ; **কৃতবান্**—প্রকাশ করেছিলেন; **যানি**—যা কিছু (লীলা); **বিশ্ব-আত্মা**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা; **তানি**—সেই সমস্ত (লীলা); **নঃ**—আমাদের; **বদ**—দয়া করে বলুন; **বিস্তরাৎ**—বিস্তারিতভাবে।

### অনুবাদ

**বিশ্বাত্মা, জগৎকারণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হয়ে যে যে লীলা প্রকাশ করেছিলেন, সেই লীলা এবং চরিতাবলী আমাদের কাছে আনুপূর্বিক বর্ণনা করুন।**

### তাৎপর্য

এই শ্লোকে *কৃতবান্ যানি* শব্দ দুটি ইঙ্গিত করে যে, শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে প্রকটকালে যে সমস্ত লীলাবিলাস করেছিলেন, তা মানব-সমাজের হিতকর। যদি ধর্মনেতা, দার্শনিক এবং জনসাধারণ কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ শ্রবণ করেন, তা হলে তাঁরা মুক্ত হয়ে যাবেন। আমরা কয়েকবার উল্লেখ করেছি যে, কৃষ্ণকথা দুই প্রকার—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত *ভগবদ্গীতা* এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনাকারী *শ্রীমদ্ভাগবত*। কেউ যদি কৃষ্ণকথার প্রতি অল্প একটুও আগ্রহী হন, তা হলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। *কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১২/৩/৫১)। কেবল কৃষ্ণকথা কীর্তনের ফলে কলিযুগের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই উপদেশ দিয়েছেন, *যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ* (*চৈঃ চঃ মধ্য* ৭/১২৮)। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃতের উদ্দেশ্য—কৃষ্ণকথা শ্রবণ করে ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া।

## শ্লোক ৪

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥ ৪ ॥

**নিবৃত্ত**—মুক্ত; **তর্ষৈঃ**—কাম অথবা জড়-জাগতিক কার্যকলাপ; **উপগীয়-মানাৎ**—যা বর্ণিত হয় বা কীর্তিত হয়; **ভব-ঔষধাৎ**—ভবরোগের যথার্থ ঔষধ; **শ্রোত্র**—শ্রবণ করার বিধি; **মনঃ**—মনের চিন্তার বিষয়; **অভিরামাৎ**—এই প্রকার মহিমা কীর্তনের সুমধুর ধ্বনি থেকে; **কঃ**—কে; **উত্তমশ্লোক**—ভগবানের; **গুণ-অনুবাদাৎ**—এই প্রকার কার্যকলাপ বর্ণনা করা থেকে; **পুমান্**—মানুষ; **বিরজ্যেত**—বিরত থাকতে পারে; **বিনা**—ব্যতীত; **পশুঘ্নাৎ**—পশুঘাতী কসাই অথবা আত্মঘাতী।

### অনুবাদ

**ভগবানের মহিমা কীর্তন শ্রৌত পরম্পরায় সাধিত হয়, অর্থাৎ শ্রীগুরুর মুখপদ্ম থেকে শিষ্য শ্রবণের দ্বারা তা হৃদয়ঙ্গম করেন। এই কীর্তনের আনন্দ তাঁরাই আস্বাদন করতে পারেন, যাঁরা অলীক এবং ক্ষণস্থায়ী জড় জগতের বিষয়ের আলোচনায় আগ্রহশীল নন। ভগবানের মহিমা কীর্তন সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ বদ্ধ জীবের ভবরোগের মহৌষধ। অতএব পশুঘাতী অথবা আত্মঘাতী ব্যতীত কে ভগবানের এই মহিমা কীর্তন শ্রবণ না করবে?**

### তাৎপর্য

সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভারতবর্ষে জনসাধারণের মধ্যে *ভগবদ্গীতা* অথবা *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। ভারতবর্ষ যদিও আজ যথেষ্ট অধঃপতিত হয়েছে, তবুও যখন ঘোষণা করা হয় যে, কেউ *ভগবদ্গীতা* অথবা *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করবেন, তখন তা শ্রবণ করার জন্য হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়। এই শ্লোকে কিন্তু ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* তাঁদের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করা কর্তব্য, যাঁরা জড়-জাগতিক বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছেন (*নিবৃত্ততর্ষৈঃ*)। এই জড় জগতে ব্রহ্মা থেকে শুরু করে নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনায় পূর্ণ, এবং সকলেই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টায় ব্যস্ত, কিন্তু মানুষ যখন এইভাবে লিপ্ত

থাকে, তখন তারা *ভগবদ্গীতা* অথবা *শ্রীমদ্ভাগবত*-রূপ কৃষ্ণকথার মূল্য পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

আমরা যদি মুক্ত পুরুষদের কাছ থেকে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করি, তা হলে আমরা অবশ্যই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারব, কিন্তু পেশাদারী ভাগবত পাঠকের কাছ থেকে শ্রবণ প্রকৃতপক্ষে মুক্তিলাভে আমাদের সাহায্য করতে পারে না। কৃষ্ণকথা অত্যন্ত সহজ সরল। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি নিজেও বিশ্লেষণ করেছেন, *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়*—"হে অর্জুন, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ সত্য আর কিছু নেই।" (*ভগবদ্গীতা* ৭/৭) কেবল এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে—শ্রীকৃষ্ণ যে, পরমেশ্বর ভগবান সেই কথা জানার মাধ্যমে—মানুষ মুক্ত হতে পারে। বিশেষত এই যুগে মানুষেরা যেহেতু প্রতারকদের মুখ থেকে *ভগবদ্গীতা* শ্রবণ করতে আগ্রহী, যে সমস্ত প্রতারক নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য *ভগবদ্গীতার* কদর্থ করে, তাই তারা প্রকৃত লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। বড় বড় পণ্ডিত, রাজনীতিবিদ্, দার্শনিক, এবং বৈজ্ঞানিক রয়েছে, যারা তাদের কলুষিত মনের কল্পনার দ্বারা ভগবদ্গীতার কদর্থ করে মানুষকে তা শোনায়, এবং সাধারণ মানুষও ভক্তের শ্রীমুখ থেকে ভগবানের মহিমা শ্রবণে উদাসীন হয়ে তাদের সেই কদর্থ শ্রবণ করে। ভক্ত হচ্ছেন তিনি যাঁর ভগবানের সেবা ব্যতীত *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই ভগবৎ-তত্ত্ববেত্তা ভক্তের কাছে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার উপদেশ দিয়েছেন (*ভাগবত পড় গিয়া ভাগবত স্থানে*)। কৃষ্ণ-তত্ত্ববিজ্ঞান পূর্ণরূপে যার উপলব্ধি হয়নি, তার কাছে ভগবানের কথা শ্রবণ করা উচিত নয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামী সেই সম্বন্ধে কঠোরভাবে নিষেধ করে *পদ্ম-পুরাণ* থেকে উল্লেখ করেছেন—

*অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্ ।*
*শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ ॥*

যে ব্যক্তি বৈষ্ণব নয়, তার কথা কখনও শ্রবণ করা উচিত নয়। বৈষ্ণব হচ্ছেন *নিবৃত্ততৃষ্ণ*; অর্থাৎ, তাঁর কোন জড়-জাগতিক বাসনা নেই, কারণ তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করা। তথাকথিত পণ্ডিত, দার্শনিক এবং রাজনীতিবিদেরা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কদর্থের দ্বারা *ভগবদ্গীতাকে* গুরুত্বহীন করার চেষ্টা করে। তাই এই শ্লোকে সাবধান বাণী দেওয়া হয়েছে যে, *নিবৃত্ততৃষ্ণ* ব্যক্তিরই কেবল কৃষ্ণকথা আবৃত্তি করা উচিত। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী হচ্ছেন *শ্রীমদ্ভাগবতের* আদর্শ বক্তা এবং পরীক্ষিৎ মহারাজ, যিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাঁর

রাজ্য এবং আত্মীয়স্বজন সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন, তিনিই হচ্ছেন আদর্শ শ্রোতা। *শ্রীমদ্ভাগবতের* উপযুক্ত বক্তা বদ্ধ জীবের জন্য আদর্শ ঔষধই (*ভবৌষধি*) প্রদান করেন। তাই সারা পৃথিবী জুড়ে *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতার* বাণী প্রচার করার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন উপযুক্ত প্রচারক তৈরি করার চেষ্টা করছে, যাতে সারা পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তের মানুষ এই আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করে জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে।

*ভগবদ্গীতার* উপদেশ এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা এতই মধুর যে, জড় জগতে ত্রিতাপ ক্লেশসন্তপ্ত প্রতিটি জীবই এই গ্রন্থ থেকে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার অভিলাষী হবে এবং মুক্তির মার্গে অগ্রসর হবে। দুই প্রকার মানুষেরা কিন্তু কখনই *ভগবদ্গীতা* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী শ্রবণ করতে আগ্রহী হবে না—যারা আত্মহত্যা করতে বদ্ধপরিকর এবং যারা তাদের রসনাতৃপ্তির জন্য গাভী ও অন্যান্য পশু বধ করতে বদ্ধপরিকর। এই প্রকার মানুষেরা ভাগবত-সপ্তাহে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করার অভিনয় করতে পারে, কিন্তু তার ফলে তাদের কোন লাভ হয় না। এই ধরনের ভাগবত-সপ্তাহ কর্মীদের আর একটি মনগড়া সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে *পশুঘ্নাৎ* শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ। *পশুঘ্ন* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'কসাই'। স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য কর্মীরা কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে আগ্রহী, এবং তাদের যজ্ঞে পশুবলি দিতে হয়। বুদ্ধদেব তাই বৈদিক শাস্ত্রের নিন্দা করেছিলেন। কারণ তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল বৈদিক কর্মকাণ্ডে যে, পশুবলির অনুমোদন করা হয়েছে, তা বন্ধ করা।

*নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং*
*সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্ ।*
*কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে- ॥* (*গীতগোবিন্দ*)

বৈদিক অনুষ্ঠানে যদিও পশুবলি অনুমোদন করা হয়েছে, তবুও যারা এই সমস্ত অনুষ্ঠানের জন্য পশুহত্যা করে, তাদের কসাই বলেই বিবেচনা করা হয়। কসাইয়েরা কখনও কৃষ্ণভাবনামৃততে আগ্রহশীল হয় না, কারণ তারা জড় বিষয়ের দ্বারা প্রলোভিত। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে নশ্বর জড় দেহের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা।

*ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।*
*ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥*

"যারা ভোগ ও ঐশ্বর্যসুখে একান্ত আসক্ত, সেই সমস্ত বিবেকবর্জিত মূঢ় ব্যক্তিদের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ হয় না।" (*ভগবদ্গীতা* ২/৪৪) শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—

*মনুষ্যজনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,*
*জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ।*

যে ব্যক্তি কৃষ্ণভক্ত না হওয়ার ফলে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয় না, সে-ও পশুঘ্ন, কারণ সে জেনে-শুনে বিষপান করছে। এই প্রকার মানুষেরা কৃষ্ণকথায় আগ্রহশীল হয় না। কারণ তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য লালায়িত; তারা *নিবৃত্ততৃষ্ণ* নয়। বলা হয়েছে, *ত্রৈবর্গিকাস্তে পুরুষা বিমুখা হরিমেধসঃ*। যারা *ত্রিবর্গের* প্রতি আসক্ত—অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ এবং কামের প্রতি আসক্ত—তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় ধর্ম অনুষ্ঠান করে। এই প্রকার ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পড়ে থেকে নিজেদের হত্যা করছে। তারা কৃষ্ণভাবনামৃতে আগ্রহশীল হতে পারে না।

কৃষ্ণকথার জন্য বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েই কৃষ্ণভাবনায় আগ্রহশীল হতে পারে, যদি তাদের আর জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তি না থাকে। যারা কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে এই প্রবৃত্তি কিভাবে আপনা থেকেই বিকশিত হয়, তা বাস্তবিকভাবে দেখা যায়। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভক্তরা যদিও বয়সে নবীন, তবুও তাঁরা জড়-জাগতিক খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন ইত্যাদি পড়েন না, কারণ তাঁদের আর এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি কোন আগ্রহ নেই (*নিবৃত্ততর্ষৈঃ*)। তাঁরা সর্বতোভাবে দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করেছেন। শ্রীগুরুদেব উত্তমশ্লোক ভগবানের কথা বলেন এবং শিষ্য ঐকান্তিকভাবে তা শ্রবণ করেন। তাঁরা উভয়েই যদি জড় বাসনা থেকে মুক্ত না হন, তা হলে কৃষ্ণকথায় তাঁদের রুচি হবে না। শ্রীগুরুদেব এবং শিষ্যকে শ্রীকৃষ্ণের অতিরিক্ত আর কিছু জানার প্রয়োজন হয় না, কারণ কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে জানার ফলে এবং কৃষ্ণকথা বলার ফলে পূর্ণজ্ঞান লাভ করা যায় (*যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি*)। ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং ভগবানের কৃপায় ভক্ত প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হন। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন—

*সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো*
*মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ ।*
*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো*
*বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥*

"আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আছি, এবং আমার থেকেই সমস্ত জীবের স্মৃতি, জ্ঞান উৎপন্ন ও বিলোপ হয়। আমিই বেদের জ্ঞাতব্য, বেদান্তকর্তা এবং বেদবেত্তা।" কৃষ্ণভক্তির এমনই মহিমা যে, শ্রীগুরুর তত্ত্বাবধানে *শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা* আদি

বৈদিক শাস্ত্রে কৃষ্ণকথা পাঠ করার ফলে কৃষ্ণভক্ত সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণের কথা বলাতেই যদি এত আনন্দ থাকে, তা হলে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় কি আনন্দ রয়েছে।

যখন ভববন্ধন মুক্ত গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে কৃষ্ণকথা আলোচনা হয়, তখন অন্যরাও কখনও কখনও তা শ্রবণ করার সুযোগ গ্রহণ করেন এবং লাভবান হন। এই সমস্ত বিষয় ভবরোগের মহৌষধ। জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বার বার বিভিন্ন শরীর ধারণ করাকে বলা হয় ভব বা ভবরোগ। কেউ যদি জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন, তা হলে অবশ্যই তাঁর ভবরোগের নিরাময় হবে। তাই কৃষ্ণকথাকে বলা হয় *ভবৌষধ*। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আসক্ত কর্মীরা সাধারণত তাদের জড় বাসনা পরিত্যাগ করতে পারে না, কিন্তু কৃষ্ণকথা এমনই শক্তিশালী ঔষধ যে, কাউকে যদি কৃষ্ণকথা শ্রবণে অনুপ্রাণিত করা যায়, তা হলে অবশ্যই সে এই রোগ থেকে মুক্ত হবে। তার একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত হচ্ছেন ধ্রুব মহারাজ, যিনি তাঁর তপস্যার পরে পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছিলেন। ভগবান যখন ধ্রুব মহারাজকে বরদান করতে চেয়েছিলেন, তখন ধ্রুব মহারাজ তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, *স্বামীন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে*—"হে ভগবান, আমি পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছি। জড় সুখভোগের জন্য আমি কোন বর চাই না।" আমরা বাস্তবিকভাবে দেখতে পাই যে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যুবক-যুবতীরা পর্যন্ত অবৈধ যৌনসঙ্গ, আমিষ আহার, আসবপান ইত্যাদি দীর্ঘকালের বদভ্যাস পরিত্যাগ করেছেন। কৃষ্ণভক্তির এমনই বল যে, তা পূর্ণ তৃপ্তি প্রদান করতে পারে, এবং তখন আর জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি কোন আগ্রহ থাকে না।

### শ্লোক ৫-৭

**পিতামহা মে সমরেঽমরঞ্জয়ৈ-**
**র্দেবব্রতাদ্যাতিরথৈস্তিমিঙ্গিলৈঃ ।**
**দুরত্যয়ং কৌরবসৈন্যসাগরং**
**কৃত্বাতরন্ বৎসপদং স্ম যৎপ্লবাঃ ॥ ৫ ॥**
**দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টমিদং মদঙ্গং**
**সন্তানবীজং কুরুপাণ্ডবানাম্ ।**
**জুগোপ কুক্ষিং গত আত্তচক্রো**
**মাতুশ্চ মে যঃ শরণং গতায়াঃ ॥ ৬ ॥**

**বীর্যাণি তস্যাখিলদেহভাজা-**
**মন্তর্বহিঃ পূরুষকালরূপৈঃ ।**
**প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতং চ**
**মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্ ॥ ৭ ॥**

**পিতামহাঃ**—আমার পিতামহ পঞ্চপাণ্ডবগণ (যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব); **মে**—আমার; **সমরে**—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে; **অমরম্-জয়ৈঃ**—দেবজয়ী যোদ্ধাদের সঙ্গে; **দেবব্রত-আদ্য**—ভীষ্ম প্রমুখ; **অতিরথৈঃ**—মহান সেনাপতিদের সঙ্গে; **তিমিঙ্গিলৈঃ**—হাঙরভুক বিশাল তিমিঙ্গিল মৎস্য সদৃশ; **দুরত্যয়ম্**—দুরতিক্রম্য; **কৌরব-সৈন্য-সাগরম্**—কৌরব সৈন্য-রূপ সাগর; **কৃত্বা**—মনে করে; **অতরন্**—অতিক্রম করেছিলেন; **বৎস-পদম্**—গোষ্পদ; **স্ম**—অতীতে; **যৎ-প্লবাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মরূপ নৌকার আশ্রয়; **দ্রৌণি**—অশ্বত্থামার; **অস্ত্র**—ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা; **বিপ্লুষ্টম্**—আক্রান্ত এবং দগ্ধ হয়ে; **ইদম্**—এই; **মৎ-অঙ্গম্**—আমার শরীর; **সন্তান-বীজম্**—বংশের শেষ বংশধর; **কুরু-পাণ্ডবানাম্**—কৌরব এবং পাণ্ডবদের (যেহেতু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর আমি ছাড়া আর কেউ জীবিত ছিলেন না); **জুগোপ**—আশ্রয় প্রদান করেছিলেন; **কুক্ষিম্**—গর্ভে; **গতঃ**—স্থাপিত হয়ে; **আত্ত-চক্রঃ**—চক্র ধারণ করে; **মাতুঃ**—আমার মাতার; **চ**—ও; **মে**—আমার; **যঃ**—যে, ভগবান; **শরণম্**—আশ্রয়; **গতায়াঃ**—যিনি গ্রহণ করেছিলেন; **বীর্যাণি**—দিব্য গুণাবলীর মহিমা কীর্তন; **তস্য**—তাঁর (ভগবানের); **অখিল-দেহ-ভাজাম্**—সমস্ত দেহধারী জীবদের; **অন্তঃ বহিঃ**—অন্তরে এবং বাইরে; **পূরুষঃ**—পরম পুরুষের; **কাল-রূপৈঃ**—কালরূপে; **প্রযচ্ছতঃ**—প্রদানকারী; **মৃত্যুম্**—মৃত্যুর; **উত**—কথিত হয়; **অমৃতম্ চ**—এবং শাশ্বত জীবন; **মায়া-মনুষ্যস্য**—তাঁর মায়ার প্রভাবে যিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই ভগবানের; **বদস্ব**—বর্ণনা করুন; **বিদ্বন্**—হে বিদ্বান বক্তা (শ্রীল শুকদেব গোস্বামী)।

## অনুবাদ

**শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলরূপী নৌকা আশ্রয় করে আমার পিতামহ অর্জুন আদি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দেববিজয়ী অতিরথ ভীষ্মাদিরূপ তিমিঙ্গিলসঙ্কুল কৌরব সেনাবাহিনীর সমুদ্রকে ভগবানের কৃপায় গোষ্পদের মতো অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আমার মা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করেছিলেন বলে, ভগবান সুদর্শন চক্র হস্তে তাঁর গর্ভে প্রবেশ করে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে নষ্টপ্রায়**

**কুরু এবং পাণ্ডবকুলের শেষ বংশধর আমার এই শরীর রক্ষা করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের অন্তরে এবং বাইরে শাশ্বত কালরূপে—অর্থাৎ পরমাত্মারূপে এবং বিরাটরূপে তাঁর শক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয়ে সকলকে নিষ্ঠুর মৃত্যুরূপে অথবা জীবনরূপে মুক্তি প্রদান করেন। দয়া করে সেই ভগবানের দিব্য চরিতাবলী বর্ণনা করুন।**

## তাৎপর্য

*শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৫৮) বর্ণনা করা হয়েছে—

*সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং*
*মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ ।*
*ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং*
*পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্ ॥*

"যে ব্যক্তি সমগ্র জগতের আশ্রয় এবং মুরারি নামে বিখ্যাত পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মরূপ নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁর কাছে এই ভবসাগর গোষ্পদের মতো তুচ্ছ হয়ে যায়। তাঁর লক্ষ্য *পরং পদম্* বা বৈকুণ্ঠ, যেখানে কোন জড়-জাগতিক ক্লেশ নেই। এই জড় জগতে প্রতিপদে বিপদ, কিন্তু সেই স্থান সমস্ত বিপদ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত।"

যে ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অন্বেষণ করেন, ভগবান তৎক্ষণাৎ তাঁকে সমস্ত সুরক্ষা প্রদান করেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) ভগবান প্রতিজ্ঞা করেছেন—*অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ*—"আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে রক্ষা করব। ভয় করো না।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করার ফলে সর্বশ্রেষ্ঠ সুরক্ষিত আশ্রয় লাভ করা যায়। এইভাবে পাণ্ডবেরা যখন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তখন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তাঁরা সুরক্ষিত ছিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ তাই তাঁর জীবনের অন্তিম সময়ে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করে কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছিলেন। এটিই শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতের আদর্শ ফল—*অন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ*। মৃত্যুর সময় যদি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা যায়, তা হলে জীবন সার্থক হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নানাভাবে কৃতজ্ঞ হওয়ার ফলে, পরীক্ষিৎ মহারাজ বুদ্ধিমত্তা সহকারে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে মনস্থ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে পরীক্ষিৎ মহারাজের পিতামহ পাণ্ডবদের রক্ষা করেছিলেন, এবং পরীক্ষিৎ মহারাজ স্বয়ং যখন অশ্বত্থামার

ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকেও রক্ষা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবকুলের সখা এবং আরাধ্য দেবতা ছিলেন। অধিকন্তু, পাণ্ডবদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরমাত্মা, এবং তিনি সকলকে মুক্তি প্রদান করেন, এমন কি শুদ্ধ ভক্ত না হলেও। যেমন, কংস মোটেই ভক্ত ছিল না, তবুও শ্রীকৃষ্ণ তাকে সংহার করে মুক্তিদান করেছিলেন। কৃষ্ণভাবনামৃত শুদ্ধ ভক্ত অথবা অভক্ত নির্বিশেষে সকলেরই পক্ষে মঙ্গলজনক। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃতের মহিমা। সেই কথা বিবেচনা করে কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করবে না। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে *মায়ামনুষ্য* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ তিনি ঠিক একজন মানুষের মতো অবতরণ করেন। সাধারণ জীব অথবা কর্মীদের মতো তাঁকে এখানে আসতে বাধ্য হতে হয় না। পক্ষান্তরে, তিনি অধঃপতিত বদ্ধ জীবদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করার জন্য তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা আবির্ভূত হন (*সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া*)। শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে সর্বদাই তাঁর স্বধামে অবস্থিত, এবং যাঁরা তাঁর সেবা করেন, তাঁরাও তাঁদের চিন্ময় স্বরূপে অবস্থিত (*স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*)। এটিই মানব-জীবনের পরম সিদ্ধি।

## শ্লোক ৮

**রোহিণ্যাস্তনয়ঃ প্রোক্তো রামঃ সঙ্কর্ষণস্ত্বয়া ।**
**দেবক্যা গর্ভসম্বন্ধঃ কুতো দেহান্তরং বিনা ॥ ৮ ॥ ॥**

**রোহিণ্যাঃ**—বলদেবের মাতা রোহিণীদেবীর; **তনয়ঃ**—পুত্র; **প্রোক্তঃ**—বিখ্যাত; **রামঃ**—বলরাম; **সঙ্কর্ষণঃ**—(সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন এবং বাসুদেব) চতুর্ব্যূহের প্রথম বিগ্রহ সঙ্কর্ষণই হচ্ছেন বলরাম; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা (কথিত হয়); **দেবক্যাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের মাতা দেবকীর; **গর্ভ-সম্বন্ধঃ**—গর্ভের সম্পর্কে সম্পর্কিত; **কুতঃ**—কিভাবে; **দেহ-অন্তরম্**—দেহের স্থানান্তর; **বিনা**—ব্যতীত।

### অনুবাদ

**হে শুকদেব গোস্বামী! আপনি পূর্বে বলেছেন যে, দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ রোহিণীর পুত্র বলরামরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বলরামের দেহান্তর না হলে, তাঁর পক্ষে প্রথমে দেবকীর গর্ভে এবং তারপর রোহিণীর গর্ভে অবস্থান কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? দয়া করে সেই কথা বর্ণনা করুন।**

## তাৎপর্য

এখানে এই প্রশ্নটির বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে সঙ্কর্ষণাভিন্ন বলরামের তত্ত্ব যথাযথভাবে প্রকাশ করা। বলরাম রোহিণীর পুত্ররূপে প্রসিদ্ধ, আবার তিনি দেবকীর পুত্ররূপেও পরিচিত। পরীক্ষিৎ মহারাজ বলরামের দেবকী এবং রোহিণী উভয়েরই পুত্র হওয়ার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে চেয়েছিলেন।

## শ্লোক ৯

**কস্মান্মুকুন্দো ভগবান্ পিতুর্গেহাদ্ ব্রজং গতঃ ।**
**ক্ব বাসং জ্ঞাতিভিঃ সার্ধং কৃতবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥ ৯ ॥**

**কস্মাৎ**—কেন; **মুকুন্দঃ**—সকলকে মুক্তি প্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণ; **ভগবান্**—ভগবান; **পিতুঃ**—তাঁর পিতা বসুদেবের; **গেহাৎ**—গৃহ থেকে; **ব্রজম্**—ব্রজধামে বা ব্রজভূমিতে; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **ক্ব**—কোথায়; **বাসম্**—বাস করার জন্য নিজেকে স্থাপন করেছিলেন; **জ্ঞাতিভিঃ**—তাঁর আত্মীয়-স্বজন; **সার্ধম্**—সহ; **কৃতবান্**—করেছিলেন; **সাত্বতাম্ পতিঃ**—সমস্ত বৈষ্ণব ভক্তদের পতি।

## অনুবাদ

**ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন তাঁর পিতা বসুদেবের গৃহ থেকে বৃন্দাবনে নন্দ মহারাজের গৃহে নিজেকে স্থানান্তরিত করেছিলেন? যাদবেশ্বর ভগবান তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে বৃন্দাবনে কোথায় অবস্থান করেছিলেন?**

## তাৎপর্য

এই প্রশ্নগুলি শ্রীকৃষ্ণের ভ্রমণ বিবরণ বিষয়ক প্রশ্ন। মথুরায় বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করার পরেই শ্রীকৃষ্ণ যমুনার অপর পারে গোকুলে নিজেকে স্থানান্তরিত করেন, এবং কিছুদিন পর তিনি তাঁর পিতা-মাতা এবং আত্মীয়স্বজন সহ বৃন্দাবনে নন্দগ্রামে গমন করেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস সম্বন্ধে শ্রবণ করতে অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই স্কন্ধটি শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন এবং দ্বারকালীলার বর্ণনায় পূর্ণ। এই স্কন্ধে প্রথম চল্লিশটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বর্ণিত হয়েছে, এবং পরবর্তী পঞ্চাশটি অধ্যায়ে মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার বাসনায় মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীর কাছে সবিস্তারে সেই সমস্ত লীলা বর্ণনা করতে অনুরোধ করেছেন।

## শ্লোক ১০

**ব্রজে বসন্ কিমকরোন্মধুপুর্যাং চ কেশবঃ ।**
**ভ্রাতরং চাবধীৎ কংসং মাতুরদ্ধাতদর্হণম্ ॥ ১০ ॥**

**ব্রজে**—বৃন্দাবনে; **বসন্**—বাস করার সময়; **কিম্ অকরোৎ**—তিনি কি করেছিলেন; **মধুপুর্যাম্**—মথুরায়; **চ**—এবং; **কেশবঃ**—কেশীহন্তা শ্রীকৃষ্ণ; **ভ্রাতরম্**—ভ্রাতা; **চ**—এবং; **অবধীৎ**—বধ করেছিলেন; **কংসম্**—কংসকে; **মাতুঃ**—তাঁর মাতার; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে; **অ-তৎ-অর্হণম্**—যা শাস্ত্রানুমোদিত নয়।

### অনুবাদ

**শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন এবং মথুরা উভয় স্থানেই বাস করেছিলেন। তিনি সেখানে কি করেছিলেন? তিনি কেন তাঁর মাতুল কংসকে বধ করেছিলেন? এই প্রকার স্বজন বধ যদিও শাস্ত্রানুমোদিত নয়।**

### তাৎপর্য

মাতার ভ্রাতা মাতুল পিতৃতুল্য। মাতুল অপুত্রক হলে ভগ্নীপুত্র আইনসঙ্গতভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণ কেন তাঁর মাতুল কংসকে বধ করেছিলেন? মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই বিষয়ে জানতে অত্যন্ত উৎসুক হয়েছিলেন।

## শ্লোক ১১

**দেহং মানুষমাশ্রিত্য কতি বর্ষাণি বৃষ্ণিভিঃ ।**
**যদুপুর্যাং সহাবাৎসীৎ পত্ন্যঃ কত্যভবন্ প্রভোঃ ॥ ১১ ॥**

**দেহম্**—দেহ; **মানুষম্**—মানুষের মতো; **আশ্রিত্য**—ধারণ করে; **কতি বর্ষাণি**—কত বছর; **বৃষ্ণিভিঃ**—বৃষ্ণিদের সঙ্গে; **যদু-পূর্যাম্**—যদুদের বাসস্থান দ্বারকায়; **সহ**—সঙ্গে; **অবাৎসীৎ**—ভগবান বাস করেছিলেন; **পত্ন্যঃ**—পত্নীগণ; **কতি**—কতজন; **অভবন্**—ছিল; **প্রভোঃ**—ভগবানের।

### অনুবাদ

**ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীর জড় নয়, তবুও তিনি মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হন। তিনি কত বছর বৃষ্ণিদের সঙ্গে ছিলেন? তাঁর কত পত্নী ছিল? তিনি কত বছর দ্বারকায় বাস করেছিলেন?**

## তাৎপর্য

বহু স্থানে ভগবানকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর শরীর নিত্য, চিন্ময় এবং আনন্দময়। তাঁর স্বরূপ নরাকৃতি, অর্থাৎ ঠিক একটি মানুষের মতো। এখানেও *মানুষমাশ্রিত্য* পদটির দ্বারা সেই কথারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। অর্থাৎ তিনি ঠিক একজন মানুষের মতো রূপ ধারণ করেন। সর্বত্রই প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ নিরাকার নন। তাঁর রূপ রয়েছে এবং তা ঠিক একটি মানুষের মতো। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

## শ্লোক ১২

**এতদন্যচ্চ সর্বং মে মুনে কৃষ্ণবিচেষ্টিতম্ ।**
**বক্তুমর্হসি সর্বজ্ঞ শ্রদ্দধানায় বিস্তৃতম্ ॥ ১২ ॥**

**এতৎ**—এই সমস্ত বিবরণ; **অন্যৎ চ**—এবং অন্য বিবরণও; **সর্বম্**—সব কিছু; **মে**—আমাকে; **মুনে**—হে মহর্ষি; **কৃষ্ণ-বিচেষ্টিতম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ; **বক্তুম্**—বর্ণনা করতে; **অর্হসি**—আপনি সক্ষম; **সর্বজ্ঞ**—কারণ আপনি সব কিছু জানেন; **শ্রদ্দধানায়**—শ্রদ্ধাবান হওয়ার ফলে; **বিস্তৃতম্**—সবিস্তারে।

## অনুবাদ

**হে মহর্ষি! আপনি শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে সব কিছু জানেন। দয়া করে আপনি যে-সম্বন্ধে আমি প্রশ্ন করেছি এবং প্রশ্ন করিনি, সবিস্তারে তাঁর সেই সমস্ত কার্যকলাপ বর্ণনা করুন, কারণ তাঁর প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে এবং সেই বিষয়ে শ্রবণ করতে আমি অত্যন্ত উৎসুক।**

## শ্লোক ১৩

**নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে ।**
**পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্ ॥ ১৩ ॥**

**ন**—না; **এষা**—এই সমস্ত; **অতি-দুঃসহা**—অত্যন্ত অসহনীয়; **ক্ষুৎ**—ক্ষুধা; **মাম্**—আমাকে; **ত্যক্ত-উদম্**—জলপান পর্যন্ত ত্যাগ করেছি; **অপি**—ও; **বাধতে**—বাধা প্রদান করে না; **পিবন্তম্**—পান করার সময়; **ত্বৎ-মুখ-অম্ভোজ-চ্যুতম্**—আপনার শ্রীমুখ-নিঃসৃত; **হরিকথা-অমৃতম্**—শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক কথারূপ অমৃত।

## অনুবাদ

**আমার মৃত্যু আসন্ন জেনে আমি প্রায়োপবেশনের প্রতিজ্ঞা করে জলপান পর্যন্ত ত্যাগ করেছি, তবুও আপনার মুখপদ্ম-নিঃসৃত কৃষ্ণলীলামৃত পান করার ফলে অত্যন্ত অসহনীয় ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা আমার কোন বিঘ্ন উৎপাদন করছে না।**

## তাৎপর্য

সাতদিনের মধ্যে মৃত্যুকে বরণ করার উদ্দেশ্যে মহারাজ পরীক্ষিৎ আহার এবং জলপান ত্যাগ করেছিলেন। একজন মানুষ হওয়ার ফলে তিনি অবশ্যই ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা অনুভব করেছিলেন, এবং তাই শুকদেব গোস্বামী হয়ত তাঁর কৃষ্ণকথা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু উপবাস সত্ত্বেও মহারাজ পরীক্ষিৎ একটুও শ্রান্তি অনুভব করেননি। তিনি বলেছিলেন, "উপবাসের ফলে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা আমাকে বিচলিত করে না। একসময় আমি যখন অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে জলপানের আশায় শমীক মুনির আশ্রমে গিয়েছিলাম এবং শমীক মুনি আমাকে জল না দেওয়ায় আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর গলদেশে একটি মৃত সর্প জড়িয়ে দিয়েছিলাম এবং তাই ব্রাহ্মণ বালক শৃঙ্গী আমাকে অভিশাপ দিয়েছিল। কিন্তু এখন ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা আমাকে আর বিচলিত করে না।" তা থেকে বোঝা যায় যে, জড়-জাগতিক স্তরে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার বিড়ম্বনা থাকলেও চিন্ময় স্তরে শ্রান্তি বলে কোন বস্তু নেই।

সারা জগৎ আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার ফলে কষ্টভোগ করছে। প্রতিটি জীবই ব্রহ্ম বা চিন্ময় আত্মা, এবং তার ক্ষুধা ও তৃষ্ণার নিবৃত্তির জন্য আধ্যাত্মিক খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই পৃথিবী কৃষ্ণকথারূপ অমৃত সম্বন্ধে একেবারেই অবগত নয়। তাই দার্শনিক, ধর্মবিৎ এবং জনসাধারণের জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এক মহৎ আশীর্বাদ। শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণকথায় অবশ্যই বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। তাই পরমতত্ত্বকে বলা হয় কৃষ্ণ বা পরম আকর্ষক।

অমৃত শব্দটি চন্দ্রেরও দ্যোতক, এবং অম্বুজ শব্দটির অর্থ 'পদ্ম'। মনোরম চন্দ্রকিরণ এবং মনোহর পদ্মের সৌরভ একত্রে মিলিত হয়ে যে-রূপ আনন্দ প্রদান করে, শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মুখারবিন্দ নিঃসৃত কৃষ্ণকথা শ্রবণে সেই আনন্দ আস্বাদন হয়। যেমন বলা হয়েছে—

*মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা*
*মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্ ।*
*অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং*
*পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্ ॥*

"অসংযত ইন্দ্রিয় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা অন্ধকার নরকে প্রবেশ করে বার বার চর্বিত বস্তু চর্বণ করে। তাদের মতি কখনও অন্যের উপদেশে, নিজেদের প্রচেষ্টায় অথবা উভয়ের সংযোগে কখনই শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হতে পারে না।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩০) বর্তমানে সমগ্র মানব-সমাজ চর্বিত বস্তু চর্বণে ব্যস্ত (*পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্*)। মানুষ এক শরীরে জন্মগ্রহণ করে, মৃত্যুর পর আর এক শরীর ধারণ করে এবং পুনরায় মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত—*মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি*। এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র সমাপ্ত করার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু শুকদেব গোস্বামীর মতো নিত্য সিদ্ধ ব্যক্তির কাছে কৃষ্ণকথা শ্রবণ না করলে, সমস্ত শ্রান্তি অপনোদনকারী এবং চিন্ময় আনন্দ প্রদানকারী কৃষ্ণকথারূপ অমৃত আস্বাদন করা যায় না। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই যে, যারা কৃষ্ণকথামৃত আস্বাদন করেছে, তারা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছে, কিন্তু যারা শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতে পারে না এবং কৃষ্ণকথার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তারা কৃষ্ণভাবনাময় জীবনকে মগজ-ধোলাই (ব্রেন-ওয়াসিং) এবং মন-নিয়ন্ত্রণ (মাইন্ড কনট্রোল) বলে মনে করে। ভক্তরা যখন চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করে, তখন তাদের জড়-জাগতিক লালসা পরিত্যাগ করতে দেখে অভক্তরা বিস্মিত হয়।

## শ্লোক ১৪

**সূত উবাচ**

**এবং নিশম্য ভৃগুনন্দন সাধুবাদং**
**বৈয়াসকিঃ স ভগবানথ বিষ্ণুরাতম্ ।**
**প্রত্যর্চ্য কৃষ্ণচরিতং কলিকল্মষঘ্নং**
**ব্যাহর্তুমারভত ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ১৪ ॥**

**সূতঃ উবাচ**—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **ভৃগু-নন্দন**—হে ভৃগুনন্দন শৌনক; **সাধু-বাদম্**—মঙ্গলজনক প্রশ্ন; **বৈয়াসকিঃ**—ব্যাসদেবের পুত্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামী; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **অথ**—এইভাবে; **বিষ্ণুরাতম্**—বিষ্ণুর দ্বারা যিনি সর্বদা সুরক্ষিত সেই পরীক্ষিৎ মহারাজকে; **প্রত্যর্চ্য**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে; **কৃষ্ণ-চরিতম্**—কৃষ্ণলীলা; **কলি-কল্মষ-ঘ্নম্**—কলিযুগের কলুষ বিনাশকারী; **ব্যাহর্তুম্**—বর্ণনা করতে; **আরভত**—শুরু করেছিলেন; **ভাগবত-প্রধানঃ**—পরম ভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী।

## অনুবাদ

**শ্রীল সূত গোস্বামী বললেন—হে ভৃগুনন্দন (শৌনক ঋষি), পরম পূজ্য মহাভাগবত ব্যাসনন্দন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের সাধু প্রশ্ন শ্রবণ করে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে রাজাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। তারপর তিনি কলি-কলুষনাশিনী কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন।**

## তাৎপর্য

এই শ্লোকে *কৃষ্ণচরিতং কলিকল্মষঘ্নম্* পদটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ কলিযুগের সমস্ত ক্লেশ বিনাশকারী মহৌষধ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে মানুষের আয়ু অল্প এবং তাদের আধ্যাত্মিক চেতনার কোন সংস্কার নেই। কেউ যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে আগ্রহী হয়ও, তা হলে সে বহু ভণ্ড স্বামী এবং যোগীদের দ্বারা বিপথে পরিচালিত হয়, এবং এই সমস্ত ভণ্ড স্বামী ও যোগীরা কখনও শ্রীকৃষ্ণের কথা বলে না। তাই অধিকাংশ মানুষই দুর্ভাগা এবং বহু সঙ্কটের দ্বারা বিচলিত। এই যুগের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের উদ্ধারের জন্য নারদ মুনির অনুরোধে শ্রীল ব্যাসদেব *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রণয়ন করেছিলেন (*কলিকল্মষঘ্নম্*)। *শ্রীমদ্ভাগবতের* মনোমুগ্ধকর বিষয়ের মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানুষকে জ্ঞানের আলোক প্রদান করতে ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করছে। সারা পৃথিবী জুড়ে *শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতার* বাণী সমাজের সকল শ্রেণীর, বিশেষ করে উন্নত এবং শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষেরা গ্রহণ করছে।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে এই শ্লোকে *ভাগবতপ্রধানঃ* এবং পরীক্ষিৎ মহারাজকে *বিষ্ণুরাতম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। দুটি শব্দেরই এক অর্থ; অর্থাৎ, মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের একজন মহান ভক্ত এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও ছিলেন একজন মহাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণের মহান ভক্ত। তাঁরা উভয়ে দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত মানব-সমাজকে পরিত্রাণ করার জন্য কৃষ্ণকথা উপহার দিতে একত্রে মিলিত হয়েছেন।

*অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে ।*
*লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্ ॥*

"জীবের জাগতিক দুঃখ-দুর্দশা, যা হচ্ছে তার কাছে অনর্থ, ভক্তিযোগের মাধ্যমে অচিরেই তার উপশম হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ তা জানে না, এবং তাই মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব পরমতত্ত্ব সমন্বিত এই সাত্বত সংহিতা সংকলন করেছেন।" (*শ্রীমদ্ভাগবত*

১/৭/৬) অধিকাংশ মানুষই জানে না যে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী কলিযুগের কলুষ থেকে সমগ্র মানব-সমাজকে মুক্ত করতে পারে (*কলিকল্মষঘ্নম্*)।

## শ্লোক ১৫

**শ্রীশুক উবাচ**

**সম্যগ্ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম ।**
**বাসুদেবকথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ ॥ ১৫ ॥**

**শ্রী-শুকঃ উবাচ**—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সম্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **ব্যবসিতা**—স্থির; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **তব**—আপনার; **রাজর্ষি-সত্তম**—হে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ; **বাসুদেব-কথায়াম্**—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক কথা শ্রবণ করতে; **তে**—আপনার; **যৎ**—যেহেতু; **জাতা**—উদয় হয়েছে; **নৈষ্ঠিকী**—অপ্রতিহতা; **রতিঃ**—আকর্ষণ বা ভাবভক্তি।

## অনুবাদ

**শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ! যেহেতু আপনি শ্রীবাসুদেবের কথায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছেন, তাই নিশ্চিতভাবে আপনার বুদ্ধি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে স্থির হয়েছে, যা মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। যেহেতু এই আকর্ষণ অপ্রতিহতা, তাই তা নিশ্চিতরূপে পরম মঙ্গলজনক।**

## তাৎপর্য

*কৃষ্ণকথা* রাজর্ষি বা রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য পরম আবশ্যক। সেই কথা *ভগবদ্গীতাতেও* উল্লেখ করা হয়েছে (*ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ*)। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এই যুগে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর মানুষেরা ধীরে ধীরে অধিকার করে নিয়েছে—যাদের কোন রকম আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেই, এবং তার ফলে সমাজ অতি দ্রুতগতিতে অধঃপতিত হচ্ছে। রাষ্ট্রের প্রশাসকদের কৃষ্ণকথা যথাযথভাবে উপলব্ধি করা অবশ্য কর্তব্য, কারণ তা না হলে মানুষ কিভাবে জড়-জাগতিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হবে এবং সুখী হবে? যাঁর মন কৃষ্ণভাবনায় স্থির হয়েছে, বুঝতে হবে যে, জীবনের মূল্যবোধে তাঁর বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন *রাজর্ষিসত্তম*—সমস্ত রাজর্ষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ছিলেন *মুনিসত্তম*—সমস্ত মুনিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁরা উভয়েই অতি উন্নত স্তরে

অধিষ্ঠিত ছিলেন, কারণ কৃষ্ণকথায় তাঁদের রুচির উদয় হয়েছিল। পরবর্তী শ্লোকে ভাগবতের বক্তা এবং শ্রোতার অতি উচ্চপদ অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কৃষ্ণকথা এতই উৎসাহদায়ক যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ জড় জগতের সমস্ত বিষয়, এমন কি পান, আহারের আবশ্যকতা পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছিলেন। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হয়ে, কিভাবে বক্তা এবং শ্রোতা উভয়কেই চিন্ময় স্তরে উন্নীত করে ভগবদ্ধামে নিয়ে যাবে, এটি তার একটি দৃষ্টান্ত।

## শ্লোক ১৬

**বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি ।**
**বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা ॥ ১৬ ॥**

**বাসুদেব-কথা-প্রশ্নঃ**—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের লীলা এবং চরিত্র বিষয়ক প্রশ্ন; **পুরুষান্**—পুরুষদের; **ত্রীন্**—তিন; **পুনাতি**—পবিত্র করে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বক্তারম্**—(শুকদেব গোস্বামীর মতো) বক্তাকে; **প্রচ্ছকম্**—এবং (পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো) প্রশ্নকর্তাকে; **শ্রোতৃন্**—এবং সেই বিষয়ে শ্রবণকারীকে; **তৎ-পাদ-সলিলম্ যথা**—ঠিক যেমন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পাদোদ্ভূতা গঙ্গা সারা জগৎকে পবিত্র করে।

### অনুবাদ

**ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পাদোদ্ভূতা গঙ্গা যেমন ত্রিভুবনকে পবিত্র করে, তেমনই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের লীলা এবং চরিত্র বিষয়ক প্রশ্ন বক্তা, প্রশ্নকর্তা এবং শ্রোতা এই তিন প্রকার ব্যক্তিকে পবিত্র করে।**

### তাৎপর্য

*শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৩/২১) বলা হয়েছে, *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্*। যাঁরা চিন্ময় বিষয় হৃদয়ঙ্গম করাকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেন, তাঁদের অবশ্য কর্তব্য সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া। *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত*। কৃষ্ণ বিষয়ক তথ্য যথাযথভাবে প্রদান করতে সক্ষম, এই প্রকার গুরুর শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। এখানে পরীক্ষিৎ মহারাজ *বাসুদেবকথা* সম্বন্ধে জানার জন্য যথার্থ সদ্‌গুরু শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর শরণাগত হয়েছেন। রাসুদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর চিন্ময় লীলা অনন্ত। *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে তাঁর সেই সমস্ত লীলার সংগ্রহ এবং *ভগবদ্গীতা* স্বয়ং বাসুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী। তাই, যেহেতু

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন বাসুদেব-কথায় পূর্ণ, যে ব্যক্তি তা শ্রবণ করেন, যে ব্যক্তি এই আন্দোলনে যোগদান করেন এবং যে ব্যক্তি সেই বাণী প্রচার করেন, তাঁরা সকলেই পবিত্র হন।

## শ্লোক ১৭

**ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজদৈত্যানীকশতাযুতৈঃ ।**
**আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥ ১৭ ॥**

**ভূমিঃ**—মাতা বসুন্ধরা; **দৃপ্ত**—গর্বিত; **নৃপ-ব্যাজ**—রাজা হওয়ার ভান করে অথবা রাজ্যের পরম শক্তির প্রতিমূর্তি; **দৈত্য**—দৈত্যদের; **অনীক**—সৈন্যব্যূহের; **শত-অযুতৈঃ**—শত-সহস্র, অসংখ্য; **আক্রান্তা**—ভারাক্রান্ত হয়ে; **ভূরি-ভারেণ**—সামরিক শক্তির অনর্থক ভারের দ্বারা; **ব্রহ্মাণম্**—ব্রহ্মার; **শরণম্**—শরণ গ্রহণ করার জন্য; **যযৌ**—গিয়েছিলেন।

### অনুবাদ

**মাতা বসুন্ধরা গর্বিত রাজবেশধারী দৈত্যদের অসংখ্য সৈন্যের ভারে ভারাক্রান্তা হয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়েছিলেন।**

### তাৎপর্য

পৃথিবী যখন অনাবশ্যক সামরিক বাহিনীর ভারে ভারাক্রান্ত হয় এবং আসুরিক রাজারা যখন আধিপত্য করে, তখন ভগবান অবতীর্ণ হন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৭) ভগবান বলেছেন—

*যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।*
*অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥*

"হে ভারত, যখন ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।" পৃথিবীর মানুষেরা যখন নাস্তিক হয়ে যায়, তখন তারা কুকুর, শূকর আদি পশুস্তরে অধঃপতিত হয় এবং তখন তাদের একমাত্র কার্য হয় পরস্পরের প্রতি গর্জন করা। এটিই হচ্ছে *ধর্মস্য গ্লানি*—জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া। মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির পরম সিদ্ধি লাভ করা, কিন্তু মানুষ যখন নাস্তিক হয়ে যায় এবং রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজারা যখন তাদের সামরিক শক্তির প্রভাবে গর্বান্ধ হয়, তখন তাদের একমাত্র কার্য হয় তাদের রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করা। তাই বর্তমানে দেখা

যাচ্ছে যে, প্রতিটি রাষ্ট্রই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্যে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে ব্যস্ত। এই সমস্ত আয়োজন নিতান্তই অর্থহীন। তা রাষ্ট্রপ্রধানদের ব্যর্থ গর্বেরই প্রতিফলন। রাষ্ট্রনেতাদের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে জীবনের বিভিন্ন স্তরে জনসাধারণকে কৃষ্ণভক্তির শিক্ষা প্রদান করার মাধ্যমে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা। *চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ* (*ভগবদ্গীতা* ৪/১৩)। নেতার কর্তব্য মানুষদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হওয়ার শিক্ষা দেওয়া, এবং তাদের বৃত্তি অনুসারে কর্মে নিযুক্ত করা। তার ফলে তাদের কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করা হয়। কিন্তু তা না করে রক্ষকের ছদ্মবেশে দস্যু-তস্করেরা গণতন্ত্রের নামে ভোটের মাধ্যমে নাগরিকদের প্রতারণা করে ক্ষমতা দখল করার কপট আয়োজন করেছে। বহুকাল পূর্বেও নাস্তিক অসুরেরা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব হস্তগত করেছিল, এবং এখন আবার তা হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাজ্যগুলি সামরিক শক্তি সংগ্রহের আয়োজনে ব্যস্ত। কখনও কখনও তারা সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের আয়ের শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ অর্থ ব্যয় করে; কিন্তু মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ কেন এইভাবে ব্যয় করা হবে? বর্তমান পৃথিবীর এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। এটি স্বাভাবিক, কারণ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন ব্যতীত পৃথিবীতে শান্তি এবং সুখ সম্ভব নয়।

## শ্লোক ১৮

**গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না ক্রন্দন্তী করুণং বিভোঃ ।**
**উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং সমবোচত ॥ ১৮ ॥**

**গৌঃ**—গাভীরূপ; **ভূত্বা**—ধারণ করে; **অশ্রু-মুখী**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; **খিন্না**—অত্যন্ত কাতর; **ক্রন্দন্তী**—ক্রন্দন করতে করতে; **করুণম্**—অত্যন্ত করুণ স্বরে; **বিভোঃ**—ব্রহ্মার; **উপস্থিতা**—উপস্থিত হয়েছিলেন; **অন্তিকে**—সম্মুখে; **তস্মৈ**—তাঁকে (ব্রহ্মাকে); **ব্যসনম্**—তাঁর দুঃখের কথা; **সমবোচত**—নিবেদন করেছিলেন।

### অনুবাদ

**মাতা বসুন্ধরা গো-রূপ ধারণ করে কাতর স্বরে ক্রন্দন করতে করতে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ব্রহ্মার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা নিবেদন করেছিলেন।**

## শ্লোক ১৯

**ব্রহ্মা তদুপধার্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ ।**
**জগাম সত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ ॥ ১৯ ॥**

**ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **তৎ-উপধার্য**—সব কিছু যথাযথভাবে অবগত হয়ে; **অথ**—তারপর; **সহ**—সঙ্গে; **দেবৈঃ**—দেবতাগণ; **তয়া সহ**—মাতা ধরিত্রী সহ; **জগাম**—গিয়েছিলেন; **স-ত্রি-নয়নঃ**—ত্রিলোচন শিবসহ; **তীরম্**—তীরে; **ক্ষীর-পয়ঃ-নিধেঃ**—ক্ষীরসমুদ্রের।

### অনুবাদ

**তারপর মাতা ধরিত্রীর দুঃখের কথা শ্রবণ করে, ব্রহ্মা অন্যান্য দেবতাগণ সহ মাতা ধরিত্রীকে নিয়ে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গিয়েছিলেন।**

### তাৎপর্য

ব্রহ্মা যখন পৃথিবীর দুর্দশার কথা অবগত হয়েছিলেন, তখন তিনি ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ ইন্দ্রাদি দেবতা এবং ধ্বংসকার্যের অধ্যক্ষ শিবের কাছে গিয়েছিলেন। সৃষ্টি এবং সংহারকার্য ভগবানের আদেশ অনুসারে নিরন্তর সম্পাদিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৮) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*। যাঁরা ভগবানের আদেশ পালন করেন, তাঁরা ভগবানের বিভিন্ন সেবক এবং দেবতাদের দ্বারা রক্ষিত হন, কিন্তু যারা অবাঞ্ছিত, তারা শিব কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। ব্রহ্মা প্রথমে শিব এবং দেবতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তারপর মাতা বসুন্ধরা সহ তাঁরা ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গিয়েছিলেন, যেখানে শ্বেতদ্বীপে ভগবান বিষ্ণু শয়ন করেন।

## শ্লোক ২০

**তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্ ।**
**পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ ॥ ২০ ॥**

**তত্র**—সেখানে (ক্ষীরসমুদ্রের তীরে); **গত্বা**—গিয়ে; **জগন্নাথম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পতি পরমেশ্বর ভগবানকে; **দেব-দেবম্**—সমস্ত দেবতাদের দেবতা; **বৃষাকপিম্**—সকলের পালনকর্তা এবং ক্লেশহন্তা ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; **পুরুষম্**—পরম পুরুষকে; **পুরুষ-সূক্তেন**—পুরুষসূক্ত মন্ত্রের দ্বারা; **উপতস্থে**—আরাধনা করেছিলেন; **সমাহিতঃ**—পূর্ণ মনোযোগ সহকারে।

## অনুবাদ

**দেবতারা ক্ষীরসমুদ্রের তীরে উপস্থিত হয়ে সমগ্র জগতের নাথ, দেবদেব, সকলের পালনকর্তা এবং দুঃখ-নিবারক ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুকে সমাহিত চিত্তে পুরুষসূক্ত মন্ত্রের দ্বারা উপাসনা করেছিলেন।**

## তাৎপর্য

ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য আদি সমস্ত দেবতারা ভগবানের অধীন। দেবতাগণ ব্যতীত মানব-সমাজেও বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা বিভিন্ন ব্যবসা অথবা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। ভগবান শ্রীবিষ্ণু কিন্তু দেবদেব (পরমেশ্বর)। তিনি পরম পুরুষ, পরমাত্মা। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/১) প্রতিপন্ন হয়েছে, *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*—"গোবিন্দ নামে বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর। তাঁর দেহ সৎ-চিৎ-আনন্দময়।" কেউই ভগবানের সমকক্ষ নয় অথবা ভগবান থেকে শ্রেষ্ঠ নয়, এবং তাই এইখানে তাঁকে *জগন্নাথ, দেবদেব, বৃষাকপি, পুরুষ* আদি শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব *ভগবদ্গীতাতেও* (১০/১২) অর্জুনের বাক্যে প্রতিপন্ন হয়েছে—

*পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।*
*পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥*

"তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, পরম পুরুষ, নিত্য আদি দেব, অজ ও বিভু।" শ্রীকৃষ্ণ আদিপুরুষ (*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি*)। বিষ্ণু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ, এবং সমস্ত বিষ্ণুতত্ত্ব পরমেশ্বর, দেবদেব।

## শ্লোক ২১

**গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং**
**নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচ হ ।**
**গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুন-**
**র্বিধীয়তামাশু তথৈব মা চিরম্ ॥ ২১ ॥**

**গিরম্**—বাণী; **সমাধৌ**—সমাধিতে; **গগনে**—আকাশে; **সমীরিতাম্**—ধ্বনিত; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **বেধাঃ**—ব্রহ্মা; **ত্রিদশান্**—দেবতাদের; **উবাচ**—বলেছিলেন; **হ**—আহা; **গাম্**—আদেশ; **পৌরুষীম্**—ভগবান থেকে প্রাপ্ত; **মে**—আমার কাছ থেকে; **শৃণুত**—শ্রবণ কর; **অমরাঃ**—হে দেবতাগণ; **পুনঃ**—পুনরায়; **বিধীয়তাম্**—সম্পাদন কর; **আশু**—শীঘ্র; **তথা এব**—তেমনই; **মা**—করো না; **চিরম্**—বিলম্ব।

## অনুবাদ

**ব্রহ্মা সমাধিমগ্ন অবস্থায় আকাশে ধ্বনিত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাণী শ্রবণ করে দেবতাদের বলেছিলেন—হে দেবতাগণ! তোমরা আমার কাছ থেকে পরম পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর বাণী শ্রবণ কর, এবং অবিলম্বে তা সম্পাদন করতে যত্নবান হও।**

## তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, যোগ্য ব্যক্তিরা ধ্যানে ভগবানের বাণী শ্রবণ করতে পারেন। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের টেলিফোন প্রদান করেছে, যার দ্বারা আমরা দূরবর্তী স্থানের ধ্বনি শ্রবণ করতে পারি। তেমনই, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাণী অন্যরা শ্রবণ করতে না পারলেও ব্রহ্মা তাঁর অন্তরে ভগবানের বাণী শ্রবণ করতে পারেন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতে (১/১/১) প্রতিপন্ন হয়েছে—*তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে*। আদি কবি হচ্ছেন ব্রহ্মা। সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা তাঁর হৃদয়ের মাধ্যমে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছ থেকে বৈদিক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই কথা এখানেও প্রতিপন্ন হয়েছে। ব্রহ্মা সমাধিস্থ অবস্থায় ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর বাণী শ্রবণ করেছিলেন, এবং তিনি ভগবানের বাণী দেবতাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। অর্থাৎ, ভগবান শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মার দৃষ্টিপথে গোচরীভূত না হলেও, ব্রহ্মা তাঁর হৃদয়ে শ্রীবিষ্ণুর বাণী শ্রবণ করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মারও অগোচর, তবুও তিনি এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং জনসাধারণের গোচরীভূত হন। এটি অবশ্যই তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রকাশ, কিন্তু মূর্খ এবং অভক্তরা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। যেহেতু তারা মনে করে যে, ভগবান তাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ, তাই তাদের বলা হয় মূঢ় (*অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ*)। এই ধরনের আসুরিক ব্যক্তিরা ভগবানের অহৈতুকী কৃপার অবহেলা করে এবং *ভগবদ্গীতার* উপদেশ বুঝতে না পেরে তার কদর্থ করে।

## শ্লোক ২২

**পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো**
**ভবদ্ভিরংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্ ।**
**স যাবদুর্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ**
**স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ ভুবি ॥ ২২ ॥**

**পুরা**—পূর্বেই; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **পুংসা**—ভগবানের দ্বারা; **অবধৃতঃ**—জ্ঞাত ছিল; **ধরা-জ্বরঃ**—পৃথিবীর কষ্ট; **ভবদ্ভিঃ**—তোমাদের দ্বারা; **অংশৈঃ**—অংশরূপে বিস্তার করে; **যদুষু**—যদুবংশে; **উপজন্যতাম্**—জন্মগ্রহণ কর; **সঃ**—তিনি (ভগবান); **যাবৎ**—যতক্ষণ; **উর্ব্যাঃ**—পৃথিবীর; **ভরম্**—ভার; **ঈশ্বর-ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বরদের ঈশ্বর; **স্ব-কাল-শক্ত্যা**—তাঁর কালশক্তির দ্বারা; **ক্ষপয়ন্**—হরণ করে; **চরেৎ**—বিচরণ করবেন; **ভুবি**—পৃথিবীতে।

## অনুবাদ

**ব্রহ্মা দেবতাদের বললেন—আমরা নিবেদন করার পূর্বেই ভগবান পৃথিবীর কষ্ট অবগত ছিলেন। তাই ভগবান যতদিন তাঁর কালশক্তির দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করবেন, ততদিন তোমরা তাঁর পুত্র এবং পৌত্ররূপে যদুবংশে অবতীর্ণ হও।**

## তাৎপর্য

*ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৯) বলা হয়েছে—

*রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্*
*নানাবতারমকরোদ্ ভুবনেষু কিন্তু ।*
*কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো*
*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥*

"যিনি রাম, নৃসিংহ আদি নানারূপে অবতরণ করেন, যিনি স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এবং যিনি নিজেও অবতরণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

*শ্রীমদ্ভাগবতের* এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে—*পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরঃ*। *পুংসা* শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যিনি ইতিমধ্যেই অবগত ছিলেন অসুরদের বৃদ্ধি হওয়ার ফলে সারা পৃথিবী কিভাবে দুর্দশাক্লিষ্ট হয়েছিল। অসুরেরা ভগবানের পরম শক্তির অবজ্ঞা করে নিজেদের স্বতন্ত্র রাজা এবং রাষ্ট্রপতিরূপে প্রতিষ্ঠা করে, এবং তার ফলে তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে তারা উৎপাত সৃষ্টি করে। এই প্রকার উৎপাত যখন অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন। বর্তমান সময়েও সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন আসুরিক রাষ্ট্র নানাভাবে তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছে, এবং তার ফলে সমগ্র পরিস্থিতি অত্যন্ত দুঃখজনক হয়ে উঠেছে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের

মাধ্যমে তাঁর নামরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই আন্দোলন অবশ্যই পৃথিবীর ভার লাঘব করবে। দার্শনিক, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং জনসাধারণের অবশ্য কর্তব্য ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে এই আন্দোলনকে গ্রহণ করা, কারণ মানুষের তৈরি পরিকল্পনা এবং উপায় পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনে সাহায্য করবে না। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের চিন্ময় শব্দতরঙ্গ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন।

*নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।*
*পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥*
*(পদ্ম পুরাণ)*

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের শব্দ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

## শ্লোক ২৩

**বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ ।**
**জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৩ ॥**

**বসুদেব-গৃহে**—(শ্রীকৃষ্ণের পিতা) বসুদেবের গৃহে; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **ভগবান্**—পূর্ণ শক্তিমান ভগবান; **পুরুষঃ**—আদি পুরুষ; **পরঃ**—পরম; **জনিষ্যতে**—আবির্ভূত হবেন; **তৎ-প্রিয়-অর্থম্**—এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য; **সম্ভবন্তু**—জন্মগ্রহণ করবেন; **সুর-স্ত্রিয়ঃ**—দেবপত্নীগণ।

## অনুবাদ

**সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন। অতএব দেবপত্নীগণও তাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য সেখানে আবির্ভূত হোন।**

## তাৎপর্য

*ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) ভগবান বলেছেন, *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি*—ভগবানের ভক্ত তাঁর জড় দেহ ত্যাগ করার পর ভগবদ্ধামে ফিরে যান। অর্থাৎ ভক্ত প্রথমে ভগবান যে ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর লীলাবিলাস করছেন, সেখানে যান। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং ভগবান প্রতিক্ষণ এক-একটি ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হচ্ছেন, তাই তাঁর লীলাকে বলা হয় নিত্যলীলা। একের পর এক ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান নিরন্তর দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হচ্ছেন। তাই ভক্ত প্রথমে সেই বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডে স্থানান্তরিত হন, যেখানে ভগবানের লীলা প্রকট। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—

ভক্ত যদি পূর্ণ সিদ্ধিলাভ নাও করেন, তবুও তিনি পরম পুণ্যবান ব্যক্তিদের বাসস্থান স্বর্গলোকে পরম সুখ উপভোগ করেন এবং তারপর শুচি অথবা শ্রীমান্, পুণ্যবান ব্রাহ্মণ অথবা ধনী বৈশ্যের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন (*শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে*)। এইভাবে শুদ্ধ ভক্ত পূর্ণ ভক্তি সম্পাদন না করতে পারলেও পুণ্যাত্মাদের বাসস্থান স্বর্গলোকে উন্নীত হন। সেখান থেকে তাঁর ভক্তিময়ী সেবা পূর্ণ হলে তিনি যেখানে ভগবানের লীলাবিলাস হচ্ছে, সেখানে স্থানান্তরিত হন। এখানে বলা হয়েছে, *সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ*। সুরস্ত্রীগণ, দেবাঙ্গনাগণ, শ্রীকৃষ্ণের লীলা সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনে যদুবংশে আবির্ভূত হওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। এই সুরস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাস করে, শিক্ষালাভ করে তারপর গোলোক বৃন্দাবনে উন্নীত হবেন। এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাসের সময় তাঁর আনন্দ বিধানের জন্য এই সুর-স্ত্রীগণ বিভিন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করবেন, যাতে নিত্য গোলোক বৃন্দাবনে ফিরে যাওয়ার পূর্বে তাঁরা পূর্ণ প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারেন। দ্বারকাপুরী, মথুরাপুরী অথবা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করে তাঁরা অবশ্যই ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। সুর-স্ত্রীদের মধ্যে বহু ভক্ত রয়েছেন, যেমন শ্রীকৃষ্ণের উপেন্দ্র অবতারের মাতা। এই উপলক্ষ্যে এই প্রকার ভক্ত রমণীদের আহ্বান করা হয়েছিল।

## শ্লোক ২৪

**বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্ ।**
**অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ২৪ ॥**

**বাসুদেব-কলা অনন্তঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ অনন্তদেব বা সঙ্কর্ষণ অনন্ত, যিনি ভগবানের সর্বব্যাপক অবতার; **সহস্র-বদনঃ**—সহস্র ফণা সমন্বিত; **স্বরাট্**—সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন; **অগ্রতঃ**—পূর্বে; **ভবিতা**—আবির্ভূত হবেন; **দেবঃ**—ভগবান; **হরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **প্রিয়-চিকীর্ষয়া**—তাঁর আনন্দ বিধানের বাসনায়।

### অনুবাদ

**শ্রীকৃষ্ণের প্রথম অংশ সঙ্কর্ষণ বা অনন্ত। তিনি এই জড় জগতে সমস্ত অবতারের আদি উৎস। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বে এই মূল সঙ্কর্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য বলদেবরূপে আবির্ভূত হবেন।**

## তাৎপর্য

শ্রীবলরাম সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি শ্রেষ্ঠতায় পরমেশ্বর ভগবানের সমান, তবুও শ্রীকৃষ্ণ যেখানেই আবির্ভূত হন, শ্রীবলরাম সেখানে তাঁর ভ্রাতারূপে আবির্ভূত হন, কখনও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে এবং কখনও কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে। শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন, তখন তাঁর অংশ এবং অন্যান্য অবতারেরা তাঁর সঙ্গে আবির্ভূত হন। সেই কথা *চৈতন্য-চরিতামৃতে* বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই লীলায় বলদেব শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতারূপে আবির্ভূত হবেন।

## শ্লোক ২৫

**বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ ।**
**আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্যার্থে সম্ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥**

**বিষ্ণোঃ মায়া**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শক্তি; **ভগবতী**—ভগবানেরই সমকক্ষ হওয়ার ফলে যাঁর নাম ভগবতী; **যয়া**—যাঁর দ্বারা; **সম্মোহিতম্**—মোহিত; **জগৎ**—জড় এবং চেতন উভয় জগৎ; **আদিষ্টা**—আদিষ্ট হয়ে; **প্রভুণা**—প্রভুর দ্বারা; **অংশেন**—তাঁর বিভিন্ন শক্তি সহ; **কার্য-অর্থে**—কার্য সম্পাদন করার জন্য; **সম্ভবিষ্যতি**—আবির্ভূত হবেন।

## অনুবাদ

**ভগবানেরই সমকক্ষ বিষ্ণুমায়া নাম্নী ভগবানের শক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সহ আবির্ভূত হবেন। এই শক্তি বিভিন্নভাবে কার্য করে জড় এবং চেতন উভয় জগৎকে মোহিত করবেন। তাঁর প্রভুর আদেশে তিনি ভগবানের কার্য সম্পাদন করার জন্য তাঁর বিভিন্ন শক্তিসহ আবির্ভূত হবেন।**

## তাৎপর্য

*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৬/৮)*। *বেদে* বলা হয়েছে যে, ভগবানের শক্তিকে যোগমায়া, মহামায়া আদি বিভিন্ন নামে সম্বোধন করা হয়। চরমে কিন্তু ভগবানের শক্তি এক, ঠিক যেমন বিদ্যুৎ শক্তির দ্বারা শীতল এবং গরম করা হলেও তা এক। ভগবানের শক্তি চিন্ময় এবং জড় উভয় জগতেই ক্রিয়া করে। চিৎ-জগতে ভগবানের শক্তি যোগমায়ারূপে কার্য করে, এবং জড় জগতে সেই শক্তিই মহামায়ারূপে কার্য করে, ঠিক যেমন বিদ্যুৎ শক্তি হিটার এবং

কুলারে কাজ করে। জড় জগতে এই শক্তি মহামায়ারূপে বদ্ধ জীবদের ভগবদ্ভক্তি থেকে বঞ্চিত করে। শাস্ত্রে কথিত হয়েছে, *যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্*। জড় জগতে বদ্ধ জীব নিজেকে প্রকৃতির তিন গুণ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করে। এটি হচ্ছে দেহাত্মবুদ্ধি। এই ত্রিগুণের সঙ্গের ফলে সকলেই তার দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে। কেউ মনে করে সে ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয়, কেউ বৈশ্য এবং কেউ শূদ্র বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র নয়। সকলেই ভগবানের বিভিন্ন অংশ (*মমৈবাংশঃ*), কিন্তু জড়া প্রকৃতি মহামায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে জীব এইভাবে মোহিত হয়। কিন্তু জীব যখন এই মোহ থেকে মুক্ত হয়, তখন সে বুঝতে পারে যে, সে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*। যখন সে এই স্তরে আসে, তখন সেই শক্তিই যোগমায়ারূপে তাকে শুদ্ধ হতে এবং ভগবানের সেবায় তার শক্তি নিয়োগ করতে উত্তরোত্তর সাহায্য করেন।

জীব বদ্ধই হোক অথবা মুক্তই হোক, ভগবান তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—ভগবানের আদেশে জড়া প্রকৃতি মহামায়া বদ্ধ জীবের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করেন।

*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।*
*অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥*

"মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'—এই রকম অভিমান করে।" (*ভগবদ্গীতা* ৩/২৭) বদ্ধ জীবনে কেউই স্বাধীন নয়, কিন্তু মহামায়ার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব মূর্খতাবশত নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করে (*অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে*)। কিন্তু বদ্ধ জীব যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করার দ্বারা মুক্ত হন, তখন তাঁকে বিভিন্ন রসে—যেমন দাস্যরস, সখ্যরস, বাৎসল্যরস এবং মাধুর্যরসে ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আস্বাদন করার সুযোগ দেওয়া হয়।

এইভাবে ভগবানের শক্তি বিষ্ণুমায়ার দুটি রূপ—আবরণিকা এবং উন্মুখ। ভগবান যখন আবির্ভূত হন, তখন তাঁর শক্তি তাঁর সঙ্গে আবির্ভূত হন এবং বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করেন। ভগবানের শক্তি যোগমায়ারূপে যশোদা, দেবকী আদি ভগবানের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে আচরণ করেছিলেন, এবং কংস, শাল্ব আদি অসুরদের সঙ্গে ভিন্নরূপে আচরণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে তাঁর শক্তি

যোগমায়া তাঁর সঙ্গে এসে কাল এবং স্থান অনুসারে বিবিধ কার্যকলাপ প্রদর্শন করেছিলেন। *কার্যার্থে সম্ভবিষ্যতি*। ভগবানের বাসনা অনুসারে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যোগমায়া বিভিন্নভাবে কার্য করেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে—*মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ*। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত মহাত্মাগণ যোগমায়ার দ্বারা পরিচালিত হন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তিহীন দুরাত্মারা মহামায়ার দ্বারা পরিচালিত হন।

## শ্লোক ২৬

**শ্রীশুক উবাচ**

**ইত্যাদিশ্যামরগণান্ প্রজাপতিপতির্বিভুঃ ।**
**আশ্বাস্য চ মহীং গীর্ভিঃ স্বধাম পরমং যযৌ ॥ ২৬ ॥**

**শ্রী-শুকঃ উবাচ**—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **আদিশ্য**—আদেশ দিয়ে; **অমর-গণান্**—সমস্ত দেবতাদের; **প্রজাপতি-পতিঃ**—প্রজাপতিদের পতি ব্রহ্মা; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান; **আশ্বাস্য**—আশ্বাস প্রদান করে; **চ**—ও; **মহীম্**—পৃথিবী; **গীর্ভিঃ**—মধুর বাক্যের দ্বারা; **স্ব-ধাম**—তাঁর ধাম ব্রহ্মলোকে; **পরমম্**—(এই ব্রহ্মাণ্ডে) সর্বশ্রেষ্ঠ; **যযৌ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

### অনুবাদ

**শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—দেবতাদের এইভাবে উপদেশ দিয়ে এবং মাতা বসুন্ধরাকে আশ্বাস প্রদান করে, পরম শক্তিমান এবং প্রজাপতিদের পতি ব্রহ্মা তাঁর ধাম ব্রহ্মলোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।**

## শ্লোক ২৭

**শূরসেনো যদুপতির্মথুরামাবসন্ পুরীম্ ।**
**মাথুরাঞ্ছূরসেনাংশ্চ বিষয়ান্ বুভুজে পুরা ॥ ২৭ ॥**

**শূরসেনঃ**—রাজা শূরসেন; **যদু-পতিঃ**—যদুকুলপতি; **মথুরাম্**—মথুরায়; **আবসন্**—বাস করেছিলেন; **পুরীম্**—সেই নগরীতে; **মাথুরান্**—মাথুর নামক স্থানে; **শূরসেনান্ চ**—এবং শূরসেন নামক স্থানে; **বিষয়ান্**—রাজ্যে; **বুভুজে**—উপভোগ করেছিলেন; **পুরা**—পূর্বে।

## অনুবাদ

**পুরাকালে যদুপতি শূরসেন মথুরা নগরীতে বাস করে মাথুর এবং শূরসেন নামক দেশসমূহ উপভোগ করেছিলেন।**

## শ্লোক ২৮

**রাজধানী ততঃ সাভূৎ সর্বযাদবভূভুজাম্ ।**
**মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ২৮ ॥**

**রাজধানী**—রাজধানী; **ততঃ**—সেই সময় থেকে; **সা**—মথুরা নামক নগরী এবং দেশ; **অভূৎ**—হয়েছিল; **সর্ব-যাদব-ভূভুজাম্**—যদুবংশীয় সমস্ত রাজাদের; **মথুরা**—মথুরা নামক স্থান; **ভগবান্**—ভগবান; **যত্র**—যেখানে; **নিত্যম্**—নিত্য; **সন্নিহিতঃ**—ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি।

## অনুবাদ

**সেই সময় থেকে মথুরা নগরী সমস্ত যদুবংশীয় রাজাদের রাজধানী হয়েছিল। সেই নগরী এবং দেশ মথুরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে নিত্য বিরাজমান।**

## তাৎপর্য

মথুরা নগরী শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ধাম। এটি জড় জগতের কোন সাধারণ নগরী নয়, সেই স্থানটি ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কযুক্ত। বৃন্দাবন মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত, এবং তা এখনও বর্তমান। মথুরা এবং বৃন্দাবন যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কযুক্ত, তাই বলা হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ কখনও বৃন্দাবন ছেড়ে যান না (*বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পদমেকং ন গচ্ছতি*)। বর্তমানে মথুরা প্রদেশের অন্তর্গত বৃন্দাবন নামক স্থানটি একটি চিন্ময় ধামরূপে বিরাজমান, এবং যিনিই সেখানে যান, তিনিই চিন্ময় পবিত্রতা লাভ করেন। নবদ্বীপ ধামও ব্রজভূমির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সম্পর্কিত। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই বলেছেন—

*শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,*
*তার হয় ব্রজভূমে বাস ।*

"ব্রজভূমি" হচ্ছে মথুরা-বৃন্দাবন, এবং নবদ্বীপ গৌড়মণ্ডল-ভূমির অন্তর্গত। অতএব,

শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অভিন্ন জেনে যিনি নবদ্বীপ ধামে বাস করেন, তিনি ব্রজভূমি মথুরা-বৃন্দাবনে বাস করেন। ভগবান বদ্ধ জীবদের মথুরা, বৃন্দাবন এবং নবদ্বীপে বাস করতে সুযোগ দিয়ে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। এই স্থানগুলিতে বাস করলে অচিরেই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। বহু ভক্ত বৃন্দাবন এবং মথুরা ছেড়ে কোথাও না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। এটি অবশ্যই একটি অতি সুন্দর প্রতিজ্ঞা, কিন্তু কেউ যদি ভগবানের সেবা করার জন্য বৃন্দাবন, মথুরা অথবা নবদ্বীপ ধাম ছেড়ে যান, তা হলেও তিনি ভগবানের সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত হন না। সে যাই হোক, আমাদের কর্তব্য মথুরা, বৃন্দাবন এবং নবদ্বীপধামের চিন্ময় গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করা। যে ব্যক্তি এই সমস্ত স্থানে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন, তিনি অবশ্যই তাঁর দেহত্যাগ করার পর ভগবদ্ধামে ফিরে যান। তাই *মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ* পদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভক্তের কর্তব্য যথাসাধ্য এই উপদেশটির সদ্ব্যবহার করা। স্বয়ং ভগবান যখন আবির্ভূত হন, তখন তিনি মথুরায় আবির্ভূত হন, কারণ এই স্থানের সঙ্গে তাঁর এক অতি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে। তাই মথুরা এবং বৃন্দাবন এই পৃথিবীতে অবস্থিত হলেও তা হচ্ছে ভগবানের চিন্ময় ধাম।

## শ্লোক ২৯

**তস্যাং তু কর্হিচিচ্ছৌরির্বসুদেবঃ কৃতোদ্বহঃ ।**
**দেবক্যা সূর্যয়া সার্ধং প্রয়াণে রথমারুহৎ ॥ ২৯ ॥**

**তস্যাম্**—সেই মথুরা নামক স্থানে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **কর্হিচিৎ**—কিছুকাল পূর্বে; **শৌরিঃ**—শূরবংশীয় বা দেববংশীয়; **বসুদেবঃ**—যিনি বসুদেবরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন; **কৃত-উদ্বহঃ**—বিবাহ করার পর; **দেবক্যা**—দেবকী; **সূর্যয়া**—তাঁর নববিবাহিতা পত্নী; **সার্ধম্**—সঙ্গে; **প্রয়াণে**—গৃহে প্রত্যাবর্তন করার জন্য; **রথম্**—রথে; **আরুহৎ**—আরোহণ করেছিলেন।

### অনুবাদ

**কিছুকাল পূর্বে, দেববংশীয় (অথবা শূরবংশীয়) বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করে তাঁর নববিবাহিতা পত্নীসহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করার জন্য রথে আরোহণ করেছিলেন।**

## শ্লোক ৩০

**উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ।**
**রশ্মীন্ হয়ানাং জগ্রাহ রৌক্মে রথশতৈর্বৃতঃ ॥ ৩০ ॥**

**উগ্রসেন-সুতঃ**—উগ্রসেনের পুত্র; **কংসঃ**—কংস; **স্বসুঃ**—তার ভগ্নী দেবকীর; **প্রিয়-চিকীর্ষয়া**—তাঁর বিবাহের অবসরে তাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য; **রশ্মীন্**—রশ্মি; **হয়ানাম্**—অশ্বগণের; **জগ্রাহ**—গ্রহণ করেছিল; **রৌক্মৈঃ**—স্বর্ণনির্মিত; **রথ-শতৈঃ**—শত শত রথের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবৃত।

### অনুবাদ

**রাজা উগ্রসেনের পুত্র কংস তাঁর ভগ্নী দেবকীকে তাঁর বিবাহের অবসরে প্রসন্নতা বিধানের জন্য শত শত স্বর্ণময় রথের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তাঁর রথের সারথিরূপে অশ্বগণের রশ্মি গ্রহণ করেছিল।**

## শ্লোক ৩১-৩২

**চতুঃশতং পারিবর্হং গজানাং হেমমালিনাম্ ।**
**অশ্বানামযুতং সার্ধং রথানাং চ ত্রিষট্শতম্ ॥ ৩১ ॥**
**দাসীনাং সুকুমারীণাং দ্বে শতে সমলঙ্কৃতে ।**
**দুহিত্রে দেবকঃ প্রাদাদ্ যানে দুহিতৃবৎসলঃ ॥ ৩২ ॥**

**চতুঃ-শতম্**—চারশ; **পারিবর্হম্**—যৌতুক; **গজানাম্**—হস্তীর; **হেম-মালিনাম্**—স্বর্ণমালায় ভূষিত; **অশ্বানাম্**—অশ্বের; **অযুতম্**—দশ হাজার; **সার্ধম্**—সহ; **রথানাম্**—রথের; **চ**—এবং; **ত্রি-ষট্-শতম্**—ছয় শতের তিনগুণ (আঠারশ); **দাসীনাম্**—দাসীদের; **সু-কুমারীণাম্**—অত্যন্ত সুন্দরী অবিবাহিতা যুবতী; **দ্বে**—দুই; **শতে**—শত; **সমলঙ্কৃতে**—অলঙ্কারে বিভূষিতা; **দুহিত্রে**—তাঁর কন্যাকে; **দেবকঃ**—রাজা দেবক; **প্রাদাৎ**—উপহার-স্বরূপ প্রদান করেছিলেন; **যানে**—চলে যাওয়ার সময়; **দুহিতৃ-বৎসলঃ**—যিনি তাঁর কন্যা দেবকীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন।

### অনুবাদ

**দেবকীর পিতা রাজা দেবক তাঁর কন্যাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাই, তাঁর কন্যা এবং জামাতা যখন তাঁর গৃহ থেকে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি**

**যৌতুকস্বরূপ তাঁর কন্যাকে স্বর্ণমালায় বিভূষিত চারশত হস্তী, দশ হাজার অশ্ব, আঠারশ রথ এবং বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত দুইশত অত্যন্ত সুন্দরী যুবতী দাসী প্রদান করেছিলেন।**

## তাৎপর্য

বৈদিক সভ্যতায় কন্যাকে যৌতুক প্রদান করার প্রথা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। আজও সেই প্রথা অনুসরণ করে ধনবান পিতা তাঁর কন্যাকে প্রচুর যৌতুক প্রদান করেন। কন্যা উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার সম্পত্তি প্রাপ্ত হন না, এবং তাই স্নেহশীল পিতা কন্যার বিবাহের সময় তাঁকে যথাসম্ভব যৌতুক প্রদান করেন। অতএব বৈদিক প্রথা অনুসারে যৌতুক প্রদান করা অবৈধ নয়। দেবক অবশ্য দেবকীকে যে যৌতুক প্রদান করেছিলেন, তা সাধারণ ছিল না। যেহেতু দেবক ছিলেন একজন রাজা, তাই তিনি তাঁর রাজকীয় পদের উপযুক্ত যৌতুক প্রদান করেছিলেন। এমন কি সাধারণ মানুষও, বিশেষ করে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য তাঁদের কন্যার বিবাহে মুক্ত হস্তে যৌতুক প্রদান করেন। বিবাহের পর কন্যা পতিগৃহে গমন করে, এবং তার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে কন্যার ভ্রাতা সেই ভগ্নী ও ভগ্নীপতির সঙ্গে গমন করেন। কংস সেই প্রথা অনুসরণ করেছিল। বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজে এইগুলি চিরাচরিত প্রথা, বর্তমানে অজ্ঞতাবশত যা হিন্দুসমাজ নামে পরিচিত। দীর্ঘকাল ধরে প্রবহমান এই প্রথাগুলি এখানে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

## শ্লোক ৩৩

**শঙ্খতূর্যমৃদঙ্গাশ্চ নেদুর্দুন্দুভয়ঃ সমম্ ।**
**প্রয়াণপ্রক্রমে তাত বরবধ্বোঃ সুমঙ্গলম্ ॥ ৩৩ ॥**

**শঙ্খ**—শঙ্খ; **তূর্য**—তূর্য; **মৃদঙ্গাঃ**—মৃদঙ্গ; **চ**—ও; **নেদুঃ**—নিনাদিত হয়েছিল; **দুন্দুভয়ঃ**—দুন্দুভি; **সমম্**—একসঙ্গে; **প্রয়াণ-প্রক্রমে**—চলে যাওয়ার সময়; **তাত**—হে প্রিয় পুত্র; **বর-বধ্বোঃ**—বর এবং বধূর; **সু-মঙ্গলম্**—তাদের শুভ বিদায়ের জন্য।

## অনুবাদ

**হে বৎস পরীক্ষিৎ! বর এবং বধূ যখন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, তখন তাঁদের যাত্রার শুভকামনা করে শঙ্খ, তূর্য, মৃদঙ্গ এবং দুন্দুভি যুগপৎ নিনাদিত হয়েছিল।**

## শ্লোক ৩৪

**পথি প্রগ্রহিণং কংসমাভাষ্যাহাশরীরবাক্ ।**
**অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেঽবুধ ॥ ৩৪ ॥**

**পথি**—পথে; **প্রগ্রহিণম্**—রথের অশ্ব চালনাকারী; **কংসম্**—কংসকে; **আভাষ্য**—সম্বোধন করে; **আহ**—বলেছিলেন; **অশরীর-বাক্**—দৈববাণী; **অস্যাঃ**—এই কন্যার (দেবকীর); **ত্বাম্**—তুমি; **অষ্টমঃ**—অষ্টম; **গর্ভঃ**—গর্ভ; **হন্তা**—হত্যাকারী; **যাম্**—যাকে; **বহসে**—তুই বহন করছিস; **অবুধ**—ওরে মূর্খ।

### অনুবাদ

**কংস যখন অশ্বের রজ্জু গ্রহণ করে রথ চালনা করছিল, তখন পথের মধ্যে তাকে সম্বোধন করে একটি দৈববাণী হয়েছিল—"ওরে মূর্খ! তুই যাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিস, তার অষ্টম সন্তান তোকে হত্যা করবে।"**

### তাৎপর্য

দৈববাণী ঘোষণা করেছিল *অষ্টমো গর্ভঃ*, কিন্তু স্পষ্টভাবে জানানো হয়নি সেই সন্তানটি পুত্র হবে, না কন্যা হবে। তাই কংস যদিও দেখেছিল যে, দেবকীর অষ্টম সন্তানটি ছিল একটি কন্যা, তবুও তার মনে কোন সংশয় ছিল না যে, সেই অষ্টম সন্তানটিই তাকে বধ করবে। *বিশ্বকোষ* অভিধান অনুসারে, *গর্ভ* শব্দের অর্থ *'ভ্রূণ'* এবং অর্ভক বা সন্তান। কংস তার ভগ্নীর প্রতি স্নেহশীল ছিল এবং তাই সে তার ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে তাদের গৃহে নিয়ে যাওয়ার সময় রথের সারথি হয়েছিল। দেবতারা কিন্তু চাননি যে, কংস তার ভগ্নীর প্রতি স্নেহপরায়ণ হোক এবং তাই তারা অদৃশ্যভাবে কংসকে তার ভগ্নীর প্রতি অপরাধ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। অধিকন্তু, মরীচির ছয় পুত্র অভিশপ্ত হয়েছিল যে, তারা দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে কংসের হস্তে নিহত হয়ে উদ্ধার লাভ করবে। দেবকী যখন জানতে পেরেছিলেন যে, ভগবান তাঁর গর্ভে আবির্ভূত হয়ে কংসকে হত্যা করবেন, তখন তিনি পরম আনন্দ অনুভব করেছিলেন। এখানে *বহসে* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ সেই ভবিষ্যদ্বাণী কংসকে ধিক্কার দিয়েছিল যে, তার শত্রুর মাতাকে বহন করে সে ঠিক একটি ভারবাহী পশুর মতোই কার্য করছিল।

## শ্লোক ৩৫

**ইত্যুক্তঃ স খলঃ পাপো ভোজানাং কুলপাংসনঃ ।**
**ভগিনীং হন্তুমারব্ধং খড়্গপাণিঃ কচেঽগ্রহীৎ ॥ ৩৫ ॥**

**ইতি উক্তঃ**—এই কথা শ্রবণ করে; **সঃ**—সে (কংস); **খলঃ**—ক্রূর; **পাপঃ**—পাপী; **ভোজানাম্**—ভোজবংশের; **কুল-পাংসনঃ**—কুলের কলঙ্ক; **ভগিনীম্**—তার ভগ্নীকে; **হন্তুম্ আরব্ধম্**—হত্যা করতে উদ্যত হয়ে; **খড়্গ-পাণিঃ**—হাতে খড়্গ গ্রহণ করে; **কচে**—কেশ; **অগ্রহীৎ**—ধারণ করেছিল।

### অনুবাদ

**কংস ছিল অত্যন্ত ক্রূরমতি ও পাপী, এবং তাই সে ছিল ভোজকুলের কলঙ্ক। সেই দৈববাণী শ্রবণ করে সে তার বাম হস্তে তাঁর ভগ্নীর কেশ ধারণ করে ডান হাতে তার খড়্গ উত্তোলন করে তার মস্তক ছেদন করতে উদ্যত হয়েছিল।**

### তাৎপর্য

কংস রথ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এবং বাম হাতে সে অশ্বের রশ্মি ধারণ করে অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছিল, কিন্তু তার ভগ্নীর অষ্টম সন্তান তাকে বধ করবে, সেই দৈববাণী শ্রবণ করা মাত্র সে রশ্মি ত্যাগ করে তার ভগ্নীর কেশ ধারণ করেছিল এবং তার ডান হাতে খড়্গ উত্তোলন করে তাকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিল। পূর্বে সে তার ভগ্নীর প্রতি এত স্নেহশীল ছিল যে, তার রথের সারথির কার্য করছিল, কিন্তু তার স্বার্থের হানি এবং জীবন বিপন্ন হওয়ার কথা শ্রবণ করা মাত্র, সে তার ভগ্নীর প্রতি সমস্ত স্নেহ বিস্মৃত হয়ে তৎক্ষণাৎ তার পরম শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। এটিই অসুরদের প্রকৃতি। অসুর যতই স্নেহ প্রদর্শন করুক না কেন, কখনই তাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। আর তা ছাড়া রাজা, রাজনীতিবিৎ অথবা নারীকে কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়, কারণ তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে যে কোন জঘন্য কার্য করতে পারে। চাণক্য পণ্ডিত তাই বলেছেন—*বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ* ।

## শ্লোক ৩৬

**তং জুগুপ্সিতকর্মাণং নৃশংসং নিরপত্রপম্ ।**
**বসুদেবো মহাভাগ উবাচ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥ ৩৬ ॥**

**তম্**—তাকে (কংসকে); **জুগুপ্সিত-কর্মাণম্**—যে এই প্রকার নিন্দনীয় কর্ম করতে উদ্যত হয়েছিল; **নৃশংসম্**—অত্যন্ত নিষ্ঠুর; **নিরপত্রপম্**—নির্লজ্জ; **বসুদেবঃ**—বসুদেব; **মহাভাগঃ**—বাসুদেবের পরম ভাগ্যবান পিতা; **উবাচ**—বলেছিলেন; **পরিসান্ত্বয়ন্**—তাকে সান্ত্বনা দিয়ে।

## অনুবাদ

**কংস এতই নিষ্ঠুর, নির্লজ্জ এবং ক্রূর ছিল যে, সে ভগ্নীহত্যারূপ নিন্দিত কর্ম করতে উদ্যত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের পিতা হওয়ার মহাসৌভাগ্য অর্জনকারী বসুদেব তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এই কথাগুলি তখন বলেছিলেন।**

## তাৎপর্য

বসুদেব, যিনি ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণের পিতা হবেন, তাঁকে এখানে *মহাভাগ* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং ধীর ব্যক্তি। তাই কংস তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করতে উদ্যত হলেও তিনি ধীর এবং অবিচলিত ছিলেন। বসুদেব শান্তভাবে কংসকে সম্বোধন করে কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। বসুদেব ছিলেন একজন মহাত্মা, কারণ তিনি জানতেন, কিভাবে এক নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে শান্ত করতে হয় এবং কিভাবে পরম শত্রুকেও ক্ষমা করতে হয়। যে ব্যক্তি ভাগ্যবান, বাঘ অথবা সাপও তাকে আক্রমণ করে না।

## শ্লোক ৩৭

**শ্রীবসুদেব উবাচ**

**শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈর্ভবান্ ভোজযশস্করঃ ।**
**স কথং ভগিনীং হন্যাৎ স্ত্রিয়মুদ্বাহপর্বণি ॥ ৩৭ ॥**

**শ্রী-বসুদেবঃ উবাচ**—মহাত্মা বসুদেব বললেন; **শ্লাঘনীয়-গুণঃ**—যে ব্যক্তি প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী; **শূরৈঃ**—মহান বীরদের দ্বারা; **ভবান্**—আপনি; **ভোজ-যশঃ-করঃ**—ভোজবংশের গৌরবস্বরূপ; **সঃ**—তোমার মতো ব্যক্তি; **কথম্**—কিভাবে; **ভগিনীম্**—তোমার ভগ্নীকে; **হন্যাৎ**—হত্যা করতে পারে; **স্ত্রিয়ম্**—বিশেষ করে একজন স্ত্রীকে; **উদ্বাহ-পর্বণি**—তাঁর বিবাহ উৎসবের সময়।

## অনুবাদ

**বসুদেব বললেন—হে কংস, তুমি ভোজবংশের গৌরব, এবং মহান বীরেরা তোমার গুণাবলীর প্রশংসা করেন। তোমার মতো একজন গুণবান ব্যক্তি কিভাবে বিবাহ উৎসব বাসরে তার ভগ্নী এক অবলা স্ত্রীকে হত্যা করতে পারে?**

## তাৎপর্য

বৈদিক নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, স্ত্রী, শিশু এবং গাভীকে কোন অবস্থাতেই বধ করা উচিত নয়। বসুদেব বিশেষভাবে কংসকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, দেবকী কেবল একজন অবলা স্ত্রীই নন, তিনি ছিলেন কংসের পরিবারের একজন সদস্যা। বসুদেবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হওয়ার ফলে এখন তিনি পরস্ত্রী, অন্য এক ব্যক্তির পত্নী, এবং এই রকম একজন স্ত্রীকে হত্যা করা হলে কংসের কেবল পাপই হবে না, ভোজবংশের একজন রাজারূপে তার কীর্তিও কলঙ্কিত হবে। এইভাবে বসুদেব নানা যুক্তি প্রদর্শন করে কংসকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন যাতে সে দেবকীকে হত্যা না করে।

## শ্লোক ৩৮

**মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে ।**
**অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥ ৩৮ ॥**

**মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **জন্ম-বতাম্**—জন্মগ্রহণকারী জীবের; **বীর**—হে মহাবীর; **দেহেন সহ**—দেহের সঙ্গে; **জায়তে**—জন্ম হয়েছে (যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী); **অদ্য**—আজ; **বা**—অথবা; **অব্দ-শত**—একশত বছরের; **অন্তে**—পরে; **বা**—অথবা; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **প্রাণিনাম্**—প্রতিটি জীবের; **ধ্রুবঃ**—নিশ্চিত।

## অনুবাদ

**হে মহাবীর, যার জন্ম হয়েছে, তার দেহের সঙ্গে মৃত্যুরও উৎপত্তি হয়েছে। আজ হোক অথবা একশ বছর পরেই হোক, দেহধারী জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।**

## তাৎপর্য

বসুদেব কংসকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, কংস যদিও মৃত্যুভয়ে ভীত হওয়ার ফলে একজন অবলা নারীকে পর্যন্ত হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তবুও সে মৃত্যুকে

এড়াতে পারবে না। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তা হলে কংস কেন এমন আচরণ করবে যার ফলে তার এবং তার বংশের খ্যাতি কলঙ্কিত হবে? *ভগবদ্গীতায়* (২/২৭) প্রতিপন্ন হয়েছে—

*জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ ।*
*তস্মাদ পরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥*

"যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; এবং যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্মও অবশ্যম্ভাবী। অতএব, তোমার কর্তব্য সম্পাদন করার সময় শোক করা উচিত নয়।" মৃত্যুকে ভয় করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, পরবর্তী জন্মের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। মানুষের কর্তব্য, এই মনুষ্য জীবনের সদ্ব্যবহার করে জন্ম-মৃত্যুর পন্থা সমাপ্ত করা। মৃত্যু থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কখনই পাপকর্মে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। তা কখনই মঙ্গলজনক নয়।

## শ্লোক ৩৯

**দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্মানুগোঽবশঃ ।**
**দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥ ৩৯ ॥**

**দেহে**—দেহ যখন; **পঞ্চত্বম্ আপন্নে**—পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়; **দেহী**—জীব; **কর্ম-অনুগঃ**—তার সকাম কর্মের ফল অনুসারে; **অবশঃ**—আপনা থেকেই; **দেহ-অন্তরম্**—(জড় উপাদানের দ্বারা গঠিত) অন্য একটি দেহ; **অনুপ্রাপ্য**—ফলস্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে; **প্রাক্তনম্**—পূর্বের; **ত্যজতে**—ত্যাগ করে; **বপুঃ**—দেহ।

### অনুবাদ

**বর্তমান শরীর পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলে অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশে লীন হয়ে গেলে, দেহী বা জীব তার কর্মফল অনুসারে বিনা যত্নেই আর একটি দেহ প্রাপ্ত হয়। পরবর্তী শরীর প্রাপ্ত হয়ে সে বর্তমান শরীর ত্যাগ করে।**

### তাৎপর্য

*ভগবদ্গীতায়* আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান শুরু করার সময় এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

*দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।*
*তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥*

"দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।" (*ভগবদ্গীতা* ২/১৩) মানুষ অথবা অন্য কোন প্রাণী জড় দেহ নয়; পক্ষান্তরে, জড় দেহটি হচ্ছে জীবের আবরণ। *ভগবদ্গীতায়* এই আবরণটিকে একটি বসনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং কিভাবে একের পর এক বসনের পরিবর্তন হয়, তা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই বৈদিক জ্ঞান এখানেও প্রতিপন্ন হয়েছে। জীব বা আত্মা নিরন্তর তার দেহের পরিবর্তন করছে। এমন কি, তার জীবদ্দশায় শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে তার দেহের পরিবর্তন হচ্ছে; এবং অবশেষে দেহটি যখন অত্যন্ত জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং জীবের পক্ষে তাতে বাস করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন জীব প্রকৃতির নিয়মে সেই দেহটি ত্যাগ করে এবং তার কর্ম, বাসনা এবং আকাঙ্ক্ষা অনুসারে আপনা থেকেই আর একটি দেহ প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির নিয়ম এই অনুক্রমকে নিয়ন্ত্রিত করে, এবং তাই জীব যতক্ষণ বহিরঙ্গা জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে, ততক্ষণ আপনা থেকেই নিজের সকাম কর্মফল অনুসারে, দেহের এই পরিবর্তন সংঘটিত হতে থাকে। বসুদেব তাই কংসকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সে যদি স্ত্রীহত্যারূপ পাপ করে, তা হলে তার পরবর্তী জীবনে অধিক ক্লেশ ভোগ করার জন্য সে আর একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হবে। এইভাবে বসুদেব কংসকে পাপকর্ম থেকে বিরত হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন।

যে ব্যক্তি তমোগুণের প্রভাবে পাপকর্ম করে, সে নিকৃষ্টতর যোনি প্রাপ্ত হয়। *কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু* (*ভগবদ্গীতা* ১৩/২২)। শত সহস্র বিভিন্ন প্রকার প্রজাতির জীবন রয়েছে। উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট স্তরের শরীর রয়েছে কেন? জীব তার জড় কলুষের মাত্রা অনুসারে এই সমস্ত শরীর প্রাপ্ত হয়। এই জীবনে কেউ যদি তমোগুণ এবং পাপকর্মের (দুষ্কৃতী) দ্বারা কলুষিত হয়, তা হলে তার পরবর্তী জীবনে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে, সে অবশ্যই দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ একটি শরীর লাভ করবে। প্রকৃতির নিয়মগুলি বদ্ধ জীবনের খেয়াল বা বাসনার অধীন নয়। তাই আমাদের কর্তব্য, সর্বদা সত্ত্বগুণের সঙ্গ করা এবং কখনও রজোগুণ অথবা তমোগুণে (*রজস্তমোভাবাঃ*) লিপ্ত না হওয়া। কাম এবং লোভ জীবকে নিরন্তর অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখে এবং সত্ত্বগুণ অথবা শুদ্ধ সত্ত্বগুণের স্তরে উন্নীত হতে দেয় না। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে, শুদ্ধ সত্ত্বগুণ বা ভগবানের প্রেমময়ী সেবার স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার, কারণ তার ফলে প্রকৃতির তিনগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা যায়।

## শ্লোক ৪০

**ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি ।**
**যথা তৃণজলৌকৈবং দেহী কর্মগতিং গতঃ ॥ ৪০ ॥**

**ব্রজন্**—পথে গমনশীল ব্যক্তি; **তিষ্ঠন্**—দাঁড়িয়ে; **পদা একেন**—এক পায়ের উপর; **যথা**—যেমন; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **একেন**—অন্য পায়ের দ্বারা; **গচ্ছতি**—গমন করে; **যথা**—যেমন; **তৃণ-জলৌকা**—তৃণের কীট; **এবম্**—এইভাবে; **দেহী**—জীব; **কর্ম-গতিম্**—সকাম কর্মের ফল; **গতঃ**—প্রাপ্ত হয়।

### অনুবাদ

**মানুষ যেমন পথ চলার সময় এক পা মাটিতে রেখে তারপর অন্য পা উত্তোলন করে, অথবা কীট যেমন এক তৃণ আশ্রয় করে পূর্বাশ্রিত তৃণ ত্যাগ করে, তেমনই বদ্ধ জীব এক দেহ গ্রহণ করে তার পূর্ববর্তী দেহ ত্যাগ করে।**

### তাৎপর্য

এটি এক দেহ থেকে আর এক দেহে আত্মার দেহান্তরের পন্থা। মৃত্যুর সময় জীব তার মানসিক অবস্থা অনুসারে, মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম দেহের দ্বারা অন্য আর একটি স্থূল শরীরে বাহিত হয়। যখন দৈব স্থির করে জীব কি ধরনের স্থূল দেহ প্রাপ্ত হবে, তখন সেই প্রকার শরীরে প্রবেশ করতে সে বাধ্য হয় এবং তার ফলে আপনা থেকেই তার পূর্ববর্তী শরীর তাকে ত্যাগ করতে হয়। স্থূলবুদ্ধি সমন্বিত ব্যক্তিরা আত্মার দেহান্তরের এই পন্থা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, এবং তাই তারা মনে করে যে, স্থূল দেহটির বিনাশ হলে চিরকালের জন্য জীবনের সমাপ্তি হয়। এই ধরনের ব্যক্তিদের দেহান্তরের পন্থা হৃদয়ঙ্গম করার মতো মস্তিষ্ক নেই। বর্তমানে হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের বিরোধিতা করে অপপ্রচার করা হচ্ছে যে, এটি একটি 'মগজ-ধোলাইয়ের' আন্দোলন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, পাশ্চাত্যের দেশগুলির তথাকথিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং অন্যান্য নেতাদের মস্তিষ্ক বলে কোন বস্তুই নেই। হরেকৃষ্ণ আন্দোলন এই ধরনের মূর্খ ব্যক্তিদের জ্ঞানের আলোক প্রদান করে মনুষ্য-জীবনের যথার্থ সদ্ব্যবহার করার বুদ্ধি যাতে তারা লাভ করতে পারে, সেই চেষ্টা করছে। দুর্ভাগ্যবশত, তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার ফলে, তারা হরেকৃষ্ণ আন্দোলনকে 'মগজ-ধোলাইয়ের' আন্দোলন (*ব্রেন-ওয়াশিং মুভমেন্ট*) বলে মনে করছে। তারা জানে না যে, ভগবৎ-চেতনা লাভ না করলে, জীবকে

এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে বাধ্য হতে হবে। তাদের মস্তিষ্ক যেহেতু শয়তানের দ্বারা প্রভাবিত, তাই তারা পরবর্তী জীবনে এক অত্যন্ত জঘন্য জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হবে এবং জড়-জাগতিক অস্তিত্বের সেই অবস্থা থেকে প্রায় কখনই আর মুক্ত হতে পারবে না। আত্মার এই দেহান্তর কিভাবে হয়, তা এই শ্লোকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

## শ্লোক ৪১

**স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং**
**মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ ।**
**দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন্**
**প্রপদ্যতে তৎ কিমপি হ্যপস্মৃতিঃ ॥ ৪১ ॥**

**স্বপ্নে**—স্বপ্নে; **যথা**—যেমন; **পশ্যতি**—দর্শন করে; **দেহম্**—শরীর; **ঈদৃশম্**—তেমনই; **মনোরথেন**—মনোরথের দ্বারা; **অভিনিবিষ্ট**—পূর্ণরূপে মগ্ন; **চেতনঃ**—যার চেতনা; **দৃষ্ট**—চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট অভিজ্ঞতার দ্বারা; **শ্রুতাভ্যাম্**—শ্রবণ করার দ্বারা; **মনসা**—মনের দ্বারা; **অনুচিন্তয়ন্**—চিন্তা করে, অনুভব করে, এবং ইচ্ছা করে; **প্রপদ্যতে**—বশীভূত হয়; **তৎ**—সেই পরিস্থিতি; **কিম্ অপি**—কি বলার আছে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অপস্মৃতিঃ**—বর্তমান শরীরের বিস্মরণ।

### অনুবাদ

**কোন পরিস্থিতি দর্শন করে অথবা সেই সম্বন্ধে শ্রবণ করে মানুষ যেমন সেই পরিস্থিতির চিন্তা করে এবং অনুমান করে, এবং তার বর্তমান শরীরের কথা বিবেচনা না করে সেই অবস্থার বশীভূত হয়ে পড়ে, অনুরূপভাবে মনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে রাত্রে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেহে অবস্থান করার স্বপ্ন দেখে তার বর্তমান স্থিতি বিস্মৃত হয়। তেমনই জীব তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করে আর একটি শরীর গ্রহণ করে (তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ)।**

### তাৎপর্য

এই শ্লোকে আত্মার দেহান্তর অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানুষ কখনও কখনও তার শৈশবের কথা চিন্তা করতে করতে তার বর্তমান শরীর বিস্মৃত হয়ে

মনে করতে থাকে অতীতে সে কিভাবে খেলা করত, লাফালাফি করত, কথা বলত ইত্যাদি। জড় দেহ যখন সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায়, তখন তা ধুলায় পরিণত হয়—'মাটি থেকে তোমার সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই মাটিতেই তুমি আবার ফিরে যাবে।' কিন্তু দেহ যখন পুনরায় পঞ্চভূতে লীন হয়ে যায়, মন তখনও সক্রিয় থাকে। মন হচ্ছে একটি সূক্ষ্ম পদার্থ যা থেকে দেহের সৃষ্টি হয়েছে, যা আমরা স্বপ্নে এবং জাগ্রত অবস্থায় চিন্তার মাধ্যমে বাস্তবিকভাবে অনুভব করতে পারি। আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য যে, মনের চিন্তার প্রভাবে নতুন নতুন দেহের বিকাশ হয়, প্রকৃতপক্ষে যার অস্তিত্ব নেই। যদি আমরা মনের প্রকৃতি (*মনোরথেন*) এবং তার চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছার কার্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, তা হলে আমরা অনায়াসে বুঝতে পারব, মন থেকে কিভাবে বিভিন্ন প্রকার শরীরের উৎপত্তি হয়।

তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন চিন্ময় কার্যকলাপের পন্থা প্রদান করছে, যার ফলে মন সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কার্যে মগ্ন হতে পারে। আত্মার উপস্থিতি অনুভব করা যায় চেতনার দ্বারা এবং এই চেতনাকে পবিত্র করার মাধ্যমে জড় থেকে চিন্ময় স্তরে উন্নীত করা অবশ্য কর্তব্য। চেতনার এই পরিবর্তনই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত। যা চিন্ময় তা নিত্য এবং যা জড় তা অনিত্য। কৃষ্ণভাবনামৃত ব্যতীত চেতনা সর্বদা অনিত্য বিষয়ে মগ্ন থাকে। তাই *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩৪) শ্রীকৃষ্ণ সকলকে উপদেশ দিয়েছেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু*। সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকা কর্তব্য, তাঁর ভক্ত হওয়া কর্তব্য, সর্বদা তাঁর সেবায় যুক্ত থাকা কর্তব্য, পরম ঈশ্বররূপে তাঁকে জেনে তাঁর পূজা করা কর্তব্য এবং সর্বদা তাঁকে প্রণতি নিবেদন করা কর্তব্য। জড় জগতে প্রতিটি মানুষ তার থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দাসত্ব করে, এবং চিৎ-জগতে আমাদের স্বাভাবিক স্থিতিতে আমরা পরম ব্রহ্ম, পরম পুরুষের দাস। এটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ—*জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'* (*চৈঃ চঃ মধ্য* ২০/১০৮)।

কৃষ্ণভাবনাময় কার্যের অনুষ্ঠান করাই জীবনের চরম প্রাপ্তি এবং যোগের পরম সিদ্ধি। *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

*যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।*
*শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥*

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সব চেয়ে অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।"

সঙ্কল্প এবং বিকল্পের মধ্যে দোদুল্যমান মন মৃত্যুর সময় আত্মাকে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

*যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।*
*তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥*

"মৃত্যুর সময় যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেইভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ৮/৬) তাই ভক্তিযোগের দ্বারা মনকে শিক্ষা দিতে হয়, ঠিক যেভাবে মহারাজ অম্বরীষ সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত থেকে করেছিলেন। *স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*। মনকে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে নিবদ্ধ রাখা অবশ্য কর্তব্য। মন যদি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে স্থির থাকে, তা হলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপও শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হবে। *হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে*—শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর হৃষীকেশের সেবা করাকেই বলা হয় ভক্তি। যাঁরা নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত, তাঁরা জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

*মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।*
*স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥*

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।" বৈদিক শাস্ত্র থেকে সিদ্ধিলাভের এই রহস্যটি শিক্ষালাভ করা অবশ্য কর্তব্য, বিশেষ করে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সারাতিসার যখন *ভগবদ্গীতায়* প্রদান করা হয়েছে।

মন যেহেতু চরমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই *অপস্মৃতিঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। স্বরূপ বিস্মৃতিকে বলা হয় *অপস্মৃতিঃ*। এই *অপস্মৃতিঃ* ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, কারণ ভগবান বলেছেন, *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।" শ্রীকৃষ্ণ মানুষকে তার মৃত্যুর সময়ে মনের চঞ্চলতা সত্ত্বেও তার স্বরূপ বিস্মৃত হতে না দিয়ে, তাকে তার প্রকৃত স্বরূপের স্মৃতি দান করতে পারেন। মৃত্যুর সময়ে মন যথাযথভাবে কার্য করতে অক্ষম হলেও ভগবান তাঁর ভক্তকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় প্রদান করেন। তাই ভক্ত যখন তাঁর দেহত্যাগ করেন, তখন মন তাঁকে অন্য আর একটি জড় শরীরে নিয়ে যায় না (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি*); পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তকে সেই স্থানে নিয়ে যান, যেখানে ভক্ত তাঁর লীলায় (*মামেতি*) যুক্ত হন, যে, সম্বন্ধে আমরা পূর্ববর্তী শ্লোকে আলোচনা করেছি। তাই চেতনাকে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন রাখা অবশ্য কর্তব্য, এবং তা হলে জীবন সার্থক হবে। তা না হলে মন

আত্মাকে অন্য আর একটি জড় শরীরে বহন করে নিয়ে যাবে। আত্মা পিতার বীর্যে স্থাপিত হয়ে মাতার গর্ভে প্রবেশ করবে। বীর্য ও অণ্ড পিতা ও মাতার আকৃতি অনুসারে এক বিশেষ প্রকার শরীর সৃষ্টি করে, এবং সেই দেহ যখন পরিণত হয়, তখন আত্মা সেই দেহ নিয়ে বেরিয়ে আসে এবং তার নতুন জীবন শুরু হয়। এটিই এক দেহ থেকে আর এক দেহে আত্মার দেহান্তরের পন্থা (*তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ*)। দুর্ভাগ্যবশত, যারা মন্দবুদ্ধি, তারা মনে করে যে, দেহটির বিনাশে সব কিছুরই সমাপ্তি হয়। সারা পৃথিবী এই ধরনের মূর্খ এবং প্রতারকদের দ্বারা বিপথগামী হচ্ছে। কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* (২/২০) বলা হয়েছে—*ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*। দেহের বিনাশ হলেও আত্মার মৃত্যু হয় না। পক্ষান্তরে, আত্মা আর একটি শরীর ধারণ করে।

## শ্লোক ৪২

**যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং**
**মনো বিকারাত্মকমাপ পঞ্চসু ।**
**গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহ্যসৌ**
**প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে ॥ ৪২ ॥**

**যতঃ যতঃ**—এক স্থান থেকে আর এক স্থানে অথবা এক স্থিতি থেকে আর এক স্থিতিতে; **ধাবতি**—কল্পনা করে; **দৈব-চোদিতম্**—দৈবক্রমে; **মনঃ**—মন; **বিকার-আত্মকম্**—এক প্রকার মনোভাব থেকে আর এক প্রকার মনোভাবে পরিবর্তন; **আপ**—চরমে প্রাপ্ত হয় (প্রবৃত্তি); **পঞ্চসু**—মৃত্যুর সময় (জড় দেহ যখন পঞ্চভূতে লীন হয়); **গুণেষু**—(মন মুক্ত না হওয়ার ফলে) গুণের প্রতি আসক্ত হয়; **মায়া-রচিতেষু**—যেখানে মায়া সেই রকম একটি শরীর সৃষ্টি করে; **দেহী**—দেহধারী জীবাত্মা; **অসৌ**—সে; **প্রপদ্যমানঃ**—(সেই প্রকার অবস্থার) বশবর্তী হয়ে; **সহ**—সঙ্গে; **তেন**—সেই প্রকার শরীর; **জায়তে**—জন্মগ্রহণ করে।

### অনুবাদ

**মৃত্যুকালে সকাম কর্মে লিপ্ত মনের চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা অনুসারে জীব এক বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ মনের বৃত্তি অনুসারে দেহ গঠিত হয়। মনের চঞ্চলতার ফলে দেহের পরিবর্তন হয়, কারণ তা না হলে আত্মা তার চিন্ময় শরীরে অবস্থান করত।**

## তাৎপর্য

মন যে চঞ্চল, তা সহজেই বোঝা যায়। তার এই চঞ্চলতার ফলে মনোবৃত্তির পরিবর্তন হয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৬/৩৪) অর্জুন বলেছেন—

*চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।*
*তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥*

মন চঞ্চল, এবং অত্যন্ত প্রবলভাবে মন পরিবর্তন হয়। তাই অর্জুন স্বীকার করেছেন যে, মনকে নিয়ন্ত্রণ করা মোটেই সম্ভব নয়; তা বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করার মতোই কঠিন। যেমন, নদী বা সমুদ্রে নৌকা যদি ঝঞ্ঝা-বায়ুর দ্বারা আক্রান্ত হয়, তা হলে সেই নৌকাকে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়। এমন কি সেই নৌকা ডুবেও যেতে পারে। তেমনই, ভবসমুদ্রে বিভিন্ন শরীরে দেহান্তরশীল জীবের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা।

অভ্যাসের দ্বারা মনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এবং সেটিই যোগের উদ্দেশ্য (*অভ্যাসযোগযুক্তেন*)। যোগ অভ্যাসে অকৃতকার্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে এই কলিযুগে। কারণ যোগ অভ্যাসের পন্থাটি কৃত্রিম। কিন্তু মন যদি ভক্তিযোগে যুক্ত হয়, তা হলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তা অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন, *হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্*। নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা উচিত, কারণ ভগবানের পবিত্র নাম ভগবান শ্রীহরি থেকে অভিন্ন।

নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে মনকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে স্থির করা যায় (*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*) এবং এইভাবে যোগসিদ্ধি লাভ করা যায়। তা না হলে চঞ্চল মন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য ধাবিত হবে, এবং তার ফলে বদ্ধ জীব এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হবে, কারণ মন কেবল ইন্দ্রিয়-সুখের বিষয় ভোগ করারই শিক্ষালাভ করেছে, যা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। *মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৯/৪৩)। মূঢ় ব্যক্তিরা (*বিমূঢ়ান্*) মনোধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে অনিত্য জীবন ভোগ করার বিশাল আয়োজন করে, কিন্তু মৃত্যুর সময় তাদের সেই দেহ ত্যাগ করতে হয়, এবং শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা প্রকৃতি তার সর্বস্ব অপহরণ করে নেয় (*মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*)। এই জীবনে মানুষ যা কিছু অর্জন করেছে, তা সবই তাকে হারাতে হয় এবং জড়া প্রকৃতির নিয়মে তাকে আর একটি নতুন শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। এই জন্মে কেউ একটি বিরাট অট্টালিকা তৈরি করে থাকতে পারে, কিন্তু পরবর্তী জীবনে,

তার মনোবৃত্তি অনুসারে, তাকে একটি বিড়াল, কুকুর, বৃক্ষ অথবা হয়ত কোন দেবতার শরীর গ্রহণ করতে হতে পারে। এইভাবে জড়া প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে দেহলাভ হয়। *কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদ্‌সদ্‌যোনিজন্মসু* (*শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা* ১৩/২২)। আত্মা প্রকৃতির তিন গুণের সঙ্গপ্রভাবেই কেবল উচ্চ এবং নিম্নতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

*ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।*
*জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥*

"সত্ত্বগুণস্থ ব্যক্তিগণ ঊর্ধ্বগতি লাভ করেন অর্থাৎ উচ্চতর লোকে গমন করেন; রাজসিক ব্যক্তিগণ নরলোকে অবস্থান করেন; এবং তামসিক ব্যক্তিগণ অধঃপতিত হয়ে নরকে গমন করে।" (*ভগবদ্‌গীতা* ১৪/১৮)

পরিশেষে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন মানব-সমাজের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধন করছে। তাই মানব-সমাজের চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমান মানুষদের অবশ্য কর্তব্য সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য এই আন্দোলনকে ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করা। সংসার-চক্র থেকে নিজেকে উদ্ধার করার জন্য চেতনাকে পবিত্র করা অবশ্য কর্তব্য। *সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্‌।* সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য অর্থাৎ, "আমি আমেরিকান", "আমি ভারতবাসী", "আমি এই", "আমি ওই"—এই ধরনের সমস্ত উপাধি থেকে মুক্ত হয়ে, শ্রীকৃষ্ণ যে পরম প্রভু এবং আমরা তাঁর নিত্যদাস, সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করার স্তরে উন্নীত হতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলি যখন পবিত্র হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়, তখন পরম সিদ্ধি লাভ হয়। *হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।* কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন ভক্তিযোগের আন্দোলন। *বৈরাগ্যবিদ্যা নিজভক্তিযোগ।* এই আন্দোলন অনুসরণ করে মনোধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের সঙ্গে জীবের যে প্রভু-ভৃত্যের নিত্য সম্পর্ক রয়েছে, সেই স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। সেটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

## শ্লোক ৪৩

**জ্যোতির্যথৈবোদকপার্থিবেষ্বদঃ**
**সমীরবেগানুগতং বিভাব্যতে ।**
**এবং স্বমায়ারচিতেষ্বসৌ পুমান্‌**
**গুণেষু রাগানুগতো বিমুহ্যতি ॥ ৪৩ ॥**

**জ্যোতিঃ**—সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আদি জ্যোতিষ্ক; **যথা**—যেমন; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **উদক**—জলে; **পার্থিবেষু**—অথবা তৈল আদি তরল পদার্থে; **অদঃ**—প্রত্যক্ষভাবে; **সমীর-বেগ-অনুগতম্**—বায়ুবেগে চালিত হয়ে; **বিভাব্যতে**—বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়; **এবম্**—এইভাবে; **স্ব-মায়া-রচিতেষু**—মনোরথের দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতিতে; **অসৌ**—জীব; **পুমান্**—মানুষ; **গুণেষু**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রকাশিত জড় জগতে; **রাগ-অনুগতঃ**—তার আসক্তি অনুসারে; **বিমুহ্যতি**—উপাধির দ্বারা মোহিত হয়।

## অনুবাদ

**সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আদি জ্যোতিষ্ক যখন জল অথবা তৈল আদি তরল পদার্থে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন বায়ুবেগ জনিত কম্পনের ফলে তাদের বিভিন্ন আকারে প্রতিভাত হয়—কখনও গোল, কখনও দীর্ঘ ইত্যাদি। তেমনই, জীবাত্মা যখন জড় বিষয়ের চিন্তায় মগ্ন থাকে, তখন অজ্ঞানের ফলে বিভিন্ন রূপকে সে তার প্রকৃত পরিচয় বলে মনে করে। অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিচলিত হওয়ার ফলে সে মনোরথের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়।**

## তাৎপর্য

এই জড় জগতে শাশ্বত জীবাত্মা কিভাবে বিভিন্ন স্থিতি গ্রহণ করে এবং বিভিন্ন দেহ গ্রহণ করে (*দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ*), তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত এই শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। চন্দ্র একটি এবং এক স্থানে স্থির হয়ে রয়েছে, কিন্তু জল অথবা তেলে তার প্রতিবিম্ব বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে বলে মনে হয়, বিশেষ করে যখন সেই জল অথবা তেল বায়ুর দ্বারা কম্পিত হয়। তেমনই, আত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে বিভিন্ন শরীর ধারণ করে—কখনও দেবতারূপে, কখনও মানুষরূপে, কখনও একটি কুকুররূপে, এবং কখনও একটি বৃক্ষরূপে সে বিভিন্ন শরীর ধারণ করে। ভগবানের দৈবীমায়ার প্রভাবে জীব মনে করে যে, সে আমেরিকান, ভারতীয়, কুকুর, বিড়াল, বৃক্ষ ইত্যাদি। একে বলা হয় মায়া। কেউ যখন এই মায়ার থেকে মুক্ত হয় এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, আত্মা এই জড় জগতের কোন রূপের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, তখন সে আধ্যাত্মিক (ব্রহ্মভূত) স্তরে অধিষ্ঠিত হয়।

এই উপলব্ধিকে কখনও কখনও নিরাকার বলা হয়। কিন্তু নিরাকারের অর্থ এই নয় যে, আত্মার কোন রূপ নেই। আত্মার রূপ রয়েছে, কিন্তু জড়-জাগতিক কলুষের ফলে সে যে জড় রূপ গ্রহণ করেছে, সেটি মিথ্যা। তেমনই, ভগবানকেও

নিরাকার বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে যে, ভগবানের কোন জড় রূপ নেই, তাঁর রূপ *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ*। জীব সেই *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ* ভগবানের বিভিন্ন অংশ, এবং তার জড় রূপটি অনিত্য বা মায়িক। জীব এবং ভগবান উভয়েরই *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ* রয়েছে, কিন্তু পরম পুরুষ ভগবানের রূপের পরিবর্তন হয় না। ভগবান তাঁর স্বরূপে আবির্ভূত হন, কিন্তু জীব মায়ার প্রভাবে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে বাধ্য হয়ে এই জগতে আসে। জীব যখন এই সমস্ত রূপ প্রাপ্ত হয়, তখন সে সেই সমস্ত রূপকেই তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং তার চিন্ময় স্বরূপের কথা বিস্মৃত হয়। কিন্তু জীব যখন তার আদি চিন্ময় স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, সে তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে*। বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর জীব যখন তার কৃষ্ণভাবনাময় স্বরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তৎক্ষণাৎ সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়। এটিই মুক্তি। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৪) ভগবান বলেছেন—

*ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।*
*সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥*

"যিনি এইভাবে চিন্ময় ভাব লাভ করেছেন, তিনি পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।" ভগবানের শরণাগতিই ভক্তির ফল। এই ভক্তি বা নিজের প্রকৃত স্থিতি উপলব্ধি হচ্ছে পূর্ণ মুক্তি। জীব যতক্ষণ পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে নির্বিশেষ ধারণা পোষণ করে, ততক্ষণ তার জ্ঞান বিশুদ্ধ নয়—তাকে শুদ্ধ জ্ঞান লাভের জন্য প্রচেষ্টা করতে হয়। *ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্* (*ভগবদ্গীতা* ১২/৫)। আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন সত্ত্বেও জীব যদি পরমতত্ত্বের নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত থাকে, তা হলে তাকে গভীর কষ্ট স্বীকার করতে হয়, যে কথা *ক্লেশোঽধিকতরঃ* শব্দটির মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। ভক্ত কিন্তু অনায়াসে তাঁর আদি আধ্যাত্মিক স্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং ভগবানের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

*ভগবদ্গীতার* দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান জীবের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে স্পষ্টভাবে অর্জুনকে বলেছেন যে, তিনি, অর্জুন এবং অন্য সমস্ত জীবেরা তাদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পূর্বে বিরাজমান ছিলেন। পূর্বে তাদের পৃথক সত্তা ছিল, এখনও তাদের পৃথক সত্তা রয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও তাদের পৃথক সত্তা থাকবে। পার্থক্য কেবল এই যে, বদ্ধ অবস্থায় জীব বিভিন্ন জড় দেহ পরিগ্রহ করে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর আদি

চিন্ময় স্বরূপে আবির্ভূত হন। দুর্ভাগ্যবশত, যাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান উন্নত নয়, তারা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাদেরই মতো একজন এবং তাঁর রূপটি তাদেরই মতো জড় রূপ। *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্* (*ভগবদ্গীতা* ৯/১১)। শ্রীকৃষ্ণ কখনই জড় জ্ঞানের প্রভাবে গর্বিত হন না, তাই তাঁকে বলা হয় *অচ্যুত*। কিন্তু জীবদের জড়া প্রকৃতির দ্বারা বিচলিত এবং অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটিই ভগবান এবং জীবের মধ্যে পার্থক্য।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বসুদেব কংসকে উপদেশ দিয়েছিলেন, সে যেন আর পাপকর্ম না করে। অসুরদের প্রতিনিধি কংস শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবানকে হত্যা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিল, কিন্তু আধ্যাত্মিক স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি বসুদেব থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল (বাসুদেব বসুদেবের পুত্র)। বসুদেব চেয়েছিলেন তাঁর শ্যালক কংস যেন ভগ্নীহত্যার পাপ থেকে বিরত হয়। কারণ তা না হলে জড়া প্রকৃতির দ্বারা বিচলিত হয়ে কংসকে বার বার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করার জন্য জড় শরীর ধারণ করতে হবে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৫/৫/৪) ঋষভদেবও বলেছেন—

*ন সাধু মন্যে যত আত্মনোঽয়-*
*মসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ ।*

জীব যতক্ষণ সকাম কর্মের তথাকথিত সুখ-দুঃখের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাকে জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করার জন্য বিশেষ শরীর প্রাপ্ত হতে হয় (*ত্রিতাপযন্ত্রণা*)। তাই বুদ্ধিমান মানুষের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রকৃতির তিনগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার দ্বারা তার আদি চিন্ময় স্বরূপকে পুনর্জাগরিত করা। জীব যতক্ষণ জড় জগতের প্রতি আসক্ত থাকে, ততক্ষণ তাকে জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, বুদ্ধিমান মানুষেরা যেন তথাকথিত ভাল-মন্দ সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে, কৃষ্ণভাবনামৃতে উন্নতি সাধন করার চেষ্টায় যুক্ত হন, যাতে আর একটি জড় শরীর গ্রহণ করার পরিবর্তে (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি*) ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়।

## শ্লোক ৪৪

**তস্মান্ন কস্যচিদ্ দ্রোহমাচরেৎ স তথাবিধঃ ।**
**আত্মনঃ ক্ষেমমন্বিচ্ছন্ দ্রোগ্ধুর্বৈ পরতো ভয়ম্ ॥ ৪৪ ॥**

**তস্মাৎ**—অতএব; **ন**—না; **কস্যচিৎ**—কারও; **দ্রোহম্**—হিংসা; **আচরেৎ**—আচরণ করা; **সঃ**—পুরুষ (কংস); **তথা-বিধঃ**—(বসুদেবের দ্বারা) যে এইভাবে উপদিষ্ট হয়েছিল; **আত্মনঃ**—তার নিজের; **ক্ষেমম্**—মঙ্গল; **অন্বিচ্ছন্**—সে যদি কামনা করে; **দ্রোগ্ধুঃ**—যে অন্যের হিংসা করে তার; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পরতঃ**—অন্যদের কাছ থেকে; **ভয়ম্**—ভয়ের কারণ রয়েছে।

## অনুবাদ

**অতএব, হিংসাত্মক পাপকর্মই যখন পরবর্তী জীবনের ক্লেশজনক দেহের কারণ, তা হলে মানুষ কেন অসৎ কর্ম আচরণ করবে? নিজের মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে কখনও অপরের প্রতি হিংসা করা উচিত নয়, কারণ তার ফলে এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে সর্বদা শত্রুর দ্বারা অনিষ্ট সাধনের ভয় থাকে।**

## তাৎপর্য

অন্য জীবের প্রতি হিংসা না করে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে পবিত্র জীবন যাপন করলে, আর ইহলোকে এবং পরলোকে কোন ভয় থাকে না। এই প্রসঙ্গে মহান কূটনীতিবিদ্ চাণক্য পণ্ডিতের এই উপদেশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—

*ত্যজ দুর্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্ ।*
*কুরু পুণ্যমহো রাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাম্ ॥*

অসৎ, অসুর এবং অভক্তদের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত এবং সর্বদা ভগবদ্ভক্ত সাধুর সঙ্গ করা উচিত। সর্বদা এই জীবনের অনিত্যতা স্মরণ করে পুণ্যকর্ম আচরণ করা উচিত, এবং কখনও অনিত্য সুখ-দুঃখের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন কৃষ্ণভক্ত হওয়ার মাধ্যমে চিরতরে জীবনের সমস্ত সমস্যাগুলির সমাধান করার শিক্ষা সমগ্র মানব-সমাজকে প্রদান করছে (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন*)।

## শ্লোক ৪৫

**এষা তবানুজা বালা কৃপণা পুত্রিকোপমা ।**
**হন্তুং নার্হসি কল্যাণীমিমাং ত্বং দীনবৎসলঃ ॥ ৪৫ ॥**

**এষা**—এই; **তব**—তোমার; **অনুজা**—কনিষ্ঠা ভগ্নী; **বালা**—অবোধ বালিকা; **কৃপণা**—সম্পূর্ণরূপে তোমার উপর নির্ভরশীল; **পুত্রিকা-উপমা**—তোমার কন্যাতুল্যা;

**হন্তুম্**—তাকে হত্যা করা; **ন**—না; **অর্হসি**—তোমার যোগ্য; **কল্যাণীম্**—তোমার স্নেহাধীন; **ইমাম্**—একে; **ত্বম্**—তুমি; **দীন-বৎসলঃ**—দীনবৎসল।

### অনুবাদ

**এই দীনা বালিকা দেবকী তোমার কন্যাতুল্যা, স্নেহপাত্রী, কনিষ্ঠা ভগ্নী। তুমি দীনবৎসল, অতএব একে বধ করা তোমার যোগ্য নয়। বস্তুতই সে তোমার স্নেহের পাত্রী।**

### শ্লোক ৪৬

**শ্রীশুক উবাচ**

**এবং স সামভির্ভেদৈর্বোধ্যমানোঽপি দারুণঃ ।**
**ন ন্যবর্তত কৌরব্য পুরুষাদাননুব্রতঃ ॥ ৪৬ ॥**

**শ্রী-শুকঃ উবাচ**—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সঃ**—সে (কংস); **সামভিঃ**—তাকে (কংসকে) শান্ত করার চেষ্টার দ্বারা; **ভেদৈঃ**—পরহিংসা না করার নৈতিক উপদেশের দ্বারা; **বোধ্যমানঃ অপি**—শান্ত হওয়া সত্ত্বেও; **দারুণঃ**—সে ছিল অত্যন্ত নৃশংস; **ন ন্যবর্তত**—(জঘন্য কার্য আচরণ করা থেকে) নিবৃত্ত করা যায়নি; **কৌরব্য**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **পুরুষ-অদান্**—নরখাদক রাক্ষস; **অনুব্রতঃ**—তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

### অনুবাদ

**শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুকুল শ্রেষ্ঠ! কংস ছিল অত্যন্ত নৃশংস এবং রাক্ষসদের অনুবর্তী। তাই বসুদেবের সৎ উপদেশের দ্বারা তাকে শান্ত করা যায়নি অথবা ভয় প্রদর্শন করা যায়নি। সে ইহলোকে অথবা পরলোকে পাপকর্মের ফলাফলের কোন বিচার করেনি।**

### শ্লোক ৪৭

**নির্বন্ধং তস্য তং জ্ঞাত্বা বিচিন্ত্যানকদুন্দুভিঃ ।**
**প্রাপ্তং কালং প্রতিব্যোঢুমিদং তত্রান্বপদ্যত ॥ ৪৭ ॥**

**নির্বন্ধম্**—কোন কিছু করার সঙ্কল্প; **তস্য**—তার (কংসের); **তম্**—সেই (সঙ্কল্প); **জ্ঞাত্বা**—বুঝতে পেরে; **বিচিন্ত্য**—গভীরভাবে চিন্তা করে; **আনকদুন্দুভিঃ**—বসুদেব;

**প্রাপ্তম্**—উপনীত হয়েছিলেন; **কালম্**—আসন্ন মৃত্যুর সঙ্কট; **প্রতিব্যোঢ়ুম্**—তাকে সেই কর্ম থেকে নিরস্ত করার জন্য; **ইদম্**—এই; **তত্র**—তখন; **অন্বপদ্যত**—অন্য উপায় চিন্তা করেছিলেন।

## অনুবাদ

**বসুদেব যখন দেখলেন যে, কংস তার ভগ্নী দেবকীকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর, তখন তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করে কংসকে নিরস্ত করার আর একটি উপায় স্থির করেছিলেন।**

## তাৎপর্য

বসুদেব যদিও দেখেছিলেন যে, তাঁর পত্নী দেবকীর প্রাণ হারাবার আসন্ন বিপদ উপস্থিত, তবুও তিনি স্থির নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, তাঁর মঙ্গল হবে কারণ দেবতারা তাঁর জন্মের সময় আনক এবং দুন্দুভি বাজিয়েছিলেন। তাই তিনি অন্য উপায়ে দেবকীকে রক্ষা করার আর একটি চেষ্টা করেছিলেন।

## শ্লোক ৪৮

**মৃত্যুর্বুদ্ধিমতাপোহ্যো যাবদ্‌বুদ্ধিবলোদয়ম্ ।**
**যদ্যসৌ ন নিবর্তেত নাপরাধোঽস্তি দেহিনঃ ॥ ৪৮ ॥**

**মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **বুদ্ধি-মতা**—বুদ্ধিমান ব্যক্তির দ্বারা; **অপোহ্যঃ**—প্রতিকার করা উচিত; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **বুদ্ধি-বল-উদয়ম্**—বুদ্ধি এবং বল থাকে; **যদি**—যদি; **অসৌ**—সেই (মৃত্যু); **ন নিবর্তেত**—নিবারণ করা যায় না; **ন**—না; **অপরাধঃ**—অপরাধ; **অস্তি**—রয়েছে; **দেহিনঃ**—মৃত্যুর দ্বারা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির।

## অনুবাদ

**বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধি এবং বল রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করা। এটি প্রতিটি দেহধারী ব্যক্তির কর্তব্য। এইভাবে চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি মৃত্যুকে এড়ান না যায়, তা হলে তার কোন অপরাধ হয় না।**

## তাৎপর্য

অকাল মৃত্যুর সম্মুখীন ব্যক্তির মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করা স্বাভাবিক। সেটি মানুষের কর্তব্য। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হলেও সকলেই মৃত্যুকে

এড়ানোর চেষ্টা করে এবং বিনা বিরোধিতায় মৃত্যু বরণ করতে চায় না, কারণ জীবাত্মা নিত্য। মৃত্যু যেহেতু বদ্ধ জীবের উপর অর্পিত দণ্ড, তাই মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ হচ্ছে বৈদিক সংস্কৃতির ভিত্তি (*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি*)। সকলেরই কর্তব্য আধ্যাত্মিক জীবনের অনুশীলন করে মৃত্যু এবং পুনর্জন্মের চক্র থেকে উদ্ধার লাভের চেষ্টা করা এবং মৃত্যুর কাছে পরাজয় স্বীকার না করে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করা। যে ব্যক্তি মৃত্যুকে প্রতিহত করার চেষ্টা না করে, সে বুদ্ধিমান নয়। দেবকী যেহেতু আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাই বসুদেবের কর্তব্য ছিল তাঁকে রক্ষা করা, এবং সেই জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন। তাই তিনি দেবকীকে রক্ষা করার জন্য কংসের কাছে আর একটি প্রস্তাব উত্থাপন করার কথা বিবেচনা করেছিলেন।

## শ্লোক ৪৯-৫০

**প্রদায় মৃত্যবে পুত্রান্ মোচয়ে কৃপণামিমাম্ ।**
**সুতা মে যদি জায়েরন্ মৃত্যুর্বা ন ম্রিয়েত চেৎ ॥ ৪৯ ॥**
**বিপর্যয়ো বা কিং ন স্যাদ্ গতির্ধাতুর্দুরত্যয়া ।**
**উপস্থিতো নিবর্তেত নিবৃত্তঃ পুনরাপতেৎ ॥ ৫০ ॥**

**প্রদায়**—প্রদান করার প্রতিজ্ঞা করে; **মৃত্যবে**—দেবকীর কাছে মৃত্যুরূপে আবির্ভূত কংসকে; **পুত্রান্**—আমার পুত্রদের; **মোচয়ে**—আমি তাকে এই আসন্ন বিপদ থেকে মুক্ত করব; **কৃপণাম্**—অবলা; **ইমাম্**—দেবকী; **সুতাঃ**—পুত্র; **মে**—আমার; **যদি**—যদি; **জায়েরন্**—জন্মগ্রহণ করে; **মৃত্যুঃ**—কংস; **বা**—অথবা; **ন**—না; **ম্রিয়েত**—মরতে হয়; **চেৎ**—যদি; **বিপর্যয়ঃ**—ঠিক তার বিপরীত; **বা**—অথবা; **কিম্**—কি; **ন**—না; **স্যাৎ**—হতে পারে; **গতিঃ**—গতি; **ধাতুঃ**—বিধাতার; **দুরত্যয়া**—বোঝা অত্যন্ত কঠিন; **উপস্থিতঃ**—বর্তমানে যা লাভ হয়েছে; **নিবর্তেত**—নিবারণ করা যায়; **নিবৃত্তঃ**—দেবকীর মৃত্যু নিবৃত্ত করে; **পুনঃ আপতেৎ**—ভবিষ্যতে তা হতে পারে (কিন্তু আমি কি করতে পারি)।

### অনুবাদ

**বসুদেব বিবেচনা করেছিলেন—মৃত্যুরূপ কংসকে আমার সব কটি পুত্র দান করে আমি দেবকীর প্রাণ রক্ষা করতে পারি। আমার পুত্রের জন্মের পূর্বে যদি কংসের মৃত্যু হয়, অথবা আমার পুত্রের হাতে তার মৃত্যু হবে বলে বিধাতা যখন**

**ব্যবস্থা করেছেন, তখন নিশ্চয়ই আমার পুত্রদের মধ্যে কোন এক পুত্র তাকে হত্যা করবে। অতএব আপাতত আমি তার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে পারি যে, আমার পুত্রদের আমি তাকে দান করব, তা হলে কংস আশ্বস্ত হবে, আর তারপর যদি যথাসময়ে কংসের মৃত্যু হয়, তখন আর আমাদের ভয়ের কোন কারণ থাকবে না।**

## তাৎপর্য

বসুদেব তাঁর পুত্রদের কংসকে দান করার প্রতিজ্ঞা করে দেবকীর জীবন রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিচার করেছিলেন, "ভবিষ্যতে কংসের মৃত্যু হতে পারে অথবা আমার কোন পুত্র নাও হতে পারে। যদি পুত্র হয় এবং কংসকে আমি সেই পুত্র দান করি, তা হলে তার হস্তে কংস নিহতও হতে পারে, কারণ বিধির বিধানে সব কিছুই সম্ভব। বিধাতা যে কিভাবে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, তা বোঝা অত্যন্ত কঠিন।" এইভাবে বসুদেব স্থির করেছিলেন যে, আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে দেবকীকে রক্ষা করার জন্য তিনি তাঁর পুত্রদের কংসের হস্তে সমর্পণ করার প্রতিজ্ঞা করবেন।

## শ্লোক ৫১

**অগ্নের্যথা দারুবিয়োগযোগয়ো-**
**রদৃষ্টতোঽন্যন্ন নিমিত্তমস্তি ।**
**এবং হি জন্তোরপি দুর্বিভাব্যঃ**
**শরীরসংযোগবিয়োগহেতুঃ ॥ ৫১ ॥**

**অগ্নেঃ**—দাবানলের; **যথা**—যেমন; **দারু**—কাষ্ঠের; **বিয়োগ-যোগয়োঃ**—সংযোগ এবং বিয়োগ উভয়ের; **অদৃষ্টতঃ**—অদৃশ্য দৈব থেকে; **অন্যৎ**—অন্য কোন কারণের ফলে অথবা ঘটনাক্রমে; **ন**—না; **নিমিত্তম্**—কারণ; **অস্তি**—রয়েছে; **এবম্**—এইভাবে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **জন্তোঃ**—জীবের; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **দুর্বিভাব্যঃ**—দুর্জ্ঞেয়; **শরীর**—শরীরের; **সংযোগ**—গ্রহণের; **বিয়োগ**—অথবা ত্যাগের; **হেতুঃ**—কারণ।

## অনুবাদ

**অগ্নি যেমন কখনও কখনও সমীপস্থ কাষ্ঠ পরিত্যাগ করে দূরস্থিত কাষ্ঠ দহন করে, তখন বুঝতে হবে যে, তার কারণ হচ্ছে অদৃষ্ট বা দৈব। তেমনই, জীব**

**যখন এক প্রকার শরীর পরিত্যাগ করে আর এক প্রকার শরীর গ্রহণ করে, তখন বুঝতে হবে যে, অদৃষ্ট ব্যতীত তার আর অন্য কোন কারণ নেই।**

## তাৎপর্য

গ্রামে যখন আগুন লাগে, তখন কখনও কখনও আগুন নিকটস্থ গৃহ পরিত্যাগ করে দূরস্থিত গৃহ দহন করে। তেমনই, বনে যখন আগুন লাগে, তখন সেই আগুন কখনও কখনও নিকটস্থ বৃক্ষ পরিত্যাগ করে দূরবর্তী বৃক্ষ দহন করে। তা যে কেন হয়, তা কেউই বলতে পারে না। মানুষ তার কারণ সম্বন্ধে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা করতে পারে, কিন্তু তার প্রকৃত কারণ হচ্ছে অদৃষ্ট। সেই কারণটি আত্মার দেহান্তরের ব্যাপারেও প্রযোজ্য, যার ফলে একজন প্রধানমন্ত্রী তার পরবর্তী জীবনে একটি কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে। ব্যবহারিক জ্ঞানের দ্বারা কখনই অদৃষ্টের বিচার করা যায় না, এবং তাই বিধির বিধানে সব কিছু সম্পন্ন হচ্ছে বলে মনে করে সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

## শ্লোক ৫২

**এবং বিমৃশ্য তং পাপং যাবদাত্মনিদর্শনম্ ।**
**পূজয়ামাস বৈ শৌরির্বহুমানপুরঃসরম্ ॥ ৫২ ॥**

**এবম্**—এইভাবে; **বিমৃশ্য**—বিবেচনা করে; **তম্**—কংসকে; **পাপম্**—মহাপাপী; **যাবৎ**—যতখানি সম্ভব; **আত্মনি-দর্শনম্**—তাঁর যতখানি বুদ্ধি সেই অনুসারে; **পূজয়াম্ আস**—প্রশংসা করেছিলেন; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **শৌরিঃ**—বসুদেব; **বহু-মান**—বহু সম্মান প্রদর্শন করে; **পুরঃসরম্**—তার সম্মুখে।

## অনুবাদ

**বসুদেব তাঁর জ্ঞান অনুসারে এইভাবে বিবেচনা করে, পাপাত্মা কংসকে বহু সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তার কাছে এই প্রস্তাব রেখেছিলেন।**

## শ্লোক ৫৩

**প্রসন্নবদনাম্ভোজো নৃশংসং নিরপত্রপম্ ।**
**মনসা দূয়মানেন বিহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৫৩ ॥**

**প্রসন্ন-বদন-অম্ভোজঃ**—বসুদেব বাহ্যে অত্যন্ত প্রসন্ন ভাব প্রদর্শন করে; **নৃশংসম্**—অত্যন্ত নিষ্ঠুর; **নিরপত্রপম্**—নির্লজ্জ কংসকে; **মনসা**—মনে; **দূয়মানেন**—উৎকণ্ঠা এবং বিষাদে পূর্ণ; **বিহসন্**—হাসতে হাসতে; **ইদম্ অব্রবীৎ**—এই কথাগুলি বলেছিলেন।

## অনুবাদ

**বসুদেবের মন তাঁর পত্নীর এই বিপদে উৎকণ্ঠায় পূর্ণ ছিল, কিন্তু নিষ্ঠুর, নির্লজ্জ, পাপী কংসকে প্রসন্ন করার জন্য বাহ্যে হাসতে হাসতে এই কথাগুলি বলেছিলেন।**

## তাৎপর্য

সঙ্কটের সময় কখনও কখনও কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, বসুদেবকে যেমন তাঁর পত্নীকে রক্ষা করার জন্য করতে হয়েছিল। এই জড় জগৎ অত্যন্ত জটিল এবং নিজের কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য এই প্রকার কূটনীতির পন্থা অবলম্বন না করে পারা যায় না। বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পুত্ররূপে লাভ করার জন্য তাঁর পত্নীর জীবন রক্ষার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তা ইঙ্গিত করে যে, কৃষ্ণকে এবং কৃষ্ণের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করা যেতে পারে। ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, কংসকে হত্যা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব এবং দেবকীর মাধ্যমে আবির্ভূত হবেন। বসুদেবকে তাই সেই পরিস্থিতি রক্ষা করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করতে হয়েছিল। যদিও সমস্ত ঘটনা শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই আয়োজন করেছিলেন, তবুও ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সর্বশক্তিমান, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে সব কিছু করতে গিয়ে নিজে অলস হয়ে বসে থাকবে। এই উপদেশ *ভগবদ্গীতাতেও* পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ যদিও অর্জুনের জন্য সব কিছু করছিলেন, তবুও অর্জুন কখনও একজন অহিংসা-পরায়ণ ভদ্রলোকের মতো অলস হয়ে বসে থাকেননি। পক্ষান্তরে, তিনি যুদ্ধ করে জয়লাভ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন।

## শ্লোক ৫৪

**শ্রীবসুদেব উবাচ**

**ন হ্যস্যাস্তে ভয়ং সৌম্য যদ্ বৈ সাহাশরীরবাক্ ।**
**পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেঽস্যা যতস্তে ভয়মুত্থিতম্ ॥ ৫৪ ॥**

**শ্রী-বসুদেবঃ উবাচ**—শ্রীবসুদেব বললেন; **ন**—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অস্যাঃ**—দেবকী থেকে; **তে**—তোমার; **ভয়ম্**—ভয়; **সৌম্য**—হে সুশীল; **যৎ**—যা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সা**—সেই ভবিষ্যদ্বাণী; **আহ**—ঘোষণা করেছিল; **অশরীর-বাক্**—দৈববাণী; **পুত্রান্**—আমার সব কটি পুত্র; **সমর্পয়িষ্যে**—আমি তোমার কাছে সমর্পণ করব; **অস্যাঃ**—এই দেবকীর; **যতঃ**—যার থেকে; **তে**—তোমার; **ভয়ম্**—ভয়; **উত্থিতম্**—উৎপন্ন হয়েছে।

## অনুবাদ

**বসুদেব বললেন—হে সৌম্য, তুমি দৈববাণী থেকে যা শ্রবণ করেছ, তাতে তোমার ভগ্নী দেবকী থেকে তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। তোমার মৃত্যুর কারণ হবে তার পুত্ররা। অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, তোমার ভয়ের কারণ-স্বরূপ দেবকীর পুত্রদের জন্ম হওয়া মাত্রই আমি তাদের তোমার হস্তে সমর্পণ করব।**

## তাৎপর্য

দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কংসকে বধ করবে বলে দেবকী থেকে কংসের ভয় হয়েছিল। তাই বসুদেব তাঁর শ্যালককে চরম নিরাপত্তা প্রদানের আশ্বাস দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি তাঁর সব কটি পুত্রকে তার হস্তে সমর্পণ করবেন। তিনি অষ্টম সন্তানের জন্য অপেক্ষা করবেন না, প্রথম থেকেই তিনি দেবকীর গর্ভজাত সব কটি সন্তানকে কংসের হস্তে সমর্পণ করবেন। এটি ছিল কংসের কাছে বসুদেবের সব চাইতে উদার প্রস্তাব।

## শ্লোক ৫৫

**শ্রীশুক উবাচ**

**স্বসুর্বধান্নিববৃতে কংসস্তদ্বাক্যসারবিৎ ।**
**বসুদেবোঽপি তং প্রীতঃ প্রশস্য প্রাবিশদ্ গৃহম্ ॥ ৫৫ ॥**

**শ্রী-শুকঃ উবাচ**—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **স্বসুঃ**—তাঁর ভগ্নী দেবকীর; **বধাৎ**—বধ করা থেকে; **নিববৃতে**—সাময়িকভাবে নিবৃত্ত হয়ে; **কংসঃ**—কংস; **তৎ-বাক্য**—বসুদেবের বাক্য; **সারবিৎ**—সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত জেনে; **বসুদেবঃ**—বসুদেব; **অপি**—ও; **তম্**—তাকে (কংসকে); **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট হয়ে; **প্রশস্য**—আরও প্রশংসা করে; **প্রাবিশৎ গৃহম্**—তাঁর গৃহে প্রবেশ করেছিলেন।

## অনুবাদ

**শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—কংস বসুদেবের যুক্তিতে সম্মত হয়েছিল এবং বসুদেবের কথায় পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে ভগ্নীবধ থেকে নিবৃত্ত হয়েছিল। বসুদেব কংসের প্রতি প্রসন্ন হয়ে এবং তাকে আরও প্রশংসা করে তাঁর গৃহে প্রবেশ করেছিলেন।**

## তাৎপর্য

কংস যদিও ছিল এক মহাপাপী অসুর, তবুও তার বিশ্বাস ছিল যে, বসুদেব তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন না। বসুদেবের মতো শুদ্ধ ভক্তের চরিত্র এমনই যে, কংসের মতো মহা অসুরও তাঁর কথায় পূর্ণ বিশ্বাস করেছিল এবং সন্তুষ্ট হয়েছিল। *যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/১৮/১২)। ভক্তের মধ্যে সমস্ত সদ্‌গুণ এত সুন্দরভাবে প্রকাশ পায় যে, কংসও বসুদেবের কথায় পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেছিল।

## শ্লোক ৫৬

**অথ কাল উপাবৃত্তে দেবকী সর্বদেবতা ।**
**পুত্রান্ প্রসুষুবে চাষ্টৌ কন্যাং চৈবানুবৎসরম্ ॥ ৫৬ ॥**

**অথ**—তারপর; **কালে**—যথাসময়ে; **উপাবৃত্তে**—উপযুক্ত; **দেবকী**—শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের পত্নী দেবকী; **সর্ব-দেবতা**—দেবকী, যাঁর মধ্যে সমস্ত দেবতা এবং স্বয়ং ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন; **পুত্রান্**—পুত্র; **প্রসুষুবে**—প্রসব করেছিলেন; **চ**—এবং; **অষ্টৌ**—আট; **কন্যাং চ**—এবং সুভদ্রা নাম্নী একটি কন্যা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অনুবৎসরম্**—প্রতি বৎসর।

## অনুবাদ

**তারপর সমস্ত দেবতা এবং ভগবানের মাতা দেবকী যথাসময়ে একটি সন্তান প্রসব করেছিলেন। এইভাবে তিনি প্রতি বৎসর একের পর এক আটটি পুত্র এবং সুভদ্রা নাম্নী একটি কন্যা প্রসব করেছিলেন।**

## তাৎপর্য

কখনও কখনও শ্রীগুরুদেবের মহিমা কীর্তন করে বলা হয়, *সর্বদেবময়ো গুরুঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/৭/২৭)। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় বিভিন্ন দেবতাদের জানা যায়। *দেব* শব্দে সমস্ত দেবতাদের উৎস ভগবানের সূচক। *ভগবদ্গীতায়* (১০/২)

ভগবান বলেছেন, *অহমাদির্হি দেবানাম্*—"আমি সমস্ত দেবতাদের উৎস।" আদি পুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণু বিভিন্ন রূপে নিজেকে বিস্তার করেন। *তদৈক্ষত বহু স্যাম্* (*ছান্দোগ্য উপনিষদ্* ৬/২/৩) তিনি বহু রূপে নিজেকে বিস্তার করেছেন। *অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্* (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৩৩)। স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ নামক তাঁর বিভিন্ন রূপ রয়েছে। স্বাংশ বিস্তার বা বিষ্ণুতত্ত্ব ভগবান, আর ভগবানের বিভিন্নাংশ হচ্ছে জীবতত্ত্ব (*মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ*)। আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে স্বীকার করি এবং তাঁর পূজা করি, তা হলে তাঁর বিভিন্ন অংশ এবং কলাও আপনা থেকেই পূজিত হন। *সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৪/৩১/১৪)। শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম অচ্যুত (*সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত*)। অচ্যুত বা শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করার ফলে আপনা থেকেই সমস্ত দেবতাদের পূজা হয়ে যায়। তখন আর বিষ্ণুতত্ত্ব অথবা জীবতত্ত্বদের আলাদাভাবে পূজা করার কোন প্রয়োজন হয় না। কেউ যদি তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে একাগ্রীভূত করেন, তা হলে সকলেরই পূজা হয়ে যায়। তাই, দেবকী শ্রীকৃষ্ণকে প্রসব করেছিলেন বলে, তাঁকে এখানে *সর্বদেবতা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

## শ্লোক ৫৭

**কীর্তিমন্তং প্রথমজং কংসায়ানকদুন্দুভিঃ ।**
**অর্পয়ামাস কৃচ্ছ্রেণ সোঽনৃতাদতিবিহ্বলঃ ॥ ৫৭ ॥**

**কীর্তিমন্তম্**—কীর্তিমান নামক; **প্রথমজম্**—প্রথম সন্তান; **কংসায়**—কংসকে; **আনকদুন্দুভিঃ**—বসুদেব; **অর্পয়াম্ আস**—প্রদান করেছিলেন; **কৃচ্ছ্রেণ**—অতি কষ্টে; **সঃ**—তিনি (বসুদেব); **অনৃতাৎ**—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অথবা মিথ্যাবাদী হওয়ার ভয়ে; **অতি-বিহ্বলঃ**—অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন।

## অনুবাদ

**বসুদেব প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-রূপ অসত্যের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন। তাই তিনি কীর্তিমান নামক তাঁর প্রথম পুত্রটিকে গভীর মনোবেদনা সত্ত্বেও কংসের হস্তে অর্পণ করেছিলেন।**

## তাৎপর্য

বৈদিক প্রথায় সন্তানের জন্ম হওয়া মাত্রই, বিশেষ করে পুত্র-সন্তানের, পিতা ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন এবং শিশুর জন্মপঞ্জি অনুসারে নামকরণ

করা হয়। এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় নামকরণ। বর্ণাশ্রম-ধর্মে দশটি সংস্কার রয়েছে, এবং নামকরণ তাদের একটি। বসুদেব যদিও তাঁর প্রথম পুত্রটিকে কংসের হস্তে অর্পণ করতে যাচ্ছিলেন, তবুও তাঁর নামকরণ সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এবং শিশুটির নাম রাখা হয়েছিল কীর্তিমান। এই প্রকার নাম জন্মের ঠিক পরেই দেওয়া হয়।

## শ্লোক ৫৮

**কিং দুঃসহম্ নু সাধূনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতম্ ।**
**কিমকার্যং কদর্যাণাং দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাম্ ॥ ৫৮ ॥**

**কিম্**—কি; **দুঃসহম্**—বেদনাদায়ক; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **সাধূনাম্**—সাধুদের কাছে; **বিদুষাম্**—বিদ্বান ব্যক্তিদের; **কিম্ অপেক্ষিতম্**—কি প্রকার নির্ভরতা রয়েছে; **কিম্ অকার্যম্**—নিষিদ্ধ কার্য কি; **কদর্যণাম্**—অত্যন্ত অধম ব্যক্তিদের; **দুস্ত্যজম্**—ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; **কিম্**—কি; **ধৃত-আত্মনাম্**—আত্ম-তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিদের।

## অনুবাদ

**সত্যনিষ্ঠ সাধুদের কাছে কোন্ কার্য দুঃসহ? যাঁরা ভগবানকে একমাত্র বাস্তব বস্তু বলে জানেন, তাঁদের আবার কোন্ বিষয়ের অপেক্ষা আছে? যাদের স্বভাব নিন্দিত, তাদের অকার্য কি থাকতে পারে? আর যাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরা কি না পরিত্যাগ করতে পারেন?**

## তাৎপর্য

যেহেতু দেবকীর অষ্টম সন্তানের হস্তে কংসের নিহত হওয়ার কথা ছিল, তাই কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, প্রথমজাত সন্তানটিকে বসুদেবের প্রদান করার কি প্রয়োজন ছিল? তার উত্তর হচ্ছে, বসুদেব কংসের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি দেবকীর গর্ভজাত সব কটি সন্তানকে তার হস্তে সমর্পণ করবেন। কংস ছিল একটি অসুর, তাই সে বিশ্বাস করেনি যে, অষ্টম সন্তানটিই তাকে বধ করবে; সে মনে করেছিল যে, দেবকীর যে কোন সন্তান তাকে হত্যা করতে পারে। বসুদেব তাই দেবকীকে রক্ষা করার জন্য কংসের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, পুত্র অথবা কন্যা প্রতিটি সন্তানকে তিনি কংসের হস্তে সমর্পণ করবেন। অন্য আর একটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে, তাঁদের অষ্টম সন্তানরূপে আবির্ভূত

হবেন, সেই কথা জেনে বসুদেব এবং দেবকী অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বসুদেব দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানরূপে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়েছিলেন। তাই তিনি শীঘ্রই তাঁর সমস্ত সন্তানদের কংসের কাছে অর্পণ করতে চেয়েছিলেন, যাতে অষ্টম সন্তানের আবির্ভাব কাল উপস্থিত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রকট হন। তিনি প্রতি বছর একটি করে সন্তান উৎপাদন করেছিলেন যাতে যত শীঘ্রই সম্ভব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় হয়।

## শ্লোক ৫৯

**দৃষ্ট্বা সমত্বং তচ্ছৌরেঃ সত্যে চৈব ব্যবস্থিতিম্ ।**
**কংসস্তুষ্টমনা রাজন্ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৫৯ ॥**

**দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **সমত্বম্**—সুখ এবং দুঃখে অবিচলিত থাকার সমত্ব; **তৎ**—তা; **শৌরেঃ**—বসুদেবের; **সত্যে**—সত্যনিষ্ঠায়; **চ**—এবং; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ব্যবস্থিতিম্**—দৃঢ় স্থিতি; **কংসঃ**—কংস; **তুষ্ট-মনাঃ**—(বসুদেব তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তাঁর প্রথম পুত্রটিকে যে সমর্পণ করেছিলেন এই আচরণে) অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **প্রহসন্**—হাসিমুখে; **ইদম্**—এই; **অব্রবীৎ**—বলেছিল।

### অনুবাদ

**হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, কংস যখন দেখল যে, বসুদেব সত্যনিষ্ঠাপূর্বক সমত্ব প্রাপ্ত হয়ে তার হস্তে তাঁর পুত্রটিকে সমর্পণ করেছেন, তখন সে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিল, এবং হাসিমুখে সে এই কথাগুলি বলেছিল।**

### তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সমত্বম্* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *সমত্বম্* শব্দে সুখ অথবা দুঃখে অবিচলিত থেকে যিনি সর্বদা সমভাব পোষণ করেন, তাঁকে বোঝায়। বসুদেবের সমত্বভাব এতই দৃঢ় ছিল যে, কংসের হস্তে নিহত হওয়ার জন্য তাঁর প্রথম সন্তানটিকে সমর্পণ করার সময় তিনি একটুও বিচলিত হননি। *ভগবদ্গীতায়* (২/৫৬) বলা হয়েছে, *দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।* জড় জগতে সুখভোগের জন্য আগ্রহী হওয়া উচিত নয় এবং দুঃখে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন—

*মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।*
*আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥*

"হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য সুখ এবং দুঃখের অনুভব হয়। সেগুলি ঠিক যেন শীত এবং গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভরতকুলপ্রদীপ, সেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা কর।" (*ভগবদ্গীতা* ২/১৪) আত্ম-তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি কখনও তথাকথিত সুখ অথবা দুঃখে বিচলিত হন না। বসুদেবের মতো মহান ভক্তের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে সত্য, যিনি তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের দ্বারা তা প্রদর্শন করেছিলেন। কংস কর্তৃক নিহত হওয়ার জন্য তাঁর প্রথম সন্তানটিকে সমর্পণ করার সময় বসুদেব একটুও বিচলিত হননি।

## শ্লোক ৬০

**প্রতিযাতু কুমারোঽয়ং ন হ্যস্মাদস্তি মে ভয়ম্ ।**
**অষ্টমাদ্ যুবয়োর্গর্ভান্মৃত্যুর্মে বিহিতঃ কিল ॥ ৬০ ॥**

**প্রতিযাতু**—বসুদেব, তুমি তোমার শিশুটিকে গৃহে নিয়ে যাও; **কুমারঃ**—নবজাত শিশু; **অয়ম্**—এই; **ন**—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অস্মাৎ**—তার থেকে; **অস্তি**—আছে; **মে**—আমার; **ভয়ম্**—ভয়; **অষ্টমাৎ**—অষ্টম থেকে; **যুবয়োঃ**—তুমি এবং তোমার পত্নী উভয়ের; **গর্ভাৎ**—গর্ভ থেকে; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **মে**—আমার; **বিহিতঃ**—নির্দিষ্ট হয়েছে; **কিল**—বস্তুতপক্ষে।

### অনুবাদ

**হে বসুদেব, তোমার এই শিশুটিকে নিয়ে তুমি ঘরে ফিরে যাও। তোমার প্রথম পুত্র থেকে আমার কোন ভয় নেই। তোমার এবং দেবকীর অষ্টম পুত্রের দ্বারা আমার মৃত্যু নির্দিষ্ট হয়েছে।**

## শ্লোক ৬১

**তথেতি সুতমাদায় যযাবানকদুন্দুভিঃ ।**
**নাভ্যনন্দত তদ্বাক্যমসতোঽবিজিতাত্মনঃ ॥ ৬১ ॥**

**তথা**—খুব ভাল; **ইতি**—এই প্রকার; **সুতম্ আদায়**—তাঁর পুত্রকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে; **যযৌ**—সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন; **আনকদুন্দুভিঃ**—বসুদেব; **ন অভ্যনন্দত**—বিশেষ গুরুত্ব দেননি; **তৎ-বাক্যম্**—(কংসের) বাক্যে; **অসতঃ**—চরিত্রহীন; **অবিজিত-আত্মনঃ**—অজিতেন্দ্রিয়।

## অনুবাদ

**বসুদেব 'তাই হোক' বলে তাঁর শিশু-সন্তানটিকে নিয়ে গৃহে ফিরে গিয়েছিলেন, কিন্তু কংস যেহেতু ছিল চরিত্রহীন এবং অজিতেন্দ্রিয়, তাই বসুদেব জানতেন যে, কংসের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।**

## শ্লোক ৬২-৬৩

**নন্দাদ্যা যে ব্রজে গোপা যাশ্চামীষাং চ যোষিতঃ ।**
**বৃষ্ণয়ো বসুদেবাদ্যা দেবক্যাদ্যা যদুস্ত্রিয়ঃ ॥ ৬২ ॥**
**সর্বে বৈ দেবতাপ্রায়া উভয়োরপি ভারত ।**
**জ্ঞাতয়ো বন্ধুসুহৃদো যে চ কংসমনুব্রতাঃ ॥ ৬৩ ॥**

**নন্দ-আদ্যাঃ**—নন্দ মহারাজ আদি; **যে**—যাঁরা; **ব্রজে**—বৃন্দাবনে; **গোপাঃ**—গোপগণ; **যাঃ**—যা; **চ**—এবং; **অমীষাম্**—সেই সমস্ত ব্রজবাসীদের; **চ**—ও; **যোষিতঃ**—স্ত্রী; **বৃষ্ণয়ঃ**—বৃষ্ণিবংশের সদস্যগণ; **বসুদেব-আদ্যাঃ**—বসুদেব আদি; **দেবকী-আদ্যাঃ**—দেবকী আদি; **যদু-স্ত্রিয়ঃ**—যদুবংশের রমণীগণ; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **দেবতা-প্রায়াঃ**—তাঁরা ছিলেন দেবতাতুল্য; **উভয়োঃ**—নন্দ মহারাজ এবং বসুদেব উভয়ের; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **জ্ঞাতয়ঃ**—আত্মীয়; **বন্ধু**—বন্ধু; **সুহৃদঃ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **যে**—যাঁরা; **চ**—এবং; **কংসম্ অনুব্রতাঃ**—আপাতদৃষ্টিতে কংসের অনুগামী হলেও।

## অনুবাদ

**হে ভরতকুলতিলক মহারাজ পরীক্ষিৎ, নন্দ মহারাজ আদি গোপগণ, সেই সমস্ত গোপদের পত্নীগণ, বসুদেব প্রমুখ বৃষ্ণিবংশীয়গণ, দেবকী প্রভৃতি যদুকুল-ললনাগণ, নন্দ মহারাজ ও বসুদেবের জ্ঞাতি, বন্ধু ও সুহৃৎগণ, এমন কি বাহ্যদৃষ্টিতে যাঁরা ছিলেন কংসের অনুগত জন, তাঁরা সকলেই ছিলেন দেবতাতুল্য।**

## তাৎপর্য

পূর্বে বলা হয়েছে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু ব্রহ্মাকে জানিয়েছিলেন যে, পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অবতরণ করবেন। ভগবান স্বর্গের দেবতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা যেন যদু এবং বৃষ্ণিবংশে এবং বৃন্দাবনে গিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। এই শ্লোক থেকে জানা যায় যে, যদুবংশ, বৃষ্ণিবংশ, নন্দ মহারাজের পরিবারের সমস্ত সদস্যগণ ও বন্ধুগণ, এবং গোপগণ সকলেই ভগবানের লীলা দর্শন করার জন্য স্বর্গলোক থেকে অবতরণ করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৮) প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবান অবতরণ করেন, *পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*—অর্থাৎ ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং অসুরদের সংহার করার জন্য। তাঁর সেই লীলা প্রদর্শন করার জন্য ভগবান ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর ভক্তদের আহ্বান করেছিলেন।

বহু ভক্ত স্বর্গলোকে উন্নীত হন।

*প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ ।*
*শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥*

"যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যবানদের প্রাপ্য স্বর্গাদি গ্রহলোক সকলে বহুকাল বাস করে সদাচারী ব্রাহ্মণদের গৃহে অথবা শ্রীমান্ ধনী বণিকদের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ৬/৪১) কোন কোন ভক্ত তাঁদের ভক্তি পূর্ণরূপে সম্পাদন করতে অকৃতকার্য হয়ে পুণ্যবান ব্যক্তিরা যেখানে যান সেই স্বর্গলোকে উন্নীত হন, এবং দীর্ঘকাল সেখানে দিব্য আনন্দ উপভোগ করার পর তাঁরা যে ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের লীলা চলছে, সেখানে সরাসরি উন্নীত হতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন স্বর্গলোকের অধিবাসীরা ভগবানের লীলা দর্শনের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, এবং তাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদু ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ এবং ব্রজবাসীগণ ছিলেন দেবতা অথবা দেবতাতুল্য। এমন কি যারা আপাতদৃষ্টিতে কংসের কার্যকলাপে সহায়তা করেছিল, তাঁরাও ছিলেন স্বর্গলোকের অধিবাসী। বসুদেবের বন্দীদশা ও কারামুক্তি এবং বিভিন্ন অসুরদের সংহার, সবই ছিল ভগবানের লীলা এবং ভক্তরা যাতে সেই লীলা দর্শন করে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন, সেই জন্য তাঁদের এই সমস্ত বংশের আত্মীয় এবং বন্ধুরূপে জন্মগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কুন্তীদেবীর প্রার্থনায় (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৮/১৯) প্রতিপন্ন হয়েছে, *নটো নাট্যধরো যথা*। ভগবান অসুর সংহারক, এবং তাঁর ভক্তদের সখা, পুত্র ও ভ্রাতার ভূমিকায় অভিনয় করবেন বলে, সেই সমস্ত ভক্তদের আহ্বান করেছিলেন।

## শ্লোক ৬৪

**এতৎ কংসায় ভগবাঞ্ছশংসাভ্যেত্য নারদঃ ।**
**ভূমের্ভারায়মাণানাং দৈত্যানাং চ বধোদ্যমম্ ॥ ৬৪ ॥**

**এতৎ**—যদু এবং বৃষ্ণিবংশীয়দের সম্বন্ধে এই সমস্ত বাক্য; **কংসায়**—রাজা কংসকে; **ভগবান্**—ভগবানের পরম শক্তিমান প্রতিনিধি; **শশংস**—(সংশয়াচ্ছন্ন কংসকে) জানিয়েছিলেন; **অভ্যেত্য**—তার কাছে গিয়ে; **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **ভূমেঃ**—পৃথিবীতে; **ভারায়মাণানাম্**—ভারস্বরূপ ব্যক্তিদের; **দৈত্যানাম্ চ**—এবং দৈত্যদের; **বধ-উদ্যমম্**—বধ করার উদ্যোগ।

## অনুবাদ

**একসময় ভক্তপ্রবর নারদ কংসের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, কিভাবে পৃথিবীর ভারস্বরূপ দৈত্যরা নিহত হবে। তার ফলে কংস অত্যন্ত ভীত এবং সংশয়াচ্ছন্ন হয়েছিল।**

## তাৎপর্য

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অসুরদের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে মাতা বসুন্ধরা যখন ব্রহ্মার কাছে গিয়ে অভিযোগ করেছিলেন, তখন ব্রহ্মা তাঁকে বলেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আবির্ভূত হবেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৮) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।*
*ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥*

যখন অসুরদের ভারে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হন এবং আসুরিক রাজাদের দ্বারা নিরীহ ভক্তরা নির্যাতিত হন, তখন ভগবান তাঁর প্রতিনিধি দেবতাদের সহায়তায় সেই অসুরদের সংহার করার জন্য আবির্ভূত হন। *উপনিষদে* বলা হয়েছে যে, দেবতারা হচ্ছেন ভগবানের বিভিন্ন অংশ। দেহের বিভিন্ন অংশের কর্তব্য যেমন পূর্ণ দেহের সেবা করা, তেমনই কৃষ্ণভক্তদের কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অনুসারে তাঁর সেবা করা। শ্রীকৃষ্ণের কার্য অসুরদের সংহার করা, এবং তাই সেটি তাঁর ভক্তদেরও কার্য। কিন্তু কলিযুগে মানুষেরা যেহেতু অত্যন্ত অধঃপতিত, তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে কোন অস্ত্র নিয়ে আসেননি। পক্ষান্তরে, তিনি কৃষ্ণপ্রেম বা কৃষ্ণভাবনামৃত বিতরণের দ্বারা তাদের আসুরিক প্রবৃত্তি দমন করতে চেয়েছিলেন। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য। পৃথিবীতে আসুরিক কার্যকলাপের

উচ্ছেদ বা বিনাশ না করা হলে, মানুষ সুখী হতে পারবে না। বদ্ধ জীবের জন্য ভগবানের যে পরিকল্পনা, তা তিনি *ভগবদ্গীতায়* পূর্ণরূপে বর্ণনা করেছেন এবং সুখী হতে হলে কেবল সেই উপদেশ অনুসরণ করতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই নির্দেশ দিয়েছেন—

*হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।*
*কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥*

মানুষ নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করুক। তা হলে তাদের আসুরিক প্রবৃত্তি বিনষ্ট হবে এবং তারা শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়ে এই জীবনে ও পরবর্তী জীবনে সুখী হবে।

## শ্লোক ৬৫-৬৬

**ঋষের্বিনির্গমে কংসো যদূন্ মত্বা সুরানিতি ।**
**দেবক্যা গর্ভসম্ভূতং বিষ্ণুং চ স্ববধং প্রতি ॥ ৬৫ ॥**
**দেবকীং বসুদেবং চ নিগৃহ্য নিগড়ৈর্গৃহে ।**
**জাতং জাতমহন্ পুত্রং তয়োরজনশঙ্কয়া ॥ ৬৬ ॥**

**ঋষেঃ**—দেবর্ষি নারদের; **বিনির্গমে**—(সেই সংবাদ দিয়ে) চলে যাওয়ার পর; **কংসঃ**—কংস; **যদূন্**—যাদবদের; **মত্বা**—মনে করে; **সুরান্**—দেবতা; **ইতি**—এইভাবে; **দেবক্যাঃ**—দেবকীর; **গর্ভ-সম্ভূতম্**—গর্ভজাত সন্তান; **বিষ্ণুম্**—বিষ্ণু বলে মনে করে; **চ**—এবং; **স্ব-বধম্ প্রতি**—বিষ্ণু থেকে তার মৃত্যু হওয়ার ভয়ে; **দেবকীম্**—দেবকীকে; **বসুদেবম্ চ**—এবং তাঁর পতি বসুদেবকে; **নিগৃহ্য**—বন্দী করে; **নিগড়ৈঃ**—লৌহশৃঙ্খলের দ্বারা; **গৃহে**—গৃহে অবরুদ্ধ করেছিল; **জাতম্ জাতম্**—এক-একটি করে সন্তানের জন্ম হলে; **অহন্**—বধ করেছিল; **পুত্রম্**—পুত্রদের; **তয়োঃ**—বসুদেব এবং দেবকীর; **অজন-শঙ্কয়া**—তাদের বিষ্ণু বলে আশঙ্কা করে।

## অনুবাদ

**দেবর্ষি নারদ চলে যাওয়ার পর, কংস সমস্ত যাদবদের দেবতা এবং দেবকীর গর্ভসম্ভূত সন্তানদের তার মৃত্যুর কারণ বিষ্ণু বলে মনে করে, দেবকী এবং বসুদেবকে বন্দী করে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছিল। বিষ্ণু তাকে হত্যা করবেন সেই**

**ভবিষ্যদ্বাণী শুনে, কংস দেবকীর প্রতিটি পুত্রকে বিষ্ণু বলে মনে করে তাদের একের পর এক হত্যা করেছিল।**

## তাৎপর্য

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন কিভাবে নারদ মুনি কংসকে এই সংবাদ প্রদান করেছিলেন। এই ঘটনাটি *হরিবংশে* বর্ণিত হয়েছে। দৈবক্রমে নারদ মুনি কংসের কাছে গিয়েছিলেন, কংস তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছিল। তাই নারদ মুনি তাকে জানান যে, দেবকীর যে কোন পুত্র বিষ্ণু হতে পারে। যেহেতু বিষ্ণুর হস্তে তার নিহত হওয়ার আশাঙ্কা রয়েছে, তাই কংসের পক্ষে দেবকীর কোন পুত্রকেই জীবিত থাকতে দেওয়া উচিত হবে না। নারদ মুনি কংসকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি চেয়েছিলেন যে, শিশুবধের ফলে কংসের পাপ বর্ধিত হবে এবং ভগবান শীঘ্রই তাকে সংহার করার জন্য আবির্ভূত হবেন। নারদ মুনির কাছে সেই কথা শুনে কংস একে একে দেবকীর সব কটি সন্তানকে বধ করেছিল।

*অজনশঙ্কয়া* শব্দটির অর্থ বিষ্ণু কখনও জন্মগ্রহণ করেন না (*অজন*), কিন্তু তা সত্ত্বেও একজন সাধারণ মানুষের মতো জন্মগ্রহণ করে তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন (*মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*)। দেবকী এবং বসুদেবের সব কটি শিশুকেই কংস হত্যা করেছিল, যদিও সে জানত যে, বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করলে তাঁকে কখনই হত্যা করা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে, বিষ্ণু যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন কংস তাঁকে হত্যা করতে পারেনি; পক্ষান্তরে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে কংসই তাঁর হস্তে নিহত হয়েছিল। এই সত্যটি ভালভাবে জেনে রাখা উচিত যে, দিব্যভাবে জন্মগ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ অসুরদের সংহার করেন, কিন্তু তাঁকে কেউই হত্যা করতে পারে না। কেউ যখন শাস্ত্রের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের এই তত্ত্ব পূর্ণরূপে অবগত হন, তখন তিনিও অমৃতত্ব লাভ করেন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) ভগবান বলেছেন—

*জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।*
*ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥*

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।"

## শ্লোক ৬৭

**মাতরং পিতরং ভ্রাতৃন্ সর্বাংশ্চ সুহৃদস্তথা ।**
**ঘ্নন্তি হ্যসুতৃপো লুব্ধা রাজানঃ প্রায়শো ভুবি ॥ ৬৭ ॥**

**মাতরম্**—মাতাকে; **পিতরম্**—পিতাকে; **ভ্রাতৃন্**—ভ্রাতাদের; **সর্বান্ চ**—এবং অন্য সকলকে; **সুহৃদঃ**—বন্ধু; **তথা**—ও; **ঘ্নন্তি**—হত্যা করে (যা ব্যবহারিকভাবে দেখা গেছে); **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অসুতৃপঃ**—যারা তাদের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অন্যদের প্রতি হিংসা করে; **লুব্ধাঃ**—লোভী; **রাজানঃ**—এই প্রকার রাজারা; **প্রায়শঃ**—প্রায় সর্বদা; **ভুবি**—পৃথিবীতে।

## অনুবাদ

**এই পৃথিবীতে রাজারা প্রায়ই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের লোভে নির্বিচারে তাদের শত্রুদের হত্যা করে। তারা তাদের খেয়াল-খুশিমতো যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে, এমন কি তাদের মাতা, পিতা, ভ্রাতা অথবা বন্ধুদেরও।**

## তাৎপর্য

ভারতের ইতিহাসে দেখা গেছে যে, ঔরঙ্গজেব তার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য তার ভাই এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদের হত্যা করেছিল এবং তার পিতাকে বন্দী করেছিল। এই রকম বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, এবং কংস ছিল সেই রকমই একজন রাজা। কংস তার ভাগ্নেয়দের হত্যা করতে এবং তাঁর ভগ্নী ও পিতাকে কারারুদ্ধ করতে ইতস্তত করেনি। অসুরদের পক্ষে এই ধরনের কার্য মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। কিন্তু অসুর হওয়া সত্ত্বেও কংস জানত যে, বিষ্ণুকে হত্যা করা যায় না, এবং তাই সে মুক্তিলাভ করেছিল। বিষ্ণুর কার্যকলাপ আংশিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেও মুক্তিলাভের যোগ্য হওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কংসের এইটুকু জ্ঞান ছিল যে, তাঁকে বধ করা যায় না, এবং তাই সে বিষ্ণুর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও মুক্তিলাভ করেছিল। অতএব যে ব্যক্তি *ভগবদ্গীতা* আদি শাস্ত্রের বর্ণনানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানতে পেরেছেন, তাঁর সম্পর্কে তা হলে কি আর বলার আছে? তাই সকলের কর্তব্য *ভগবদ্গীতা* অধ্যয়ন করে শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানা। তার ফলে জীবন সার্থক হবে।

### শ্লোক ৬৮

**আত্মানমিহ সঞ্জাতং জানন্ প্রাগ্ বিষ্ণুনা হতম্ ।**
**মহাসুরং কালনেমিং যদুভিঃ স ব্যরুধ্যত ॥ ৬৮ ॥**

**আত্মানম্**—স্বয়ং; **ইহ**—এই পৃথিবীতে; **সঞ্জাতম্**—পুনরায় জন্মগ্রহণ করে; **জানন্**—ভালভাবে জেনে; **প্রাক্**—পূর্ব জন্মে; **বিষ্ণুনা**—বিষ্ণুর দ্বারা; **হতম্**—নিহত হয়েছিল; **মহা-অসুরম্**—এক মহা অসুর; **কালনেমিম্**—কালনেমি নামক; **যদুভিঃ**—যাদবদের সঙ্গে; **সঃ**—সে (কংস); **ব্যরুধ্যত**—শত্রুবৎ আচরণ করেছিল।

### অনুবাদ

**পূর্বজন্মে কংস ছিল কালনেমি নামক এক মহা অসুর, এবং বিষ্ণু তাকে সংহার করেছিলেন। নারদ মুনির কাছে সেই কথা জানতে পেরে কংস যাদবদের সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করেছিল।**

### তাৎপর্য

যারা ভগবৎ-বিদ্বেষী, তাদের বলা হয় অসুর। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, ভগবানের প্রতি যারা বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা জন্ম-জন্মান্তরে আসুরিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নরকে অধঃপতিত হয়।

### শ্লোক ৬৯

**উগ্রসেনং চ পিতরং যদুভোজান্ধকাধিপম্ ।**
**স্বয়ং নিগৃহ্য বুভুজে শূরসেনান্ মহাবলঃ ॥ ৬৯ ॥**

**উগ্রসেনম্**—উগ্রসেনকে; **চ**—এবং; **পিতরম্**—তার পিতা; **যদু**—যদুবংশের; **ভোজ**—ভোজবংশের; **অন্ধক**—অন্ধকবংশের; **অধিপম্**—রাজা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **নিগৃহ্য**—নিক্ষেপ করে; **বুভুজে**—ভোগ করেছিল; **শূরসেনান্**—শূরসেন নামক রাজ্যসমূহ; **মহা-বলঃ**—অত্যন্ত বলবান কংস।

### অনুবাদ

**উগ্রসেনের অত্যন্ত বলবান পুত্র কংস যদু, ভোজ এবং অন্ধকদের অধিপতি এবং নিজ পিতা উগ্রসেনকে কারাগারে নিক্ষেপ করে শূরসেন নামক দেশসমূহ অধিকার করেছিল।**

### তাৎপর্য

মথুরা শূরসেন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

## এই অধ্যায়ের অতিরিক্ত তথ্য

আত্মার দেহান্তর সম্বন্ধে শ্রীল মধ্বাচার্য নিম্নলিখিত তথ্য প্রদান করেছেন। জাগ্রত অবস্থায় যা দর্শন অথবা শ্রবণ করা হয় তা মনে রেখাপাত করে, যা পরে ভিন্ন অনুভবরূপে স্বপ্নে দৃষ্ট হয়, যদিও মনে হয় যেন স্বপ্নে অন্য দেহ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, জাগ্রত অবস্থায় মানুষ ব্যবসা করে এবং গ্রাহকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তেমনই স্বপ্নে বিভিন্ন গ্রাহকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, ব্যবসা সম্বন্ধে কথাবার্তা হয় এবং দর কষাকষি হয়। তাই মধ্বাচার্য বলেছেন যে, জাগ্রত অবস্থায় মানুষ যা দেখে, শোনে এবং স্মরণ করে, সেই অনুসারে সে স্বপ্ন দেখে। জেগে ওঠার পর অবশ্য স্বপ্নের শরীরের কথা সে ভুলে যায়। এই ভুলে যাওয়াকে বলা হয় *অপস্মৃতি*। আমাদের দেহের পরিবর্তন হয় কারণ কখনও আমরা স্বপ্ন দেখি, কখনও জাগ্রত থাকি এবং কখনও ভুলে যাই। আমাদের পূর্ববর্তী দেহের বিস্মৃতিকে বলা হয় মৃত্যু, এবং বর্তমান শরীরের কার্যকে বলা হয় জীবন। মৃত্যুর পর পূর্ববর্তী শরীরের কার্য, তা সে কাল্পনিক হোক অথবা বাস্তবিক হোক, আর মনে থাকে না।

বিক্ষুব্ধ মনকে চন্দ্র এবং সূর্যের প্রতিফলনকারী বিক্ষুব্ধ জলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জলে সূর্য অথবা চন্দ্রের অস্তিত্ব নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও জলের গতি অনুসারে তারা প্রতিবিম্বিত হয়। তেমনই, মন যখন বিক্ষুব্ধ থাকে, তখন আমরা বিভিন্ন জড়-জাগতিক পরিবেশে বিচরণ করি এবং বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হই। *ভগবদ্গীতায়* তা *গুণসঙ্গ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *কারণং গুণসঙ্গোঽস্য*। মধ্বাচার্য বলেছেন, *গুণানুবদ্ধঃ সন্*। আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব* (*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/১৫১)। জীব ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করছে, কখনও উচ্চলোকে, কখনও মধ্যবর্তীলোকে এবং কখনও নিম্নলোকে। কখনও মানুষরূপে, কখনও দেবতারূপে, কখনও কুকুররূপে, কখনও বৃক্ষরূপে সে বিভিন্ন দেহে ভ্রমণ করছে। মনের চঞ্চলতার জন্যই তা হয়। তাই মনকে স্থির করা কর্তব্য। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ*। মনকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে স্থির করা কর্তব্য, এবং তা হলে চিত্তের চঞ্চলতা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হবে। এটিই *গরুড় পুরাণের* উপদেশ, এবং *নারদ পুরাণেও* সেই পন্থা বর্ণিত হয়েছে। *ভগবদ্গীতাতে* যেমন বলা হয়েছে, *যান্তি দেবব্রতা দেবান্*। চঞ্চল মন বিভিন্ন লোকে গমন করে, কারণ সে বিভিন্ন প্রকার দেবতাদের প্রতি আসক্ত, কিন্তু দেবতাদের পূজা করে ভগবানের ধামে যাওয়া যায় না। কারণ,

সেই কথা কোন বৈদিক শাস্ত্রে সমর্থন করা হয়নি। মানুষ তার নিজের ভাগ্য নিজেই নির্মাণ করে। মনুষ্য-জীবনে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করার সুযোগ রয়েছে, এবং মানুষ স্থির করতে পারে, সে চিরকাল ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করতে থাকবে, না ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে। সেই কথাও *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে (*অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি*)।

আকস্মিকভাবে কোন কিছু ঘটে না। বনে আগুন লাগলে যেমন সেই আগুন কখনও কখনও সমীপস্থ বৃক্ষ পরিত্যাগ করে দূরস্থিত বৃক্ষ দহন করে, তখন মনে হতে পারে যেন ঘটনাক্রমে তা হয়েছে। তেমনই, মনে হতে পারে যে, ঘটনাক্রমে মানুষ বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনের কারণে এই সমস্ত শরীর লাভ হয়। মন সঙ্কল্প ও বিকল্প করে, এবং এই সঙ্কল্প ও বিকল্প অনুসারে আমরা বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, ঘটনাক্রমে এই শরীর লাভ হয়েছে। আমরা যদি ঘটনাক্রমে কোন কিছু ঘটার মতবাদ স্বীকারও করি, তা হলেও দেহের পরিবর্তনের তাৎকালিক কারণ হচ্ছে মনের চঞ্চলতা।

*অংশ* সম্বন্ধীয় তথ্য। এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ *অংশেন* অর্থাৎ তাঁর স্বাংশ অথবা বিভিন্নাংশ সহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীধর স্বামী বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ পুরুষোত্তম ভগবান (*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*)। কিন্তু আমাদের অপূর্ণতাবশত আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারি না, এবং তাই এই পৃথিবীতে প্রকটকালে শ্রীকৃষ্ণ যা প্রদর্শন করেছিলেন তা ছিল তাঁর ঐশ্বর্যের আংশিক প্রকাশ মাত্র। পুনরায়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অংশ বলরাম সহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু পূর্ণ পুরুষোত্তম; তাঁর আংশিকভাবে আবির্ভূত হওয়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। *বৈষ্ণবতোষণীতে* শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়েছেন বলে যদি মনে করা হয়, তা হলে তা *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্* উক্তিটির বিরোধী। শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, *অংশেন* শব্দটির অর্থ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সমস্ত অংশ সহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। *অংশেন বিষ্ণোঃ* শব্দ দুটির অর্থ এই নয় যে, শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশ। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তিনি আংশিকভাবে বৈকুণ্ঠলোকে নিজেকে প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ; শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশ নন। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* আদিলীলার চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে সেই বিষয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও বলেছেন যে, কেউই পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা করতে পারে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে*

আমরা যে বর্ণনা পাই, তা আংশিক বর্ণনা। তাই চরমে বলা যায় যে, *অংশেন* শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ, শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশ নন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী *বৈষ্ণবতোষণীতে ধর্মশীলস্য* শব্দটির বিশ্লেষণ করেছেন। *ধর্মশীল* শব্দটির প্রকৃত অর্থ 'শুদ্ধ ভক্ত'। প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের চরণে পূর্ণ শরণাগতি (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*)। যিনি সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত, তিনিই ধর্মপরায়ণ। এই প্রকার ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি হচ্ছেন মহারাজ পরীক্ষিৎ। যিনি অন্য সমস্ত ধর্মের পন্থা পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত হওয়ার পন্থা অবলম্বন করেছেন, তিনিই প্রকৃত *ধর্মশীল*।

*নিবৃত্ততর্ষৈঃ* শব্দের অর্থ সমস্ত জড় বাসনা রহিত ব্যক্তি (*সর্বোপাধিবিনির্মুক্তম্*)। জড় কলুষের ফলে মানুষের নানা প্রকার জড়-জাগতিক ইচ্ছা থাকতে পারে, কিন্তু যখন তিনি সমস্ত জড়-জাগতিক বাসনা থেকে মুক্ত হন, তখন তাঁকে বলা হয় *নিবৃত্ততৃষ্ণ*, অর্থাৎ তাঁর আর জড় সুখভোগের তৃষ্ণা নেই। *স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে* (*হরিভক্তিসুধোদয়*)। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার দ্বারা জড়-জাগতিক লাভের বাসনা করে, কিন্তু সেটি ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশ্য নয়। সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত হওয়াই ভগবদ্ভক্তির পূর্ণতা। যিনি এইভাবে ভগবানের শরণাগত হন, তিনি ইতিমধ্যেই মুক্তিলাভ করেছেন। *জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে*। যে ব্যক্তি সর্বদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত, তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তিনি ইহজীবনেই মুক্ত বলে জানতে হবে। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তকে দেহের পরিবর্তন করতে হয় না; বস্তুতপক্ষে, তাঁর দেহ জড় নয়, কারণ তা ইতিমধ্যেই চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। অগ্নির সংযোগে লৌহশলাকা যেমন অগ্নিতে পরিণত হয়, এবং সেটি যা কিছু স্পর্শ করে, তাই দহন করে। তেমনই, শুদ্ধ ভক্ত চিন্ময় অস্তিত্বের অগ্নিতে অবস্থিত, এবং তাঁর দেহও তাই *চিন্ময়* অর্থাৎ তা আর জড় নয়, কারণ ভগবানের সেবা করার চিন্ময় বাসনা ব্যতীত শুদ্ধ ভক্তের আর অন্য কোন বাসনা নেই। চতুর্থ শ্লোকে *উপগীয়মানাৎ* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে—*নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ*। ভগবানের ভক্ত না হলে ভগবানের মহিমা কে কীর্তন করতে পারে? তাই *নিবৃত্ততর্ষৈঃ* শব্দটি ভগবদ্ভক্তকে বোঝায়, অন্য কাউকে নয়। বীররাঘব আচার্য, বিজয়ধ্বজ প্রমুখ আচার্যদের এই অভিমত। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য অভিলাষের ফলে জড় বাসনা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা ব্যাহত হয়, কিন্তু কেউ যখন সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হন, তখন তাঁকে বলা হয় *নিবৃত্ততর্ষৈঃ*।

*বিনা পশুঘ্নাৎ।* যে ব্যক্তি পশু বধ করে তাকে বলা হয় *পশুঘ্ন। পশুঘ্ন* কখনও কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে পারে না। তাই আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে পশুহত্যা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

*উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ। উত্তমশ্লোক* শব্দটির অর্থ 'উত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিখ্যাত'। ভগবান সর্ব অবস্থাতেই সর্বোত্তম। সেটিই তাঁর স্বাভাবিক খ্যাতি। তাঁর উত্তমতা অসীম এবং তিনি তা অন্তহীনভাবে ব্যবহার করেন। ভক্তকেও কখনও কখনও *উত্তমশ্লোক* বলে বর্ণনা করা হয়, কারণ তিনি ভগবান অথবা ভগবদ্ভক্তের মহিমা কীর্তনে সর্বদা আগ্রহী। ভগবানের মহিমা কীর্তন এবং ভগবানের ভক্তের মহিমা কীর্তন অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে, ভক্তের মহিমা কীর্তন ভগবানের মহিমা কীর্তন থেকেও মহত্ত্বপূর্ণ। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর সেই কথা বিশ্লেষণ করেছেন—*ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা, নিস্তার পায়েছে কেবা।* ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভক্তের সেবা ব্যতীত জড়-জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

*ভবৌষধাৎ* শব্দটির অর্থ 'ভবরোগের ঔষধ থেকে'। ভগবানের পবিত্র নাম এবং মহিমা কীর্তন জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার ঔষধ। যে ব্যক্তি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ায় অভিলাষী, তাকে বলা হয় মুমুক্ষু। এই প্রকার ব্যক্তিরা জড়-জাগতিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশা উপলব্ধি করতে পারেন, এবং ভগবানের কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারেন। ভগবানের নাম, যশ, রূপ, গুণ এবং পরিকর বিষয়ক চিন্ময় ধ্বনি ভগবান থেকে অভিন্ন। তাই ভগবানের মহিমা এবং নাম কীর্তন শ্রবণেন্দ্রিয়ের আনন্দদায়ক, এবং ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদির অপ্রাকৃতত্ব হৃদয়ঙ্গম করে ভক্ত হর্ষিত হন। এমন কি যাঁরা ভগবদ্ভক্ত নন, তাঁরাও ভগবানের চিন্ময় লীলা-বিলাসের মনোমুগ্ধকর বর্ণনা শ্রবণ করে আনন্দ উপভোগ করেন। এমন কি যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃতের মার্গে উন্নত নন, সেই সমস্ত সাধারণ ব্যক্তিরাও *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণিত ভগবানের লীলা-বিলাসের কাহিনী বর্ণনা করে আনন্দ উপভোগ করেন। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি যখন এইভাবে নির্মল হন, তখন তিনি ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনে যুক্ত হন। ভগবানের মহিমা এবং লীলা-বিলাসের কীর্তন যেহেতু ভক্তের শ্রবণ এবং হৃদয়ের আনন্দ বিধান করে, তাই তা একাধারে বিষয় এবং আশ্রয়।

এই জগতে তিন প্রকার মানুষ রয়েছে—মুক্ত, মুমুক্ষু এবং বিষয়ী। তাঁদের মধ্যে যাঁরা মুক্ত, তাঁরা ভগবানের মহিমা কীর্তনই যে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত থাকার একমাত্র উপায়, তা সর্বান্তকরণে উপলব্ধি করেন। যাঁরা মুমুক্ষু, তাঁরা ভগবানের দিব্য নামের শ্রবণ এবং কীর্তন মুক্তিলাভের উপায় বলে জেনে ভগবানের মহিমা

কীর্তন করেন, এবং তাঁরাও এই কীর্তনের মাধ্যমে চিন্ময় আনন্দ অনুভব করেন। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগপরায়ণ কর্মী বা বিষয়ীরাও কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবানের কার্যকলাপ এবং বৃন্দাবনে ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে তাঁর রাসনৃত্যের লীলাবিলাস শ্রবণ করে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন।

*উত্তমশ্লোকগুণানুবাদ* শব্দটি মা যশোদা, গোপসখা এবং গোপবালিকাদের প্রতি ভগবানের অনুরাগরূপ চিন্ময় গুণাবলীর দ্যোতক। মহারাজ যুধিষ্ঠির আদি ভক্তদেরও *উত্তমশ্লোকগুণানুবাদ* বলে বর্ণনা করা হয়। *অনুবাদ* শব্দটির অর্থ ভগবান অথবা তাঁর ভক্তের গুণাবলী। এই সমস্ত গুণগুলির যখন বর্ণনা করা হয়, তখন অন্য ভক্তরাও তা শ্রবণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী হন। এই সমস্ত চিন্ময় গুণাবলী শ্রবণে মানুষ যতই আগ্রহী হয়, ততই তিনি দিব্য আনন্দ অনুভব করেন। তাই বিমুক্ত, মুমুক্ষু এবং কর্মী সকলেরই কর্তব্য ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করা, এবং তার ফলে সকলেই লাভবান হবেন।

ভগবানের দিব্য গুণাবলীর ধ্বনি যদিও সকলের পক্ষেই সমভাবে লাভজনক, তবুও মুক্তদের কাছে তা বিশেষ আনন্দদায়ক। *শ্রীমদ্ভাগবতের* অষ্টম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শুদ্ধ ভক্তদের যেহেতু কোন জড় বাসনা নেই, তাই তাঁরা সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়ে, তাঁর দিব্য নাম শ্রবণ এবং কীর্তন করে, সর্বদা আনন্দের সমুদ্রে মগ্ন থাকেন। এই শ্লোকের বর্ণনানুসারে, নারদ আদি ভক্ত এবং শ্বেতদ্বীপের অধিবাসীগণ সর্বদাই ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনে মগ্ন থাকেন; কারণ এই কীর্তনের প্রভাবে তাঁরা সর্বদা অন্তরে এবং বাইরে চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করেন। মুমুক্ষুরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের অভিলাষী নন; পক্ষান্তরে, তাঁরা ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করে পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার প্রয়াসী। কর্মীরা তাঁদের কর্ণ এবং হৃদয়ের আনন্দ লাভের অভিলাষী, এবং যদিও তাঁরা কখনও কখনও ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করেন, তবুও তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে তা করেন না। ভক্তরা কিন্তু সর্বদাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের লীলা শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করেন এবং তার ফলে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে তা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয় বলে মনে হতে পারে। কেবলমাত্র ভগবানের লীলা শ্রবণ করেই পরীক্ষিৎ মহারাজ মুক্ত হয়েছিলেন। তাই তিনি হচ্ছেন *শ্রোত্রমনোঽভিরাম,* অর্থাৎ তিনি শ্রবণের পন্থা মহিমান্বিত করেছিলেন। এই পন্থাটি প্রতিটি জীবেরই অবলম্বন করা উচিত।

এই দিব্য আনন্দ থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিদের পৃথক করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষিৎ মহারাজ *বিরজ্যেত পুমান্* পদটি ব্যবহার করেছেন। *পুমান্* শব্দটি স্ত্রী-পুরুষ

নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তিকে বোঝায়। দেহাত্মবুদ্ধির ফলে আমরা শোক করি, কিন্তু যে ব্যক্তি দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত, তিনি চিন্ময় লীলা শ্রবণ ও কীর্তনের দিব্য আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন। তাই যে ব্যক্তি সর্বতোভাবে দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন, সে অবশ্যই আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন না করে আত্মহত্যা করছে। এই প্রকার ব্যক্তিকে বলা হয় *পশুঘ্ন*। বিশেষ করে যারা পশুঘাতক ব্যাধ, তারা আধ্যাত্মিক জীবন থেকে বঞ্চিত, এবং তাদের ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ এবং কীর্তনে কোন আগ্রহ নেই। এই প্রকার ব্যাধেরা ইহলোকে এবং পরলোকে সর্বদাই অসুখী। তাই বলা হয়েছে যে, ব্যাধের পক্ষে বেঁচে থাকা উচিত নয় এবং মরাও উচিত নয়, কারণ এই প্রকার ব্যক্তির পক্ষে বাঁচা এবং মরা উভয়ই দুঃখদায়ক। ব্যাধেরা সাধারণ কর্মীদের থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন এবং তাই শ্রবণ-কীর্তনের পন্থা থেকে তাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। *বিনা পশুঘ্নাৎ*। তারা ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ-কীর্তনের চিন্ময় আনন্দ উৎসবে প্রবেশ করতে পারে না।

*মহারথ* শব্দটি সেই মহাবীরকে বোঝায়, যিনি একা এগার হাজার বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন। পঞ্চম শ্লোকে *অতিরথ* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, সেই শব্দটির অর্থ যিনি অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে একাকী যুদ্ধ করতে পারেন। সেই সম্বন্ধে *মহাভারতে* বলা হয়েছে—

*একাদশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্ ।*
*অস্ত্রশস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ ।*
*অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সম্প্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ ॥*

*বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীতে* শ্রীল সনাতন গোস্বামী এই তথ্যটি প্রদান করেছেন।

*মায়ামনুষ্যস্য* (১০/১/১৭)। যোগমায়ার দ্বারা আবৃত হওয়ার ফলে (*নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ*), শ্রীকৃষ্ণকে কখনও কখনও *মায়ামনুষ্য* বলে বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ যদিও তিনি পরমেশ্বর ভগবান, তবুও তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত হন। জনসাধারণের দৃষ্টি যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে, ভগবান সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্ত ধারণার উদয় হয়। ভগবানের স্থিতি প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন, কারণ তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করলেও তিনি সর্বদাই চিন্ময়। *মায়া* শব্দের আর একটি অর্থ 'দয়া' এবং কখনও কখনও তা 'জ্ঞান'ও বোঝায়। ভগবান সর্বদাই দিব্য জ্ঞানে পূর্ণ, এবং তাই তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করলেও তিনি হচ্ছেন পূর্ণ জ্ঞানময় পরমেশ্বর ভগবান। ভগবান তাঁর স্বরূপে মায়ার অধীশ্বর (*ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ*

*সূয়তে সচরাচরম্)*। তাই ভগবানকে *মায়ামনুষ্য* বলা যেতে পারে। অর্থাৎ তিনি মহামায়া এবং যোগমায়া উভয়েরই অধীশ্বর হওয়া সত্ত্বেও একজন সাধারণ মানুষের মতো লীলাবিলাস করেন। ভগবান হচ্ছেন পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তম, কিন্তু যেহেতু আমরা যোগমায়ার দ্বারা মোহিত, তাই আমাদের কাছে তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো প্রতিভাত হন। চরমে কিন্তু যোগমায়া অভক্তদের পর্যন্ত ভগবান যে পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তম, তা বুঝতে অনুপ্রাণিত করেন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবানের দুটি উক্তি পাওয়া যায়। ভক্তদের জন্য ভগবান বলেছেন—

*তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।*
*দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥*

"যারা নিত্য ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার ফলে তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারেন।" (*ভগবদ্গীতা* ১০/১০) এইভাবে ঐকান্তিক ভক্তকে ভগবান বুদ্ধি প্রদান করেন, যার দ্বারা তিনি তাঁকে জানতে পেরে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। যারা অভক্ত, তাদের সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন, *মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্*—"আমি সর্বস্ব হরণকারী অনিবার্য মৃত্যু।" প্রহ্লাদ মহারাজের মতো ভক্ত ভগবান নৃসিংহদেবের কার্যকলাপে আনন্দ অনুভব করেন, কিন্তু তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুর মতো অভক্ত ভগবান নৃসিংহদেবের হস্তে নিহত হয়। ভগবান তাই দুইভাবে কার্য করেন, এক পক্ষকে তিনি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে নিক্ষেপ করেন এবং অপর পক্ষকে তিনি ভগবদ্ধামে নিয়ে যান।

*কাল* শব্দের অর্থ 'কালো' এবং তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রঙের সূচক। শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্র উভয়েই তাঁদের ভক্তদের মুক্তি এবং চিন্ময় আনন্দ প্রদান করেন। জড় দেহ সমন্বিত ব্যক্তিদের মধ্যে কখনও কখনও কারও ইচ্ছামৃত্যুর ক্ষমতা রয়েছে। এই প্রকার ব্যক্তিদের মৃত্যু হয় না বললেই চলে, কারণ কেউই মরতে চায় না। কিন্তু ভীষ্মদেবের সেই ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে, ভগবানের উপস্থিতিতে অনায়াসে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। বহু অসুর রয়েছে যাদের মুক্তির কোন আশাই নেই, তবুও কংস ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে মুক্তিলাভ করেছিল। কেবল কংসই নয়, পূতনাও মুক্তিলাভ করে ভগবানের মাতৃত্বের পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ তাই, যিনি তাঁর অচিন্ত্য গুণের প্রভাবে যে কোন ব্যক্তিকে মুক্তিদান করতে পারেন, সেই ভগবানের কথা শ্রবণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর অন্তিম সময়ে অবশ্যই

মুক্তির আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। যখন ভগবানের মতো মহান ব্যক্তি অচিন্ত্য গুণ সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করেন, তখন তাঁর সেই আচরণকে বলা হয় *মায়া*। তাই ভগবানকে *মায়ামনুষ্য* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেটিই শ্রীল জীব গোস্বামীর অভিমত। *মু* শব্দের অর্থ মুক্তি, এবং *কু* শব্দের অর্থ কুৎসিত। এইভাবে জড় জগতের কুৎসিত অবস্থা থেকে মুক্তি প্রদান করেন বলে ভগবানের নাম মুকুন্দ। তিনি কেবল তাঁর ভক্তদের জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তই করেন না, তাঁদের প্রেম এবং সেবার দিব্য আনন্দও প্রদান করেন।

কেশবের *ক* শব্দে ব্রহ্মা এবং *ঈশ* শব্দে শিবকে বোঝান হয়। ব্রহ্মা এবং শিব উভয়কেই ভগবান তাঁর চিন্ময় গুণাবলীর দ্বারা মোহিত করেন। তাই তিনি কেশব। এই তথ্যটি শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁর *বৈষ্ণবতোষণীতে* প্রদান করেছেন।

কথিত হয়েছে যে, ত্রিলোচন শিবসহ সমস্ত দেবতারা ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গিয়ে *পুরুষসূক্ত* মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের কাছে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, দেবতারা সরাসরিভাবে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর কাছে যেতে পারেন না অথবা তাঁর ধামে প্রবেশ করতে পারেন না। সেই কথা *মহাভারতে, মোক্ষধর্মে* এবং *শ্রীমদ্ভাগবতের* পরবর্তী অধ্যায়েও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। গোলোক হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম (*গোলোকন্নাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য*)। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে সঙ্কর্ষণ, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন এবং বাসুদেব এই চতুর্ব্যূহের প্রকাশ হয়। কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর লোমকূপ থেকে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হয় এবং প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে অনিরুদ্ধের প্রকাশ গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু রয়েছেন। এই অনিরুদ্ধ হচ্ছেন প্রদ্যুম্নের অংশ, এবং প্রদ্যুম্ন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু বা সমস্ত জীবের পরমাত্মার অংশ। বিষ্ণুর এই বিস্তারগণ গোলোক বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন। যখন বলা হয় যে, দেবতারা *পুরুষসূক্ত* মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁর অর্থ হচ্ছে যে, ভক্তিময়ী স্তবের দ্বারা তাঁরা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন।

*বৃষাকপি* শব্দটির অর্থ যিনি সর্বতোভাবে তাঁর ভক্তদের তুষ্ট করেন এবং সমস্ত জড়-জাগতিক উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত করেন। *বৃষ* শব্দটির অর্থ যজ্ঞ আদি ধর্ম অনুষ্ঠান। যজ্ঞ অনুষ্ঠান ব্যতীতও ভগবান স্বর্গলোকের পরম সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে পারেন। পুরুষোত্তম জগন্নাথ বসুদেবের গৃহে আবির্ভূত হবেন বলে যে বর্ণনা হয়েছে, তা একজন সাধারণ মানুষ থেকে ভগবানের পার্থক্য নিরূপণ করে। তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হবেন বলতে বোঝান হয়েছে যে, তিনি তাঁর অংশকে প্রেরণ করেননি। *প্রিয়ার্থম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবান রুক্মিণী এবং রাধারাণীর প্রসন্নতা

বিধানের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। *প্রিয়া* শব্দটির অর্থ 'প্রিয়তম'।

শ্রীল বীররাঘব আচার্য তাঁর টীকায় ত্রয়োবিংশতি শ্লোকের পর এই অতিরিক্ত শ্লোকটি স্বীকার করেছেন—

*ঋষয়োঽপি তদাদেশাৎ কল্যন্তাং পশুরূপিনঃ ।*
*পয়োদানমুখেনাপি বিষ্ণুং তর্পয়িতুং সুরাঃ ॥*

"হে দেবতাগণ! শ্রীবিষ্ণুর আদেশ অনুসারে মহান মুনি-ঋষিগণও দুগ্ধদান করে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য গাভী এবং গোবৎসরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।"

রামানুজাচার্য কখনও কখনও বলদেবকে শক্ত্যাবেশ অবতার বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু শ্রীল জীব গোস্বামী বিশ্লেষণ করেছেন যে, বলদেব শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং বলদেবের অংশ সঙ্কর্ষণ। বলদেব যদিও সঙ্কর্ষণ থেকে অভিন্ন, তবুও তিনি হচ্ছেন মূল সঙ্কর্ষণ। তাই *স্বরাট্* শব্দটির প্রয়োগের দ্বারা বোঝান হয়েছে যে, বলদেব সর্বদা তাঁর নিজ প্রভাবে বিরাজমান। অতএব *স্বরাট্* শব্দে ইঙ্গিত করে যে, বলদেব জড় অস্তিত্বের ধারণার অতীত। মায়া তাঁকে আকর্ষণ করতে পারে না, কিন্তু যেহেতু তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, তাই তিনি তাঁর চিচ্ছক্তির প্রভাবে যেখানে ইচ্ছা আবির্ভূত হতে পারেন। মায়া সর্বতোভাবে বিষ্ণুর নিয়ন্ত্রণাধীন। যেহেতু ভগবানের আবির্ভাবের সময় মায়ার সঙ্গে যোগমায়া মিলিত হয়েছিলেন, তাই তাঁদের *একানংশা* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কখনও কখনও *একানংশা* শব্দের অর্থ অখণ্ডস্বরূপা বলে বিশ্লেষণ করা হয়। সঙ্কর্ষণ এবং শেষনাগ অভিন্ন। যমুনাদেবী বলেছেন, "হে রাম, হে মহাবাহো, হে জগৎপতে, আপনি আপনার এক অংশের দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে নিজেকে বিস্তার করেছেন। তাই পূর্ণরূপে আপনাকে জানা সম্ভব নয়।" তাই *একাংশা* শব্দে শেষনাগকে বোঝান হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বলদেব তাঁর এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগৎ ধারণ করেন।

*কার্যার্থে* শব্দটি সেই ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে, যিনি দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করেছিলেন এবং মা যশোদাকে মোহিত করেছিলেন। এই সমস্ত লীলা পরম গুহ্য। ভগবান যোগমায়াকে আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর লীলায় তাঁর সঙ্গীদের এবং কংস আদি অসুরদের মোহিত করতে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, *যোগমায়াং সমাদিশৎ*। ভগবানের সেবা করার জন্য যোগমায়া মহামায়া সহ আবির্ভূত হয়েছিলেন। *যয়া সম্মোহিতং জগৎ*—"যার দ্বারা সমগ্র জগৎ মোহিত হয়" এই পদটি মহামায়ার দ্যোতক। এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, যোগমায়ার অংশ মহামায়ারূপে বদ্ধ জীবদের মোহিত করেন। অথবা জগৎ দুই প্রকার—অপ্রাকৃত বা চিন্ময় এবং প্রাকৃত বা জড়। যোগমায়া চিৎ-জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করেন এবং তাঁর অংশোদ্ভূতা মহামায়া

জড় জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করেন। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহামায়া যোগমায়ার অংশ। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের একটি শক্তি আছে, যাকে কখনও কখনও দুর্গা বলে বর্ণনা করা হয়। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে *ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা*। দুর্গা যোগমায়া থেকে অভিন্না। কেউ যখন যথাযথভাবে দুর্গাকে জানতে পারেন, তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করেন, কারণ দুর্গা হচ্ছে ভগবানের পরাশক্তি, বা হ্লাদিনীশক্তি যাঁর কৃপার দ্বারা অনায়াসে ভগবানকে জানা যায়। *রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মাদ্*। মহামায়ার শক্তি কিন্তু যোগমায়ার আবরণী শক্তি। এই আবরণী শক্তির দ্বারা সমগ্র জগৎ মোহিত (*যয়া সম্মোহিতং জগৎ*)। অর্থাৎ বদ্ধ জীবদের মোহিত করা এবং ভক্তদের মুক্ত করা দুটিই যোগমায়ার কার্য। দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ এবং যশোদাকে নিদ্রাভিভূত করা যোগমায়ার কার্য; মহামায়া এই প্রকার ভক্তদের উপর কার্য করতে পারেন না, কারণ তাঁরা হচ্ছেন নিত্যমুক্ত। কিন্তু মহামায়ার পক্ষে মুক্ত আত্মাদের অথবা ভগবানকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলেও, তিনি কংসকে মোহিত করেছিলেন। কংসের সম্মুখে যোগমায়ার যে আবির্ভাব, তা ছিল মহামায়ার কার্য, যোগমায়ার নয়। যোগমায়া কংসের মতো কলুষিত ব্যক্তিকে দর্শন অথবা স্পর্শ পর্যন্ত করেন না। *মার্কণ্ডেয় পুরাণের* অন্তর্গত *চণ্ডীতে* একাদশ অধ্যায়ে মহামায়া বলেছেন—"বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টবিংশ যুগে আমি যশোদার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করব এবং আমার নাম হবে বিন্ধ্যাচলবাসিনী।"

দুই মায়া—যোগমায়া এবং মহামায়ার পার্থক্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের রাসলীলা এবং তাঁদের পতি, শ্বশুর এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের মোহন যোগমায়ার কার্য, তাতে মহামায়ার কোন প্রভাব নেই। *শ্রীমদ্ভাগবতে* তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। যেমন, সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ*। পক্ষান্তরে, শাল্ব আদি অসুর এবং দুর্যোধন আদি ভক্তিহীন ক্ষত্রিয়রা শ্রীকৃষ্ণের গরুড়বাহন, বিশ্বরূপ প্রভৃতি ঐশ্বর্য দর্শন করেও শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে জানতে পারেনি। তাদের এই মোহ মহামায়ার কার্য। তাই বুঝতে হবে, যে-মায়া ভগবান থেকে জীবকে বিমুখ করে, তা হচ্ছে জড় মায়া এবং চিন্ময় স্তরে কার্য করে যে-মায়া তা যোগমায়া। বরুণ যখন নন্দ মহারাজকে নিয়ে গিয়েছিলেন তখন নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য দর্শন করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মনে করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পুত্র। চিৎ-জগতের এই বাৎসল্য অনুভূতি যোগমায়ার কার্য, জড় মায়া বা মহামায়ার কার্য নয়। এটি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের অভিমত।

*শূরসেনাংশ্চ*। কার্তবীর্যার্জুনের পুত্র ছিলেন শূরসেন এবং তিনি যে সমস্ত দেশ শাসন করেছিলেন, সেগুলিরও নাম হয় শূরসেন। এই তথ্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁর *বৈষ্ণবতোষণী* টীকায় প্রদান করেছেন।

*মথুরা* শব্দটি সম্বন্ধে এই তথ্যটি পাওয়া যায়—

*মথ্যতে তু জগৎ সর্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা ।*
*তৎসারভূতং যদ্ যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে ॥*

আত্ম-তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তি যখন চিন্ময় স্তরে আচরণ করেন, তখন তাঁর সেই স্থিতিকে বলা হয় মথুরা। অর্থাৎ, কেউ যখন ভক্তিযোগের স্তরে আচরণ করেন, তখন তিনি যেই স্থানেই থাকুন না কেন, তিনি মথুরা, বৃন্দাবনে বাস করেন। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি সমস্ত জ্ঞানের সারাতিসার, এবং যে-স্থানে সেই জ্ঞান প্রকাশিত হয়, সেই স্থানকে বলা হয় মথুরা। কেউ যখন অন্য সমস্ত বিধি পরিত্যাগ করে ভক্তিযোগ স্থাপন করেন, তাঁর সেই স্থিতিকে বলা হয় মথুরা। *যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ*—যে-স্থানে ভগবান শ্রীহরি নিত্য বাস করেন, তার নাম মথুরা। *নিত্য* মানে চিরকাল। ভগবান নিত্য এবং তাঁর ধামও নিত্য। *গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ*। ভগবান যদিও সর্বদাই তাঁর ধাম গোলোক বৃন্দাবনে বিরাজ করেন, তথাপি তিনি পূর্ণরূপে সর্বত্র উপস্থিত। অর্থাৎ ভগবান যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তাঁর ধাম খালি হয়ে যায় না, কারণ তিনি যুগপৎ তাঁর ধামে বিরাজমান থাকতে পারেন এবং মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা আদি স্থানে অবতরণ করতেও পারেন। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু তিনি সেখানে রয়েছেন, তাই তাঁকে অবতরণ করতে হয় না; তিনি কেবল নিজেকে প্রকাশ করেন।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে *তাত* বা 'প্রিয় পুত্র' বলে সম্বোধন করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব এবং দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন বলে, শুকদেব গোস্বামীর হৃদয়ে বাৎসল্যভাবের উদ্দীপন হয়েছিল। তাই তিনি স্নেহবশত মহারাজ পরীক্ষিৎকে *তাত* বলে সম্বোধন করেছেন।

*বিশ্বকোষ* অভিধানে *গর্ভ* শব্দের বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—*গর্ভো ভ্রূণে অর্ভকে কুক্ষাবিত্যাদি*। কংস যখন দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন *সাম* এবং *ভেদ* নীতির দ্বারা বসুদেব তাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। *সাম* মানে শান্ত করা। বসুদেব কংসকে সম্বন্ধ, লাভ, উপকার, অভেদ ও গুণকীর্তন—এই পাঁচ প্রকার *সামের* দ্বারা শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, এবং ইহলোকে ও পরলোকের পরিস্থিতির ভয় প্রদর্শন করেছিলেন—একে বলা হয় *ভেদ*। এইভাবে বসুদেব কংসকে শান্ত করার জন্য *সাম* এবং *ভেদ* দুটি উপায়ই প্রয়োগ করেছিলেন।

কংসের গুণাবলীর প্রশংসা হচ্ছে *গুণকীর্তন*, এবং ভোজবংশের যশোবর্ধনকারী এই প্রশংসায় ছিল *সম্বন্ধ*। 'তোমার ভগ্নী' এই বাক্যের দ্বারা *অভেদ* বোঝায়। স্ত্রীহত্যার কথা উত্থাপন করে যশ এবং মঙ্গলের প্রশ্ন করা হয়েছে, এবং বিবাহ উৎসবে ভগ্নীকে হত্যা করার পাপরূপ ভয় উৎপাদন *ভেদের* একটি অঙ্গ। ভোজবংশ বলতে তাদের বোঝায়, যারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগপরায়ণ এবং তাই তারা খুব একটা সম্ভ্রান্ত বংশীয় নয়। *ভোজ* শব্দের আর একটি অর্থ কলহ। এইগুলি কংসের অপযশের দ্যোতক। বসুদেব যখন কংসকে *দীনবৎসল* বলে সম্বোধন করেছিলেন, সেটি অতিস্তুতি। কংস তার দীনহীন প্রজাদের কাছ থেকে রাজকররূপে গোবৎস পর্যন্ত গ্রহণ করত; তাই তাকে *দীনবৎসল* বলা হয়েছে। বসুদেব ভালভাবেই জানতেন যে, বল প্রয়োগের দ্বারা তিনি দেবকীকে সেই আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবেন না। দেবকী ছিলেন কংসের পিতৃব্যের কন্যা, এবং তাই তাকে সুহৃৎ অর্থাৎ 'আত্মীয়' বলা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে যে, কংস যদি দেবকীকে বধ করত, তা হলে পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে যুদ্ধ হত এবং তা হলে বহু সুহৃদের প্রাণনাশ হত। কংস পারিবারিক যুদ্ধের এই মহাবিপদ থেকে নিজেকে নিরস্ত করেছিল, কারণ তা না হলে বহু জীবন বিনষ্ট হত।

পুরাকালে কালনেমি নামক এক অসুরের হংস, সুবিক্রম, ক্রাথ, দমন, রিপুমর্দন ও ক্রোধহন্তা নামক ছয় পুত্র ছিল। তারা ষড়্গর্ভ নামক অত্যন্ত পরাক্রমশালী এবং যুদ্ধবিশারদ ছিল। এই ষড়্গর্ভগণ তাদের পিতামহ হিরণ্যকশিপুকে পরিত্যাগ করে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কঠোর তপস্যা করে। তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাদের বাসনা অনুসারে বর প্রদান করতে সম্মত হন। ব্রহ্মা যখন তাদের জিজ্ঞাসা করেন তারা কি চায়, তখন ষড়্গর্ভরা উত্তর দিয়েছিল, "হে ব্রহ্মা! আপনি যদি আমাদের বর প্রদান করতে চান, তা হলে এই বর দিন যে, আমরা যেন কোনও দেবতা, মহারোগ, যক্ষ, গন্ধর্বপতি, সিদ্ধ, চারণ অথবা মানুষদের দ্বারা নিহত না হই। এমন কি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছেন যে সমস্ত মহান ঋষিগণ, তাঁরাও যেন আমাদের বধ করতে না পারেন।" ব্রহ্মা তাদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে তাদের বাসনা পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু হিরণ্যকশিপু সেই ঘটনা জানতে পেরে তাঁর পৌত্রদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। সে তাদের বলেছিল, "তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করে ব্রহ্মার আরাধনা করেছ, তাই তোমাদের প্রতি আমার আর স্নেহ নেই। তোমরা দেবতাদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছ, কিন্তু আমি তোমাদের অভিশাপ দিচ্ছি যে, তোমাদের পিতাই তোমাদের বধ করবে। তোমরা ছয়জনই দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে এবং কালনেমি কংসরূপে জন্মগ্রহণ

করে তোমাদের হত্যা করবে।" এই অভিশাপের ফলে হিরণ্যকশিপুর পৌত্রেরা দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং কংসের দ্বারা নিহত হয়েছিল, যদিও পূর্বজন্মে কংস ছিল তাদের পিতা। এই বর্ণনাটি *হরিবংশে, বিষ্ণুপর্বের* দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। *বৈষ্ণবতোষণীর* টীকা অনুসারে দেবকীর পুত্রের কীর্তিমান্ নামটি তৃতীয় জন্মগত। প্রথম জন্মে সে ছিল মরীচির পুত্র স্মর, এবং তারপর সে কালনেমির পুত্র হয়। সেই কথা ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীল মধ্বাচার্যানুগ শ্রীবিজয়ধ্বজ তীর্থ *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই অধ্যায়ে এই অতিরিক্ত শ্লোকটি স্বীকার করেছেন—

**অথ কংসমুপাগম্য নারদো ব্রহ্মনন্দনঃ ।**
**একান্তমুপসঙ্গম্য বাক্যমেতদুবাচ হ ॥**

**অথ**—এইভাবে; **কংসম্**—কংসকে; **উপাগম্য**—গিয়ে; **নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **ব্রহ্মা-নন্দনঃ**—ব্রহ্মার পুত্র; **একান্তম্ উপসঙ্গম্য**—এক নির্জন স্থানে গিয়ে; **বাক্যম্**—উপদেশ; **এতৎ**—এই; **উবাচ**—বলেছিলেন; **হ**—অতীতে।

**অনুবাদ—"তারপর ব্রহ্মার মানস-পুত্র নারদ কংসের কাছে গিয়ে, এক নির্জন স্থানে তাকে এই সংবাদ প্রদান করেছিলেন।"**

দেবর্ষি নারদ স্বর্গলোক থেকে অবতরণ করে মথুরার উপবনে উপস্থিত হয়ে কংসের কাছে দূত প্রেরণ করেন। সেই দূত যখন কংসকে নারদের আগমনবার্তা নিবেদন করেন, তখন অসুররাজ কংস অত্যন্ত হর্ষান্বিত হয়ে সূর্যের মতো প্রভাবশালী এবং অগ্নির মতো তেজস্বী নিষ্পাপ অতিথি নারদ মুনিকে স্বাগত জানাবার জন্য শীঘ্রই তার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে সূর্যের মতো উজ্জ্বল এক স্বর্ণনির্মিত আসন প্রদান করেছিল। দেবরাজের সখা নারদ মুনি উগ্রসেনের পুত্র কংসকে বলেছিলেন, "হে বীর! তুমি যথাযথভাবে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমার প্রসন্নতা বিধান করেছ, এবং তাই আমি তোমাকে কিছু গোপন রহস্য বলব। আমি যখন নন্দনকানন থেকে চিত্ররথ বন দিয়ে আসছিলাম, তখন দেখলাম যে, সুমেরু পর্বতে দেবতাদের এক মহাসভা হচ্ছে। সেই দেবতাদের মধ্যে অনেকেই আমার সহগামী হয়েছিলেন। আমরা বহু পবিত্র স্থান ভ্রমণ করে অবশেষে পবিত্র গঙ্গা দর্শন করেছিলাম। ব্রহ্মা যখন দেবতাদের নিয়ে সেই সুমেরু শিখরে সভায় আলোচনা করছিলেন, তখন আমিও সেখানে আমার বীণাসহ উপস্থিত ছিলাম। আমি গোপনে তোমার কাছে ব্যক্ত করছি যে, সেই সভায় পরিকল্পনা করা হয়েছিল কিভাবে তোমার অনুচর অসুরগণ সহ তোমাকে বধ করা হবে।

দেবকী নাম্নী তোমার এক কনিষ্ঠা ভগ্নী রয়েছে, এবং তার অষ্টম গর্ভ থেকে তোমার মৃত্যু হবে।" (*হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব* ১/২-১৬)

নারদ মুনি যে কংসকে দেবকীর পুত্রদের হত্যা করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, সেই জন্য তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। নারদ মুনি জীবের নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী, এবং তিনি চেয়েছিলেন যে, দেবতাদের আনন্দ বিধানের জন্য এবং কংস ও তার অনুচরদের হত্যা করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেন শীঘ্র অবতরণ করেন। কংসও ভগবান কর্তৃক নিহত হয়ে মুক্তিলাভ করবে এবং তার কুকার্য থেকে বিরত হবে। তার ফলে দেবতাগণ এবং তাঁদের অনুগামীগণও অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, নারদ মুনি অনেক সময় এমন কার্য করেন, যার ফলে দেবতা এবং অসুর উভয়েরই লাভ হয়। শ্রীবীররাঘব আচার্য তাঁর টীকায় এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত অর্ধ্ব শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন—*অসুরাঃ সর্ব এবৈত লোকোপদ্রবকারিণঃ*। অসুরেরা সর্বদাই মানব-সমাজের উপদ্রব করে।

*ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঃ ভূমিকা' নামক প্রথম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।*